পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 233 Thursday, 24 July, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৩৩ সংখ্যা ❋ ৭ শ্রাবণ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ২৪ জুলাই ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতিতে স্বাস্থ্য দফতরের যোগ! রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুলাইঃ শিক্ষা দফতরের নিয়োগ প্রক্রিয়া ঘিরে ফের দুর্নীতির অভিযোগ। আপার প্রাইমারি স্তরে শিক্ষক পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোটি টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে স্বাস্থ্য ভবনের এক আধিকারিকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বিপুল অঙ্কের টাকা নেওয়ার পরও চাকরি না পেয়ে প্রতারণার শিকার হয়েছেন একাধিক চাকরিপ্রার্থী। এই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন এক ভুক্তভোগী। সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে আদালতে দায়ের হয় রিট পিটিশন। বুধবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এই মামলায় রাজ্য পুলিশের তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট তলব করেছেন। পুলিশকে মামলার কেস ডায়েরি আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। পাশাপাশি, আবেদনকারী পরিবারের নিরাপত্তার বিষয়টিও বিবেচনা করতে বলা হয়েছে নিম্ন আদালতকে। এদিকে, স্বাস্থ্যভবনের এক আধিকারিক কীভাবে শিক্ষা দফতরের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করলেন, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে আসে, চাকরি দেওয়ার নামে এই ধরনের প্রতারণা সমাজের দুর্বল শ্রেণিকে বিপন্ন করে তোলে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র শোরগোল ছড়িয়েছে।

পুজোর সময় কি বাঙালিরা অন্য রাজ্যে ঘুরতে গিয়ে সুরক্ষিত? কুণাল বললেন সাবধানে!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুলাইঃ সেপ্টেম্বরে পুজো। ধীরে ধীরে তোড়জোড় শুরু করছে বাঙালি। দুর্গাপুজোর ছুটিতে বাইরের রাজ্য থেকে অনেকেই আসেন কলকাতায়। আবার কলকাতা ছেড়ে অনেকেই ঘুরতে যান দু'একদিনের জন্য বাইরে। কিন্তু এবার পুজোর সময় বাইরের রাজ্যে ঘুরতে গেলে বাঙালি সুরক্ষিত থাকবে? এই প্রশ্নই করা হয়েছিল তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে। তিনি বললেন, বিষয়টা স্পর্শকাতর। বস্তুত, বেশ কয়েকদিন ধরে বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্থার অভিযোগ উঠছে। মহারাষ্ট্র, দিল্লি, রাজস্থান, হরিয়ানা, ওড়িশা-সহ একাধিক জায়গায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের

দাবি সেখানকার পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে রাখছে। তারপর তাঁদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই পথে নেমেছে তৃণমূল। বাঙালি নিপীড়ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে ভাষা আন্দোলনেরও ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিন্দায় সরব হয়েছে শাসকদল। এই ইস্যুতেই এবার মুখ খুলেছেন কুণাল ঘোষ। তিনি প্রথমে বলেন, ''গুরুগ্রামের ছবি। বাংলাভাষীদের উপর অকথ্য অত্যাচার। অমানবিক ছবি। বিজেপি বাংলা এবং বাঙালির উপর রাগে অমানবিক-কাণ্ড করছে। মতুয়াদের আটক করছেন কেন? আমরা অনুপ্রবেশের বিরোধী নই। সীমান্ত দেখার দায়িত্ব অমিত শাহর। যেভাবে বাঙালিদের উপর অত্যাচার করছে, এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন হবে। এরপর সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, ''তবে কি পুজোর সময় ভিন রাজ্যে যাওয়া কি সুরক্ষিত?'' উত্তরে কুণাল বলেন, ''বিষয়টা স্পর্শকাতর। যান বা যাবেন না। কোনওটাই বলব না। কিন্তু বলব মরিয়া হয়ে বিজেপি নেমেছে। সুতরাং সাবধানে।''

তৃণমূলে ভাঙন!

ছাব্বিশের নির্বাচনের মুখে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন দলের উত্থান

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৩ জুলাইঃ লোকসভা নির্বাচনের এক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মঞ্চে ফের আলো।ন তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। আগামী ১৫ আগস্টের পর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের ঘোষণা করবেন বলেই জানালেন। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দুই দিনাজপুর ও নদিয়ার কিছু অংশ-এই মিলিয়ে প্রায় ৫০-৫২টি বিধানসভা আসনে প্রার্থী দিতে চলেছে তাঁর নতুন দল। হুমায়ুন কবীরের এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, তিনি এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর কোনও ক্ষোভ নেই। বরং, তাঁর অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার তৃণমূল নেতৃত্ব। হুমায়ুন কবীরের দাবি, জেলা স্তরের নেতারা দলীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশই মানছেন না। একটি সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হুমায়ুন বলেন, ''আমি শুধু মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রিক দল গড়ব না। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, নদিয়ার একটা অংশ, সব মিলিয়ে ৫০-৫২টি আসন নিয়ে দলটা করব। বলদের পক্ষে লোক রয়েছে, না ছাগলের পক্ষে লোক রয়েছে, সেটা এবার চোখে দেখাতে হবে।'' এই 'বলদ' ও 'ছাগল' মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। হুমায়ুন কবীর এর মাধ্যমে মূলত ইঙ্গিত করেছেন যে, দলের বর্তমান জেলা

নেতৃত্ব কার্যকারিতাহীন ও অনুপযুক্ত। তাঁর মতে, দল করে প্রমাণ করতে চাই, চাষ বলদ দিয়েই হয়, ছাগল দিয়ে নয়। তাহলে কি তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক ভাঙতেই এই পদক্ষেপ? এই প্রশ্নে হুমায়ুন কবীর বলেন, ''ক্ষমতায় আসবেন নেত্রীই। উনিই চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন। কিন্তু আমি চাই নেত্রী বুঝুন, যে যোগ্য কর্মীদের জায়গা না দিলে, ভোটারদেরও অপমান করা হচ্ছে। যোগ্য ভোটাররা যাতে সম্মান পান, সেই দিকেই নজর থাকবে আমার নতুন দলের।'' রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, হুমায়ুন কবীরের এই ঘোষণার ফলে মুর্শিদাবাদ সহ সংলগ্ন জেলাগুলিতে সংখ্যালঘু ভোটের একটা বড় অংশ বিভক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে সেইসব এলাকা যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন দুর্বল অথবা জেলা নেতৃত্বের উপর ক্ষোভ রয়েছে-সেখানে হুমায়ুনের দলকে একটা বিকল্প হিসেবে ভাবতে পারেন অনেকেই। অন্যদিকে তৃণমূল শিবিরে এই ঘোষণায় অস্বস্তির আঁচ স্পষ্ট। যদিও দলের তরফে এখনও কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া মেলেনি, তবে জেলা নেতৃত্বের একাংশের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে। কারণ, হুমায়ুন কবীর একজন অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতা, যিনি একাধিকবার বিধানসভা নির্বাচন জিতেছেন এবং তৃণমূল ও কংগ্রেস দুই দলেই দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন। এই মুহূর্তে বাংলার রাজনীতিতে তৃণমূল, বিজেপি ও বাম-কংগ্রেস জোটের মধ্যে ত্রিমুখী লড়াই চলছে। তার মাঝেই হুমায়ুন কবীরের নতুন দল রাজ্যের সংখ্যালঘু প্রধান জেলাগুলিতে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। তবে একটা কথা নিশ্চিত, ছাব্বিশের নির্বাচনের আগেই রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন উত্তাপের জন্ম দিল হুমায়ুন কবীরের রাজনৈতিক অভিমত।

একজন বাংলাভাষীকেও গ্রেফতার করা হয়নি

হাইকোর্টে জানিয়ে দিল ওড়িশা সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুলাইঃ ওড়িশায় বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্থা মামলা। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। এদিনের শুনানিতে ওড়িশা সরকারের তরফ থেকে আদালতে জানানো হয়, বাঙালি হলেই এদেশের নয় বলে গ্রেফতার করা হচ্ছে, এরকম যে অভিযোগ উঠছে, সেটা একেবারেই ঠিক নয়। কাউকেই গ্রেফতার করা হয়নি বলে আদালতে জানিয়েছে ওড়িশা সরকার। রাজ্যের তরফে এদিন সওয়াল করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার উদ্দেশে ও।শির এজি পি আচার্য বলেন, ''বাঙালিরা আমাদের ভাই, প্রতিবেশী। আমাদের বিরুদ্ধে এসব বলে বিভ্রান্ত করবেন না। আমাদের প্রধান বিচারপতি বাংলা থেকে এসেছেন। এখানে বাঙালি-অবাঙালি বিষয় নয়। এদেশের নাগরিক কি না, সেটা যাচাই করা হচ্ছে।'' বিচারপতি তখন

এজি পি আচার্যর কাছে জানতে চান, গ্রেফতার না আটক, তা আদালতে জানাতে হবে। এজি বলেন, ''কোনও গ্রেফতার হয়নি। ফরেনার্স আইন অনুযায়ী, যাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ, যাচাই করা হচ্ছে তথ্য। এটা আইন অনুযায়ী ভেরিফিকেশন।'' কল্যান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''হঠাৎ করে কেউ বিদেশি হয়ে গেল? ওড়িশা সরকার কীসের ভিত্তিতে এদের সন্দেহ করল? ৪০০ জন বাঙালিকে গ্রেফতার করা হয়েছে?'' ওড়িশার এজি তখন বলেন, ''বাঙালি-অবাঙালি বলে বিভ্রান্ত করবেন না। দেশের ব্যাপার। পুরীতে আসুন নিমন্ত্রণ রইল।'' ২৯ আগস্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানি। সেদিনই বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের গ্রেফতার না আটক করা হয়েছে, তা বিস্তারিত হলফনামা আকারে জমা করবে ওড়িশা সরকার। সম্প্রতি অভিযোগ ওঠে, বাংলাদেশি বলে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিককে ওড়িশায় আটকে রাখা হয়। সেই ঘটনা নিয়েই হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সেই বিষয়েই তথ্য জানতে চেয়েছে আদালত।

'রাজ্য অর্থসাহায্য করবে অথচ নিয়ন্ত্রণ থাকবে না?' নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে অখুশি বিমান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুলাইঃ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী দফতরকে স্বশাসিত ঘোষণার নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই সেই সংক্রান্ত চিঠি রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে পৌঁছেছে বলে নবান্ন সূত্রের খবর। স্বাভাবিকভাবেই এই ইস্যুতে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এই নিয়ে মুখ খুলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিকদের প্রশ্নে বিমান বলেন, ''এটি অত্যন্ত দফতর সংশ্লিষ্ট রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীনে পরিচালিত হত। কমিশনের বক্তব্য, প্রতিটি রাজ্যের এই বিভাগ স্বাধীন ভাবে পরিচালিত হয়। তাই বাংলার ক্ষেত্রেও এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতেই এই বিষয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবকে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ভোটার তালিকায় নিবি। সংশোধনের প্রস্তুতি হিসেবেই এই পদক্ষেপ করছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। যদিও

বিতর্কিত বিষয়।'' তিনি সেভাবে কোনও মন্তব্য করবেন না। তবে এই সিদ্ধান্ত যে তিনি মানছেন না, তা পরিস্কার করে দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, জাতীয় নির্বাচন কমিশন চাইছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক রাজ্যের উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল না হোন। তাই সেই দফতরকে সতন্ত্র করতেই এই পদক্ষেপ। বিধানসভার অধ্যক্ষের কথায়, রাজ্য অর্থসাহায্য করবে কিন্তু কোনও নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে না, মতামত দিতে পারবে না, এটা হতে পারে না। কমিশনের নির্দেশিকায় স্পষ্ট, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর আর রাজ্যের অধীনে থাকবে না। এতদিন এই তৃণমূল সহ অন্যান্য বিরোধী দলের অবশ্য অভিযোগ, ঘুরপথে এনআরসির চেষ্টা হচ্ছে। বেছে বেছে বিরোধী ভোটারদের এবং সংখ্যালঘুদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্যই এমন পদক্ষেপ নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যে আবার সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, আধার, ভোটার আইডি, রেশন কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। ফলে এইসব নথি ভোটার তালিকায় নাম থাকার জন্য বাধ্যতামূলক প্রমাণ হতে পারে না। কমিশনের বক্তব্য, দেশের ভোটার তালিকায় নাম থাকার ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে তাঁকে ভারতের নাগরিক হতে হবে।

সংসদে ধনকড়ের বিদায়ী ভাষণে নারাজ সরকার, 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়', টিপ্পনি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাইঃ 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়'। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে বুধবার উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়কে নিয়ে সরকারকে টিপ্পনি কাটার পরেও বর্ষা অধিবেশনের প্রথম দিনই রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের ইস্তফায় মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছে কেন্দ্র। বিরোধীরা সংসদে দাবি তুলেছেন, বিদায়ী উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসেবে ধনকড়কে বিদায়ী ভাষণ দিতে বিবৃতি দেবেন মোদি। চলতি বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথমদিন সোমবার থেকে এই দাবিতেই হই-হট্টগোল চলছিল সংসদের দুই কক্ষে। এদিন তৃতীয় দিনেও বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন সহ বিরোধীদের একাধিক দাবিতে সভা পণ্ড হয়ে যায়। একটি সূত্র জানাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী মোদি বর্ষা অধিবেশনের শেষে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিবৃতি দেবেন। আবার আর একটি সূত্র জানিয়েছে, মোদি বর্তমানে ব্রিটেন

দেওয়া হোক। কিন্তু, সরকার বিরোধীদের সেই দাবি মেনে নেয়নি। ধনকড়কে সভায় কিছু বলার দাবি খারিজ করে দিয়েছে। যদিও এবারেই রাজ্যসভা থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সাত সাংসদ বিদায়ী ভাষণ দিতে পারবেন। ধনকড় প্রসঙ্গে সরকারের এই মনোভাব নিয়ে বিরোধীদের মনে আরও সন্দেহ ঘনিয়ে উঠেছে। তবে, বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের লাগাতার চাপের মুখে শেষপর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অপারেশন সিঁদুর, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সংঘর্ষ বিরতির মধ্যস্থতা নিয়ে সংসদে বক্তব্য রাখবেন। সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যসভা ও লোকসভা, দুই কক্ষেই ও মালদ্বীপ সফরে গিয়েছেন। ফিরবেন ২৬ জুলাই। রাজ্যসভায় অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনার দিনস্থির হয়েছে আগামী মঙ্গলবার, ২৯ জুলাই। বিতর্কের জন্য সময় দেওয়া হয়েছে ১৬ ঘণ্টা। তবে সেদিন সম্ভবত মোদি ভাষণ দেবেন না। সব দলের বক্তব্য শুনে অধিবেশনের শেষেই জবাবি ভাষণ দিতে পারেন। রাজ্যসভায় অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব আনতে পারেন বাংলার বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এদিনই সকালে বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির বৈঠকে বিতর্কের জন্য ১৬ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে।

কেলেঙ্কারি, এয়ার ইন্ডিয়া বিপর্যয়ে মৃতদেহ অদল-বদল হয়ে গেল!

লন্ডন, ২৩ জুলাইঃ এয়ার ইন্ডিয়া বিমান দুর্ঘটনায় পুড়ে গিয়েছিল সব যাত্রীদের দেহ। ডিএনএ পরীক্ষা করে দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল দেহ। এবার বিমান দুর্ঘটনায় বিরাট বিভ্রাট সামনে এল। ইংল্যান্ডের

দুই যাত্রীর পরিবার দাবি করল, তাদের হাতে ভুল দেহ তুলে দেওয়া হয়েছে। ইংল্যান্ডের দুই পরিবারের আইনজীবী দাবি করেছেন, তাদের হাতে ভুল দেহ তুলে দেওয়া হয়েছে। ডিএনএ পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ডিএনএ ম্যাচ করছে না। এই খবর সামনে আসতেই ভারত সরকারের তরফে জানানো হল, এই বিষয়টি নজরে আসার পর থেকেই ইংল্যান্ডের সঙ্গে কাজ করছে। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছে, বিমান দুর্ঘটনার পর প্রোটোকল মেনেই নিহতদের চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে। সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সঙ্গে দেহ তুলে দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করা হচ্ছে। গত ১২ জুন আহমেদাবাদের মেঘানিনগরে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ভেঙে পড়ে। বিমানে ২৪২ জন যাত্রী ছিলেন, তাদের মধ্যে ১ জন যাত্রীই একমাত্র বেঁচেছিলেন। বাকি সকল যাত্রী, বিমানের পাইলট, ক্রুদের মৃত্যু হয়। আহমেদাবাদের গভর্মেন্ট সিভিল হাসপাতালে ডিএনএ পরীক্ষা হয়েছিল। সূত্রের খবর, দুর্ঘটনার ভয়াবহতা এতটাই ছিল যে যাত্রীদের দেহের টিস্যু মিশে গিয়েছে। সেই কারণে ডিএনএ অ্যানালিসিসে আলাদা রেজাল্ট এসেছিল। নিহত ব্রিটিশ যাত্রীদের পরিবারের আইনজীবী জেমস হেইলি জানিয়েছেন, মোট ১২-১৩ জনের দেহাবশেষ পাঠানো হয়েছিল। এর মধ্যে দুই পরিবার জানিয়েছেন, ডিএনএ অ্যানালিসিসে তাঁরা যে দেহ পেয়েছেন, তার সঙ্গে স্যাম্পেল মিলছে না। যদিও এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে এখনও এই বিষয়ে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। দুর্ঘটনার পর এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে পরিবার পিছু ১ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে। আপাতভাবে ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করা হয়েছে।

আল কায়দা-যোগ সন্দেহে গুজরাতে গ্রেফতার ৪ জঙ্গি

গান্ধীনগর, ২৩ জুলাইঃ আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল-কায়দার সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল গুজরাত অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড। জাল নোট ছাপানো চক্র এবং আল-কায়দার উগ্র মতাদর্শ প্রচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগও রয়েছে ধৃতদের বিরুদ্ধে। ধৃতদের নাম মহম্মদ ফয়েক, মহম্মদ ফারদিন, সিফুল্লাহ কুরেশি ও জিশান আলি। তাদের মধ্যে একজনকে অন্য রাজ্য থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানায় গুজরাত এটিএস। তদন্তকারীদের দাবি, ধৃতরা দীর্ঘদিন ধরে আল কায়দার

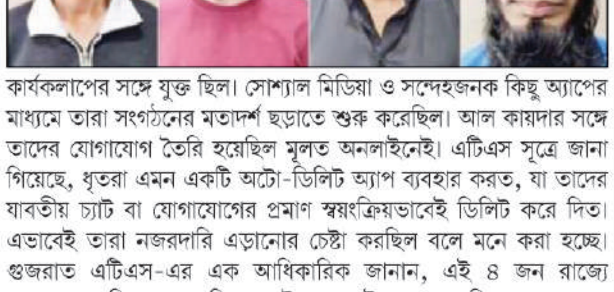

কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সোশ্যাল মিডিয়া ও সন্দেহজনক কিছু অ্যাপের মাধ্যমে তারা সংগঠনের মতাদর্শ ছড়াতে শুরু করেছিল। আল কায়দার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল মূলত অনলাইনেই। এটিএস সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা এমন একটি অটো-ডিলিট অ্যাপ ব্যবহার করত, যা তাদের যাবতীয় চ্যাট বা যোগাযোগের প্রমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ডিলিট করে দিত। এভাবেই তারা নজরদারি এড়ানোর চেষ্টা করছিল বলে মনে করা হচ্ছে। গুজরাত এটিএস-এর এক আধিকারিক জানান, এই ৪ জন রাজ্যে নাশকতার পরিকল্পনা করছিল বলেই তাদের উপর নজরদারি শুরু হয়। পরে তাদের কথোপকথনের সূত্র ধরেই গ্রেফতার করা হয়। তদন্তে এখন তাদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল এবং চ্যাট খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, আল কায়দা মূলত আফগানিস্তানে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যে গঠিত একটি সংগঠন 'মাখতাব আল-খিদমত' থেকে তৈরি হয়েছিল। এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ওসামা বিন লাদেন ও তার ধর্মীয় গুরু শেখ আবদুল্লাহ আয়ামের নামও জড়িয়ে রয়েছে। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তালিবানদের আশ্রয়ে আফগানিস্তান থেকেই এই জঙ্গি সংগঠন চালানো হয়। আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় একাধিক সন্ত্রাসবাদী হামলার পিছনে আল কায়দা ও তাদের অনুগামীদের নাম জড়িয়েছে।

বিহার বিধানসভা নির্বাচন বয়কটের ডাক দিলেন তেজস্বী যাদব

পাটনা, ২৩ জুলাইঃ বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) নেতা তেজস্বী যাদব বুধবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়ে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন বয়কটের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ তীব্র সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া সরকারি জোট এনডিএ-র পক্ষে ভোটার তালিকায় হেরফের করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। পাটনায় আইএএনএস-এর সঙ্গে একটি একচেটিয়া সাক্ষাৎকারে তেজস্বী বলেন, ''যদি বিজেপি জাল ভোটার তালিকার মাধ্যমে সরকার চালাতে চায়, তাহলে তাদের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হোক। যদি পুরো প্রক্রিয়াটিই অসৎ হয়, তাহলে নির্বাচন করার কী মানে?'' তিনি আরও বলেন, ''বয়কট একটি বিকল্প, তবে আমরা এটি নিয়ে ভাবব। আমরা আমাদের জোটের অংশীদার এবং জনগণের সঙ্গে পরামর্শ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।'' তেজস্বী যাদব নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) উপর বিজেপির প্রভাবে কাজ করার এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগ তুলেছেন। তিনি দাবি করেছেন, এই সংশোধন প্রক্রিয়ায় প্রকৃত ভোটারদের নাম তালিকা থেকে মুছে ফেলা হচ্ছে, যখন নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টের সামনে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সংশোধনের পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে। তিনি বলেন, ''আগে ভোটাররা সরকার বেছে নিতেন, এখন সরকার ভোটার বেছে নিচ্ছে।'' তিনি এই প্রক্রিয়াকে প্রতারণামূলক বলে অভিহিত করেছেন। বিহার বিধানসভায় আরজেডি এবং অন্যান্য বিরোধী দলের বিধায়করা এসআইআর প্রক্রিয়ার উপর পূর্ণাঙ্গ বিতর্কের দাবি জানিয়েছেন। তেজস্বী

বলেন, ''বিহার গণতন্ত্রের জননী, এবং এখানে গণতন্ত্রকে শ্বাসরোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'' তিনি এই অভিযোগের সমর্থনে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির সাম্প্রতিক অভিযোগের কথাও উল্লেখ করেছেন, যেখানে রাহুল অন্যান্য রাজ্যে নির্বাচনী হেরফেরের অভিযোগ তুলেছেন, যেমন একজন বিজেপি কর্মীর ঠিকানায় কয়েক ডজন ভোটার নিবন্ধিত হওয়ার ঘটনা। তেজস্বী আরও বলেন, এই প্রক্রিয়ায় দরিদ্র, দলিত, অতি-পশ্চাদপদ জাতি, পশ্চাদপদ জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তিনি দাবি করেছেন, প্রায় ১২-১৫ শতাংশ ভোটারের নাম তালিকা থেকে মুছে ফেলার প্রস্তুতি চলছে, যা প্রায় ৭৯ লক্ষ ভোটারকে প্রভাবিত করতে পারে। বিহারে এই বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। নির্বাচন কমিশনের মতে, এই সংশোধন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে যে সমস্ত ভোটিং কেন্দ্রে ১,২০০-এর কম ভোটার থাকবে, এবং এটি স্বচ্ছ ও রুটিন প্রক্রিয়ার অংশ। তবে, তেজস্বী এই সময়ের উপর প্রশ্ন তুলে বলেছেন, ''নির্বাচনের ঠিক আগে কেন এই প্রক্রিয়া? এটি ২০০৩ সালে পুরো দেশে হয়েছিল এবং দুই বছর সময় নিয়েছিল। এখন কেন শুধু বিহারে?'' তিনি আরও অভিযোগ করেছেন, দরিদ্র সম্প্রদায়ের কাছে এমন নথির দাবি করা হচ্ছে, যা তাদের কাছে নাও থাকতে পারে। তেজস্বী ৩৫ জন বিরোধী নেতার কাছে চিঠি লিখে এই ইস্যুতে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে, রাহুল গান্ধি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। তিনি বলেন, ''মহারাষ্ট্রের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা এখনও তাজা। যদি আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করি, তবে এটি অন্যান্য রাজ্যেও হবে।'' বিধানসভায় এই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে তেজস্বীর তীব্র বাক্যবিনিময় হয়েছে। নীতীশ তেজস্বীকে শিশু বলে কটাক্ষ করে বলেন, তাঁর বাবা-মা যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন রাজ্যে কোনও উন্নয়ন হয়নি। তেজস্বী পাল্টা অভিযোগ করেন, নীতীশ কুমার এবং বিজেপি দিল্লি থেকে রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে রাজ্য চালাচ্ছেন। এই বিতর্ক রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করেছে। আরজেডি এবং মহাগঠবন্ধন জোট এই সংশোধন প্রক্রিয়াকে বিরোধীদের দুর্বল করার ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখছে। তেজস্বীর এই ভোট বয়কটের ইঙ্গিত নির্বাচনের আগে বিরোধীদের কৌশলকে নতুন মোড় দিতে পারে।

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু, শীঘ্রই ঘোষণা নির্বাচনের দিন

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই ঃ উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। বিদায়ী উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের পদত্যাগের পর এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর নির্বাচনী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।বুধবার কমিশন জানিয়েছে, ২২ জুলাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে জগদীপ ধনখড়ের পদত্যাগের তথ্য দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদের অধীনে উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য কমিশন অনুমোদিত। এই নির্বাচনগুলি রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, ১৯৫২ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে পরিচালিত হয়। কমিশন তার প্রস্তুতি সম্পর্কিত তথ্য দিয়েছে। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে লোকসভা এবং রাজ্যসভার নির্বাচিত এবং মনোনীত সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত থাকেন।খানিক আকস্মিকভাবেই উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন জগদীপ ধনখড়। ইস্তফার জন্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কারণ দেখালেও রাজধানীর অলিন্দে নানা জল্পনাকল্পনা চলছে। ধনখড়ের পরিবর্তে দেশের নতুন উপরাষ্ট্রপতি কে হতে চলেছেন, তা নিয়েও কৌতূহল তৈরি হয়েছে মনে হয়।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছি, ফের দাবি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২৩ জুলাই ঃ আমরা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছি, ফের একবার দাবি করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, সম্ভবত তারা পারমাণবিক যুদ্ধে লিপ্ত হতে যাচ্ছিল। শেষ হামলায় তারা পাঁচটি বিমান গুলি করে মাটিতে নামিয়েছিল। ট্রাম্প আরও বলেছেন, আমি তাদের ফোন করে বলেছিলাম, যদি তোমরা এমনটা

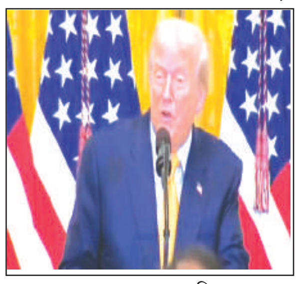

করো, তাহলে আর বাণিজ্য করো না। তারা উভয়ই শক্তিশালী পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। কে জানে এর পরিণতি কোথায় হত, আর আমি এটা থামিয়ে দিয়েছি।উল্লেখ্য, গত দু'মাসে প্রায় অনেকবার ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতির কৃতিত্ব দাবি করেছেন ট্রাম্প। ট্রাম্প যতবার এই দাবি করছেন, ততবারই নরেন্দ্র মোদী সরকারকে চেপে ধরছে বিরোধীরা। প্রসঙ্গত, গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হামলার পর তার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে একাধিক পদক্ষেপ করেছিল ভারত। প্রত্যাঘাতের অভিযান 'অপারেশন সিঁদুর'-এ গত ৬ মে মধ্যরাতে পাকিস্তানে হামলা চালায় ভারতীয় বাহিনী। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় একাধিক জঙ্গিঘাঁটি। এর পর পাকিস্তানও পাল্টা হামলা চালায়। দুই দেশের মধ্যে টানা চার দিন সংঘর্ষ চলে।

শ্রাবণী শিবরাত্রিতে কাশীতে পূণ্যস্নান ও ভক্তির উন্মাদনা

বারাণসী,২৩জুলাইঃবারাণসীর গঙ্গাতীরে শ্রাবণের আবাহনে যে এক আধ্যাত্মিক আবেশ ঘনীভূত হয়, তা যেন এ বছরের শ্রাবণী শিবরাত্রিতে পৌঁছেছিল চরমে। মঙ্গলবার রাত পেরিয়ে বুধবার সকাল হতেই শুরু হয় কাশী বিশ্বনাথের দ্বারে ভক্তের অবিরাম আগমন। শিবরাত্রির পুণ্য লগ্নে কাঁধে গঙ্গাজল, মুখে ' হর মহাদেব'-এর ধ্বনি নিয়ে লাখো শিবভক্তের ঢল উপচে পড়ে পবিত্র এই নগরীতে। কেউ এসেছেন পায়ে হেঁটে শত শত কিলোমিটার পেরিয়ে, কেউ ট্রাকে, কেউ বা ট্র্যাক্টরের মিছিল করে। গেরুয়া বসনে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, চোখে বিশ্বাস ও হৃদয়ে ভক্তি-এই মিলিত আবহে বুধবার কাশী যেন রূপ নিয়েছিল ত্রিনয়ন শিবের এক জীবন্ত উপাসনাস্থলে।ভোররাতের মঙ্গলারতির পর খুলে যায় কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের দরজা। সেই সময় থেকেই শুরু হয় গঙ্গাজলে শিবলিঙ্গ অভিষেক, বিল্বপত্র নিবেদন, রুদ্রপাঠ এবং বিশেষ আরতি। কাশী বিশ্বনাথের সোনার চূড়া যেন সেই মুহূর্তে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ভক্তদের শ্রদ্ধা ও চোখের জলে। মন্দিরের চত্বরে একটুও জায়গা খালি নেই। গেরুয়া ধুতি, পাটকুড়ি, গাঁজার ধোঁয়া আর চন্দনের গন্ধে ভরে উঠেছিল চারদিক। মন্দির প্রাঙ্গণে পা রাখলেই অনুভব করা যায় যেন হাজার হাজার বছর আগেকার এক ভক্তিময় সময়ের স্পর্শ, যেখানে আর কিছুই নেই-শুধু ভক্ত আর ভগবান।এই বারাণসী শহর বরাবরই শ্রাবণ মাসে কাঁওড়িয়াদের পছন্দের গন্তব্য। কাঁওড়িয়া বা কাঁও। যাত্রা হল শিবভক্তদের এক পুরাতন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত সাধনার রীতি, যেখানে তাঁরা গঙ্গা থেকে জল সংগ্রহ করে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নির্দিষ্ট শিবলিঙ্গে সেই জল অর্পণ করেন। আর শ্রাবণী শিবরাত্রি সেই সাধনার চূড়ান্ত পরিণতি। সেই উপলক্ষে বুধবার বারাণসীতে শাসক, প্রশাসক এবং সাধারণ মানুষ সবাই যেন এক সুতোয় বাঁধা পড়েছিল ভক্তির ছোঁয়ায়।ভ্ভএবারের শিবরাত্রির অন্যতম আকর্ষণ ছিল হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি। উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিশেষ নির্দেশে ও বারাণসী জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই বিরল দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যান ভক্তরা। হেলিকপ্টার থেকে বিশ্বনাথ মন্দিরের ওপর, সেই সঙ্গে কাঁওড়িয়াদের শোভাযাত্রার ওপর ছড়ানো হয় হাজার হাজার পুষ্পপত্র। মুহূর্তেই আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে গাঁদা, রজনীগন্ধা, গোলাপের রঙিন পাঁপড়ি। শিবভক্তরা তখন একে দেখছেন শিবের আশীর্বাদস্বরূপ। কাশীর আকাশ যেন তখন রূপকথার পর্বতের মতো হয়ে উঠেছিল-ভক্তির রঙে রঞ্জিত, দেবভক্তির আবহে ভরা।পুলিশ কমিশনার মোহিত আগরওয়াল এবং জেলাশাসক সতেন্দ্র কুমার নিজেরাও উপস্থিত ছিলেন এই পুষ্পবৃষ্টির আয়োজনে। তাঁদের নির্দেশে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল নজরকাড়া। বিশেষ করে গির্জাঘাট মোড় থেকে গোদলিয়া এবং গঙ্গা ঘাট পর্যন্ত যান চলাচলে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কাঁওড়িয়া যাত্রায় ব্যবহৃত ট্রাক, ট্র্যাক্টর ও ডিজে-সহ বাহনগুলি রাখা হয় শহরের বাইরে, নির্দিষ্ট কিছু এলাকায়-লকসা, কমচ্ছা, ভেলুপুরা, বিনায়ক ও রথযাত্রার মতো স্থানগুলিতে। এর ফলে শহরের কেন্দ্রীয় অংশে মসৃণভাবে চলেছে দর্শনার্থীদের যাত্রা এবং নিরাপত্তার ঝুঁকি একেবারেই ছিল না।শিবরাত্রির তাৎপর্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্থানীয় জ্যোতিষাচার্য রবীন্দ্র তিওয়ারি জানান, বছরে মোট বারোটি শিবরাত্রির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি-ফাল্গুন মাসের মহাশিবরাত্রি এবং শ্রাবণ মাসের শিবরাত্রি। তবে এবারের শ্রাবণী শিবরাত্রি ছিল বিশেষভাবে মহাযোগমণ্ডিত। তিনি জানান, বহু বছর পর, নির্দিষ্ট করে বললে ২০০১ সালের পর এই প্রথমবার শ্রাবণী শিবরাত্রিতে একসঙ্গে গজকেশরী যোগ, মালব্য যোগ, নবপঞ্চম যোগ ও বুধাদিত্য যোগ তৈরি হয়েছে। এই সমস্ত জ্যোতিষগত যোগ শিব-পার্বতী পূজার সময় জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সংকট মোচনের আশ্বাস বহন করে।ভ্ভতিনি আরও বলেন, গজকেশরী যোগ রাজসমৃদ্ধি এবং সামাজিক মর্যাদার ইঙ্গিত বহন করে। মালব্য যোগ মানেই আর্থিক কল্যাণ, পারিবারিক সুখ এবং ভোগবিলাসের সম্ভাবনা। নবপঞ্চম যোগ শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি এবং বুদ্ধির প্রসারে সহায়ক, আর বুধাদিত্য যোগ সামগ্রিক উন্নয়ন ও দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তারে সহায়তা করে। এই সকল যোগ একত্রিত হওয়া মানেই এক দুর্লভ সুযাগে যা বহুজনের জীবনে একবারই আসে। তাই এ বছর এই মহাশিবরাত্রিকে কেন্দ্র করে যে ভক্তরা পূজা-অর্চনা, ব্রত ও উপবাস করেছেন, তাঁদের জীবনে তা বিশেষ ফলপ্রসূ হবে বলেই তিনি আশ্বস্ত করেন।কাশীর বুকে এমন মহাযোগে এবং প্রশাসনের সুচারু ব্যবস্থাপনায় এক অনন্য ধার্মিক পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে। বহু যুগের পরে এমন শ্রাবণী শিবরাত্রি ফিরে এল যেখানে ধর্ম, ভক্তি এবং সংগঠনের নিখুঁত সংমিশ্রণ ছিল চোখে পড়ার মতো। রাজ্যের প্রশাসনও বুঝিয়ে দিয়েছে, ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুধু আবেগ নয়, তা এখন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম প্রধান দিক। তাই হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি হোক বা যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা-সব কিছুর পেছনে একটাই লক্ষ্য ছিল, ভক্তদের জন্য এক স্মরণীয়, নিরাপদ ও অপূর্ব শিবরাত্রি উপহার দেওয়া।মহাদেবের নগরীতে এদিনের এই বিপুল জনসমাগম ও অনাবিল ভক্তি প্রমাণ করল, কালের নিয়মে প্রযুক্তি ও সভ্যতা যতই এগিয়ে যাক, আধ্যাত্মিকতা আর ধর্মবিশ্বাসে ভর করে আজও ভারতবর্ষ বেঁচে আছে। গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে ' হর মহাদেব' ধ্বনিতে মুখরিত ভোরবেলায় কে বলতে পারে, এই দেশের প্রাণশক্তি কেবল অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে বা আধুনিকতায় সীমাবদ্ধ? বরং তার মূল শিকড় ছড়িয়ে আছে এই বিশ্বাসেই-জীবন মানেই ভক্তি, আর ভক্তি মানেই শিব।এভাবে কাশীতে এক অবিস্মরণীয় শ্রাবণী শিবরাত্রি কাটিয়ে ভক্তরা ফিরে গেলেন নিজের গন্তব্যে, বুকে আগলে সেই আশীর্বাদ যা হয়তো আগামীর দিনগুলোকে করে তুলবে আরও শুভ, শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধশালী। হর হর মহাদেব-এর ধ্বনি এবার আরও গম্ভীর, আরও গাড়, কারণ এই ধ্বনির সঙ্গেই বহমান হয়ে থাকল হাজারো শিবভক্তের নির্ভেজাল আস্থা ও নির্ভীক শ্রদ্ধা।

সংসদে হইহট্টগোল অব্যাহত, দিনের মতো মুলতুবি লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই ঃ সোমবার ও মঙ্গলবারের পর বুধেও উত্তাল হল সংসদ। বিহারে এসআইআর, পহেলগাম হামলা, অপারেশন সিঁদুর-সহ একাধিক ইস্যুতে বুধবার লোকসভায় স্লোগান দেন বিরোধীরা। একই চিত্র ছিল রাজ্যসভাতেও। তুমুল হইহট্টগোলের কারণে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন প্রথমে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়। পরে অধিবেশন শুরু হলেও, হইহট্টগোল অব্যাহত থাকে। তাই দুপুর দু'টো পর্যন্ত লোকসভা ও রাজ্যসভা অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়। এরপর অধিবেশন শুরু হলেও, শান্তি ফেরেনি সংসদের উভয়কক্ষে। তাই দিনের মতো লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এদিন বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বলেন, এই সদন আলোচনা ও সংলাপের জন্য, স্লোগান দেওয়ার জন্য নয়। সদনের মর্যাদা বজায় রাখুন। স্পিকারের এই আহ্বানে কর্ণপাত করেননি বিরোধীরা। নিজেদের দাবিতে তাঁরা অন। থাকেন। সূত্রের খবর, আগামী ২৯ জুলাই রাজ্যসভায় অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

দেশে অপরিবর্তিত পেট্রোল-ডিজেলের দর

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই ঃ ভারতের তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের উপর ভিত্তি করে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নির্ধারণ করে। বুধবার দেশীয় বাজারে পেট্রল-ডিজেলের দাম অপরিবর্তিতই রইলো।এদিন দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা, ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা। কলকাতায় প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা, ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকা। চেন্নাইতে পেট্রোলের দাম ১০০.৯০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯২.৪৮ টাকা। মুম্বইতে পেট্রোলের দাম ১০৩.৫০ টাকা ও ডিজেলের দাম ৯০.০৩ টাকা।

রাশিফল

মেষঃচাকরি বা ব্যবসায় সৃজনশীলতার জন্য এটি সঠিক সময় একটি নতুন ধারণা আপনাকে সাফল্যের নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে নিজেকে সক্রিয় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
বৃষঃ আজ আপনার প্রত্যয় বাড়বে এবং উন্নতি নিশ্চিত। আপনার বাবার কোনও পরামর্শ কর্মক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে। কোন ধর্মীয় স্থানে যাওয়া বা কোন সাধু ব্যক্তির সাথে দেখা করা মনের শান্তি এবং সান্ত্বনা আনবে। বিবাহের যোগ হবে না।
মিথুনঃএটি আপনার জন্য একটি বিশেষ দিন। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা এবং সামাজিকতা সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসেবে প্রমাণিত হবে। এই সময় আপনি নতুন যোগাযোগ তৈরি করতে এবং আপনার ধারণাগুলি খোলাখুলিভাবে ভাগ করে নিতে অনুপ্রাণিত হবেন। বিবাহের যোগ।
কর্কটঃশারীরিক অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ রয়েছে। বিলম্বিত টাকাকড়ি পরিশোধ হয়ে যাওয়ার দরুণ আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে। বাড়ির কাজ ক্লান্তিকর এবং যার বড় কারণ মানসিক দুশ্চিন্তা। প্রেম আনন্দদায়ক এবং অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ হবে। শুভ দিন।
সিংহঃআজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন শক্তি এবং উৎসাহ নিয়ে আসবে। আপনি আপনার কাজে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাবেন, যা আপনার চারপাশের মানুষের উপরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
কন্যাঃ ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি জীবনে অর্থের গুরুত্ব বুঝতে পারেন না, তবে আজ আপনি এর তাৎপর্য বুঝতে পারবেন যেহেতু আপনার অর্থের প্রয়োজন হবে তবে এটি করার যথেষ্ট পরিমাণ নেই।।
তুলাঃআজ ভারসাম্য এবং সম্প্রীতির দিন। আপনি আপনার চারপাশের শক্তিকে বোঝার চেষ্টা করবেন এবং সব কিছুকেই সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করবেন।
বৃশ্চিকঃঅত্যধিক ভ্রমণ আপনাকে উন্মত্ত করে তুলবে। আজ আপনি সহজেই মূলধন- অনাদায়ী ঋণ জোগাড় করতে পারবেন- বা নতুন প্রকল্পে কাজ করার জন্য পুঁজির অনুরোধ করতে পারেন।
ধনুঃআজকের দিনটি উৎসাহ এবং নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ থাকবে। সংসারে শান্তি হতে পারে আজকে।
মকরঃ বিদেশ ঘুরে আপনি আপনার জ্ঞান বাড়াতে চান, কিন্তু এখন অবধি ভাগ্য আপনার অনুকূলে ছিল না। উচ্চশিক্ষার জন্য চেষ্টা করার জন্য আজকে একটি ভালো দিন।
কুম্ভঃ আজ আপনার উচ্চ প্রত্যয় সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। এক ধকলসাধ্য দিন হওয়া সত্ত্বেও আপনি আপনার প্রাণশক্তি সঞ্চয় সমর্থ হবেন। আপনি অতীতে যেমন অনেক ব্যয় করেছেন, আপনার বর্তমান সময়ে আপনাকে পরিণতির মুখোমুখি হতে হতে পারে। ।
মীনঃ আপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। আপনার নিজের অর্থ সংগ্রহ করতে হবে এবং কখন এবং কোথায় বুদ্ধিমানের জন্য ব্যয় করতে হবে তা জানতে হবে, অন্যথায় আপনাকে আসন্ন সময়ে অনুতাপ করতে হবে। এমন বন্ধুদের সাথে দেখা করুন যাদের আপনার

বাল গঙ্গাধর তিলক এবং চন্দ্রশেখর আজাদের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

ভোপাল, ২৩ জুলাই ঃবুধবার ভারতমাতাকে দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে নিজের জীবন উৎসর্গকারী বীর পুত্র চন্দ্রশেখর আজাদ এবং ভারতের জনগণের মধ্যে স্বরাজের চেতনা জাগরণকারী মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষে গোটা দেশের পাশাপাশি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদবও।মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে চন্দ্রশেখর আজাদকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন, মধ্যপ্রদেশের মাটির গর্ব, স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক, শ্রদ্ধেয় চন্দ্রশেখর আজাদ জি'র প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা। ভারত মাতার এমন একজন পুত্রের ঋণ দেশ কখনও শোধ করতে পারবে না।অন্য একটি বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, আমি স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রদ্ধেয় লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকজির জন্মবার্ষিকীতে আমার প্রণাম জানাই। তিনিই প্রথমবারের মতো পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আওয়াজ তুলেছিলেন এবং দেশপ্রেমে পরিপূর্ণ চিন্তাভাবনা দিয়ে দেশবাসীকে স্বাধীনতার জন্য জাগ্রত করেছিলেন বলে সবাই জানেন।

মসজিদে বৈঠক করে বিতর্কে অখিলেশ, সাফাইও দিলেন সপা প্রধান

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই ঃমসজিদে বৈঠক করে বিতর্কে জড়ালেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। সাফাইও দিলেন তিনি, বিঁধলেন বিজেপিকেও। পার্লামেন্ট স্ট্রিটের একটি মসজিদের ভিতরে বৈঠক সম্পর্কে বুধবার সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব বলেছেন, আস্থা সংযোগ স্থাপন করে। তবে, বিজেপি চায় মানুষ বিভক্ত থাকুক, ঐক্যবদ্ধ নয়। আমাদের সকল ধর্মের প্রতি আস্থা আছে। বিজেপির হাতিয়ার হল ধর্ম।মসজিদের ভিতরে অখিলেশের বৈঠক প্রসঙ্গে উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক বলেছেন, সমাজবাদী পার্টির প্রধান এবং সমাজবাদী পার্টি সর্বদা সংবিধান লঙ্ঘন করে। ভারতীয় সংবিধান বলে যে, আমরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় স্থান ব্যবহার করতে পারি না। তাদের সংবিধানে বিশ্বাস নেই।

ভারী বৃষ্টি দিল্লিতে জলমগ্ন বিস্তীর্ণ অংশ, মুম্বইতেও বৃষ্টিপাত

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ২৩ জুলাই ঃ স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি। বুধবার সকালে দিল্লির বিভিন্ন অংশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। টানা বৃষ্টিতে রাজধানী বিভিন্ন অংশে জলও জমে যায়। তবে, কোথাও জল জমে ভোগান্তির খবর পাওয়া যায়নি। দিল্লির আইটিও, রাজাজি মার্গ, ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চত্বরে বৃষ্টিপাত হয়েছে। ভারী বৃষ্টি হয় ইন্ডিয়া গেট এলাকাতেও। অন্যদিকে, বুধবার সকাল থেকে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে গোটা মুম্বই জুড়ে। কমলা সর্তকতা জারি করেছে বাড়িয়ে আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। একই সঙ্গে সমুদ্রে জোয়ারের সতর্কতাও জারি বাণিজ্যনগরীতে। আগামী ৫-৬ দিন কেরল, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। এমনটাই পূর্বাভাস জারি করলো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানেও অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছা।াও আইএমডি জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টা ওড়িশা, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল, অসম, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ এবং সিকিমে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে মুম্বইয়ে, বৃষ্টির সৌজন্যে মনোরম হয়ে উঠেছে বাণিজ্যনগরী আবহাওয়া। এই মাসের ২৪ তারিখ পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডেও একই অবস্থা বিরাজ করবে। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে, কোঙ্কন, গোয়া এবং মধ্য মহারাষ্ট্রে আগামী কিছু দিন বৃষ্টিপাত জারি থাকবে। দিল্লি এনসিআর-এ আংশিক মেঘলা আকাশ এবং খুব হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

নির্বাচন কমিশনকে তোপ রাহুলের, ট্রাম্প ইস্যুতে বিঁধলেন মোদীকে

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই ঃ বিহারে বিশেষ নিবিড় সংশোধন ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের তীব্র সমালোচনা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। পাশাপাশি ডোনাল্ড ট্রাম্প ইস্যুতে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। নির্বাচন কমিশন বিহারে ৫২ লক্ষ ভোটারদের চিহ্নিত করার বিষয়ে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বুধবার বলেছেন, এটি কেবল সেই ৫২ লক্ষ লোকের কথা নয়। তারা মহারাষ্ট্রে (বিধানসভা নির্বাচনে) প্রতারণা করেছে। আমরা নির্বাচন কমিশনকে ভোটার তালিকা দেখাতে বলেছিলাম, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমরা তাদের ভিডিওগ্রাফি দেখাতে বলেছিলাম, কিন্তু তারা ভিডিওগ্রাফির নিয়ম পরিবর্তন করেছে। মহারাষ্ট্রে ১ কোটি নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছে। আমি নির্বাচন কমিশনকে কালো এবং সাদা রঙে দেখাব যে চুরি কীভাবে করা হয়। তারা বুঝতে পেরেছে যে আমরা এখন তাদের খেলা সম্পর্কে সচেতন। এখন, তারা যা করছে তা হল তারা ভোটারদের মুছে ফেলেছে এবং একটি নতুন ভোটার তালিকা আনা হবে।ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতার বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দাবি সম্পর্কে রাহুল গান্ধী বলেন, আপনি বলছেন যে অপারেশন সিঁদুর চলছে, এবং একদিকে, আপনি বলছেন যে আমরা বিজয়ী হয়েছি। একদিকে, ডোনাল্ড ট্রাম্প ২৫ বার বলেছেন, তিনি অপারেশন সিঁদুর বন্ধ করেছেন। 'কুছ না কুছ তো ডাল মে কালা হ্যায় না'। কোনও দেশ আমাদের বিদেশ নীতিকে সমর্থন করেনি।

ব্রিটেন সফর প্রধানমন্ত্রী, পরবর্তীতে যাবেন মালদ্বীপেও

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই ঃ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের আমন্ত্রণে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৩-২৪ জুলাই ব্রিটেন সফর , এটি হবে প্রধানমন্ত্রী মোদীর চতুর্থ ব্রিটেন সফর। সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে, প্রধানমন্ত্রী মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ডঃ মোহাম্মদ মুইজ্জুর আমন্ত্রণে ২৫-২৬ জুলাই পর্যন্ত মালদ্বীপে একটি রাষ্ট্রীয় সফর করবেন। এটি হবে প্রধানমন্ত্রীর মালদ্বীপে তৃতীয় সফর এবং ডঃ মোহাম্মদ মুইজ্জুর রাষ্ট্রপতিত্বকালে কোনও রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানের মালদ্বীপে এটি প্রথম সফর।প্রধানমন্ত্রী মোদীর ব্রিটেন সফর সম্পর্কে বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী ২৩জুলাই ব্রিটেনে একটি সরকারি সফরে পৌঁছান, যেখানে তিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গেও দেখা করবেন। ভারত এবং ব্রিটেন উভয় দেশের ব্যবসায়ী নেতৃত্বের সঙ্গেও মতবিনিময়র পরিকল্পনা করা হয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি প্রধানমন্ত্রীর চতুর্থ ব্রিটেন সফর হবে।প্রধানমন্ত্রী মোদীর মালদ্বীপ সফর সম্পর্কে বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর মালদ্বীপ সফর ২৫ এবং ২৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে। তিনি মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ডঃ মোহাম্মদ মুইজ্জুর আমন্ত্রণে একটি রাষ্ট্রীয় সফরে যাচ্ছেন। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী মালদ্বীপের স্বাধীনতার ৬০-তম বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন, আধুনিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর এবং গত চার দিনে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃআম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে জাতীয় প্রযুক্তি দিবস উদযাপন উপলক্ষে ভাষণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেছেন আধুনিক যুদ্ধ সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর এবং গত চার দিনে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তিনি জোর দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গত এক দশকের শাসনকালে দেশজ প্রযুক্তি উন্নয়নে ভারতের দ্রুত অগ্রগতি এবং আধুনিক যুদ্ধে তার প্রভাবের উপর।বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, পৃথ্বী বিজ্ঞানের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী, পারমাণবিক শক্তি দপ্তর, মহাকাশ দপ্তর এবং কর্মীবর্গ, গণঅভিযোগ ও অবসরভাতা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেঃদ্র সিং জোর দিয়ে বলেছেন আধুনিক যুদ্ধ প্রযুক্তি নির্ভর এবং গত চার দিন আবার প্রমাণ করেছে ভারতের প্রযুক্তিগত শক্তিকে। তিনি গর্বের সঙ্গে বলেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত সাফল্যের সঙ্গে দেশজ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রয়োগ ঘটিয়েছে যা উল্লেখযোগ্যভাবে জাতীয় নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন বর্তমানে প্রতিরক্ষায় ব্যবহৃত বেশিরভাগ প্রযুক্তিই দেশে তৈরি এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীই সেই ব্যক্তি যিনি আত্মনির্ভর ভারত হওয়ার আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছেন আমাদের মধ্যে।জাতীয় প্রযুক্তি দিবসের সূত্র স্মরণ করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, এই দিনটি প্রথম পালিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ভাবনা অনুযায়ী সফল পোখরান পরমাণু পরীক্ষার উদযাপনের লক্ষ্যে। তিনি আরও বলেন, ১৯৯৮ সালে যে ভাবনা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল তা প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আরও পরিণত হয়েছে,

ভারতকে পরিণত করেছে বিশ্বপ্রযুক্তি নেতাতে।ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন যে ২০১৪ থেকে অভ্যন্তরীণ নির্মাণের উপর সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নিরন্তর আত্মনির্ভরতা অর্জনে জোর দেওয়ায় এটা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, ভারত আর বহিঃশক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, আমাদের আধুনিক যুদ্ধের সাফল্য Viksit Bharat ২০৪৭-এর লক্ষ্যে অগ্রগতির প্রতিফলন।বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীন টেকনোলজি ডেভলপমেন্ট বোর্ড (টিডিবি)-এর প্রশংসা করেন বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠানে ১০০০ ড্রোন প্রদর্শনী সহ প্রথম শ্রেণীর উদ্যোগকে সাহায্য করার জন্য। তিনি বলেন ড্রোন, যা একদা ছিল প্রতীকী, তা এখন ভারতের বিবর্তিত প্রতিরক্ষা পরিমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দুতে।টিডিবি-র প্রতি বছর নতুন থিম স্থির করার ঐতিহ্যের প্রশংসা করেন ডঃ জিতেন্দ্র সিং এবং তুলে ধরেন এ বছরের থিম ' যা অত্যাধুনিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উন্নতির মাধ্যমে রূপান্তরকে চিহ্নিত করে।তিনি গর্বের সঙ্গে জানান, ভারত গত এক দশকে তার প্রতিরক্ষা ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে এবং বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের বৃদ্ধির উপযোগী পরিমণ্ডলের জন্য কৃতিত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী মোদীকে। তিনি বলেন, ভারতে কখনও প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু এখন আমাদের নেতৃত্ব আছে, যা উদ্ভাবনের পৃষ্ঠপোষকতা করে।বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনে ভারতের চমকপ্রদ অগ্রগতিকে তুলে ধরে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক মর্যাদার প্রতিফলন বেশ কয়েকটি সাফল্য। এই সূত্রে তিনি আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন সূচকে ভারতে ৮১তম স্থান থেকে ৩৯তম স্থানে উঠে আসার বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি জানান, পেটেন্টের ৫৬ শতাংশই নথিভুক্ত করছে এদেশে বসবাসকারী ভারতীয়রাই - এটি দেশজ উদ্ভাবনের অগ্রগতির লক্ষণ। ভারত বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ পরিমণ্ডল হয়ে উঠেছে, উদ্যোগ এবং প্রযুক্তির অগ্রগতিকে উৎসাহ দিয়ে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রপ্তানির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে, ২,০০০ কোটি থেকে পৌঁছেছে ১৬,০০০ কোটি টাকাতে, দেশজ সক্ষমতার শক্তিকে তুলে ধরেছে। তিনি আরও বলেন, যে গ্রস এক্সপেনডিচার অন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (জিইআরডি)-র জন্য বাজেট বরাদ্দ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে, ৬০,০০০ কোটি থেকে ১,২৭,০০০ কোটি টাকা হয়েছে। পাশাপাশি ডিএসটি এবং ডিবিটি-র বাজেট ১০০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য মহাকাশ ক্ষেত্রের বাজেট প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এই ক্ষেত্রটিকে বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ায় যা ভারতকে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি শক্তি হিসেবে তুলে ধরেছে।ডঃ জিতেন্দ্র সিং 'ওয়ান নেশন, ওয়ান সাবস্ক্রিপশন'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগেরও উল্লেখ করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীনে ফেলোশিপের জন্য একটিমাত্র পোর্টালেরও উল্লেখ করেন তিনি, যাতে ভারতে গবেষণা করা সহজ হয়ে উঠেছে।অনুষ্ঠানে গত পাঁচ বছর টিডিবি-র সাহায্যপ্রাপ্ত সুপার ৩০ স্টার্টআপস-এর কমপেনডিয়াম প্রকাশ করেন ডঃ জিতেন্দ্র সিং এবং ন্যাশনাল কোয়ান্টাম মিশনের অধীনে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য দুটি নতুন উদ্যোগের সূচনা করেন। কার্বন ক্যাপচার, ইউটিলাইজেশন অ্যান্ড স্টোরেজ (সিসিইউএস)-এর জন্য পাইলট প্রকল্প নিয়ে কাজ করা, শিল্প-শিক্ষা সংগঠনকে প্রকল্প অনুদান তুলে দেন তিনি।ভাষণের শেষে ডঃ জিতেন্দ্র সিং বলেন, ২৭তম জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ভারতের নেতৃত্বকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়টি উদযাপন করা হচ্ছে, ™à India ২০৪৭-এর জন্য সুর বেঁধে দিয়েছে।অনুষ্ঠানে যোগ দেন পদ্মভূষণ অজয় চৌধুরী, যিনি বিদেশী প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা কমাতে দেশজুড়ে উদ্যোগের উপর জোর দেন এবং প্রকৃত আত্মনির্ভরতা অর্জনে অনুসন্ধান এনআরএফ-এর মতো উদ্যোগের পক্ষে সরব হন।অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিএসটি-র সচিব ডঃ অভয় কারান্ডিকর, ডিবিটি-র সচিব ডঃ রাজেশ গোখলে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতের বৈজ্ঞানিক ও বিশিষ্ট জন ছাড়াও শীর্ষ আধিকারিকেরা।

দেশীয় বাজারে বাড়ল সোনা-রুপোর দর

নয়াদিল্লি , ২৩ জুলাই ঃদেশীয় বাজারে বুধবার বেড়েছে সোনা-রুপোর দর। এদিন রাজধানীতে রুপোর দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি কেজিতে ১,১৮, ১০০ লক্ষ টাকা। এদিন নয়াদিল্লিতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০১,৪৫০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯৩,০১০ হাজার টাকা। মুম্বইতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০১,৩০০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯২,৮৬০ হাজার টাকা। আহমেদাবাদে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০১,৩৫০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯২,৯১০ হাজার টাকা। চেন্নাই এবং কলকাতায় প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,০১,৩০০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯২,৮৬০ হাজার টাকা । লখনউতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০১,৪৫০ লক্ষ টাকা। পাটনায় প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০১,৩৫০ লক্ষ এবং ২২ ক্যারেটের সোনার দাম ৯২,৯১০ হাজার টাকা ।উল্লেখ্য, সোনার দাম একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল আন্তর্জাতিক বাজার, ট্রেড সম্পর্ক, শুল্ক, আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা, ইকুইটি, বন্ড, মার্কিন ডলার -সহ একাধিক মার্কেট এবং বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতির হার। এই বিষয়গুলির জেরে সোনার দামে ওঠানামা দেখা যায় বলে মনে হয়।

ঝাড়গ্রামে লাইনচ্যুত মালগাড়ির গার্ডের কামরা

ঝাড়গ্রাম, ২৩ জুলাই ঃ লাইনচ্যুত হল মালগাড়ির গার্ডের কামরা। ঝাড়গ্রাম রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় কয়লা খালি করতে গিয়ে লাইনচ্যুত হয় মালগাড়ির একটি বগি। জানা গেছে, বুধবার দুপুরে ঝাড়গ্রামের কদমকানন রেলগেটের কাছে ঘটনাটি ঘটে। রেলওয়ে সাইডিংয়ে মালগাড়িটি খালি করার সময় শেষে গার্ডের কামরাটি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। যদিও আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে বলে মনে করা হয়েছে জানান।

আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ২৮ জুলাই, সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে বেশ কিছু জেলায় হলুদ ও কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আগামী কিছু দিন সমুদ্রে যেতেও মস্যজীবীদের বারণ করা হয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে আবারও ভারী বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। বৃহস্পতিবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া, এই মুহূর্তে রাজ্যে বেশ সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ম- ২৬ ডিগ্রী সেলিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতাংশ এবং ৭২সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ১.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার- সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা- দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০১মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২২মিনিটে

চুঁচুড়ায় কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া, হুগলি, ২৩ জুলাই ঃ দেশের বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক বিশেষত বাংলাভাষী শ্রমিকদের উপর লাঞ্ছনা অত্যাচার ও বিভিন্ন ধরনের ভীতি প্রদর্শনের প্রতিবাদে এবং এ রাজ্যে ক্রমাগত নারী ধর্ষণ এর প্রতিবাদী ও বেকারদের চাকরির দাবিতে মঙ্গলবার চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ে এক বিক্ষোভ অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয় দুপুর দুটো থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অলোক রঞ্জন ব্যানার্জি, রাজ্য কিষাণ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও হুগলী জেলা কিষান কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি ইন্দ্রজিত দেব পুরো পিতা রবিদাস ব্রহ্ম দেও যুব সভাপতি সত্যম সিং মিলন চক্রবর্তী যুবনেতা আসিস দে আইনজীবী সুদীপ ঘোষ অনুদুতি চক্রবর্তী প্রতীম মিত্র শাকিল আনসারী মহিলা নেত্রী সুমনা ঘোষ মনিকা শীল সুজিত শীল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন সমীর দে ও সরূপ সেনগুপ্ত।

তিনটি মানুষের গল্প

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুলাই ঃ এ যেন এক নুতন জীবন প্রাপ্তির ছায়াছবি। তিনটি চরিত্র সম্বলিত এই নাটক বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, মঞ্চের তিনটি চরিত্র , সম্পর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ হওয়া তিনটি মানুষের গল্প। সম্পর্কের টানা পোড়েনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে এই নাটক।ভারতের সীমান্তরক্ষী আভজিৎ সিং কে ভালোবেসে বিয়ে করেন পাপড়ি।কয়েক মাস পরে সীমান্তে ডাক আসে আভজি সিং এর সদ্য বিয়ে করা স্ত্রী কে রেখে সীমান্তে চলে যায়। পাপড়ির সঙ্গে সমস্তরকম যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে যায় আভজিৎ এর। ধীরে ধীরে পাপড়ির মন থেকে মুছে যায় আভজিৎ।পাপড়ি প্রেমের আবদ্ধে জরিয়ে পড়ে একসময়ের কুস্তি চ্যাম্পিযন ও পাপড়ির সহপাঠী সুপ্রভাত এর সঙ্গে। প্রণয় থেকে পরিণয় । সুপ্রভাত ও পাপড়ির ভালোবাসার ফসল সুনন্দ।কিন্তু সুপ্রভাতের স্বল্প আয় আর এক চিলতে ঘর পাপড়ির যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। হঠাই বিনা মেঘে বজ্রপাত, আচমকাই দেখা হয়ে যায় আভজিৎ সিং এর সঙ্গে। আদালতের নির্দেশে দুগ্ধপোষ্য সুনন্দ কে নিয়ে পাপড়ি সুপ্রভাতের অভাবের সংসার থেকে পা রাখে আভজিৎ সিং এর ঘরে।হাসি মুখে পাপড়ি কে আশ্রয় দিয়ে সুনন্দর সব দ্বায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। ঠিকই চলছিল সব, কিন্তু গল্পের মোড় নেয় ভারত পাকিস্তানের কারগিল যুদ্ধে আভজিৎ সিং এর আবার সীমান্তে চলে যাওয়া , সেই যাওয়াই যেন আভজিৎ এর শেষ যাওয়া আর কোনো খবরই পাওয়া যায়নি আভজিৎ এর।সুনন্দ এখন বায়ু সেনার পাইলট আগামীকালই তাকে চাকরীতে জয়েন্ট করতে চলে যেতে হবে সীমান্তে এই উত্তেজনার মূহূর্তে নিজের ঔরষজাত সন্তান কে দেখতে চলে আসে সুপ্রভাত এখান থেকেই নাটকের শুরু। সুপ্রভাতের মুখেই যখন সুনন্দ জানতে পারে তার বাবা আসলে সুপ্রভাত তখন এর সত্যতা যাচাই করার জন্য প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় পাপড়ির দিকে। পাপড়ির নীরবতা সুনন্দকে বুঝিয়ে দেয় তার প্রকৃত বাবা কে।তাই নিজের জন্মদাতা কে মেনে নিয়ে সুনন্দ যুদ্ধ বিমানে ওঠার আগে প্রথম সেলুট টা তার বাবাকেই দিতে চায়। এবং সুনন্দ সুপ্রভাতকেই স্যালুটটা করে। নাটকঃ বৃষ্টি নামবে বলে।

লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক এর ১৬৯ তম শুভ জন্মবর্ষে আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তার পটচিত্রে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মাননীয় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ,পরিষদীয় মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিধায়ক এবং আধিকারিকগণ বিধানসভার লবিতে । ছবি সুবল সাহা

কলকাতার রাস্তায় খুন,জয়নগর থেকে গ্রেপ্তার করা হয় সেই অভিযুক্তকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুলাই ঃ দক্ষিণ কলকাতার শরৎ বোস রোডের ফুটপাতের উপর এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল মঙ্গলবার সকালে। পাথর দিয়ে আঘাত করে ওই যুবককে 'খুন করা হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে মনে করেছিল টালিগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনাপ্রবাহে ফিরে এসেছিল কলকাতার 'স্টোনম্যান' আতঙ্ক। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কিনারা করলেন তদন্তকারীরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থেকে গ্রেপ্তার করা হল অভিযুক্তকে। ধৃতের নাম রাজু নস্কর। ধৃত ব্যক্তি খুনের কথা স্বীকার করেছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর। গতকাল, মঙ্গলবার সকালে টালিগঞ্জ থানার শরৎ বোস রোডের সুদেশ ভবনের কাছের ফুটপাতে এক যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। টালিগঞ্জ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। জানা যায়, মৃত ওই যুবকের নাম সোমনাথ চক্রবর্তী। তিনি মহেশতলা এলাকার বাসিন্দা। দক্ষিণ কলকাতা এলাকায় তিনি ভিক্ষা ও অন্যান্য কাজ করতেন বলে খবর। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ অনুমান করে, ওই যুবককে 'খুন' করা হয়েছে। যুবকের কানে আঘাত ছিল। রক্ত পড়তেও দেখা গিয়েছিল। ডান হাত ভাঙা ছিল। পাথর মেরে ওই যুবককে খুন করা হয়েছে? সেই প্রশ্নও ওঠে। পাশাপাশি ফিরে আসে কলকাতার রাস্তায় স্টোনম্যান জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। এরপরই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত রাজুও কলকাতার রাস্তায় ভিক্ষা করত। সোমনাথের

আতঙ্ক।টালিগঞ্জ থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা শুরু হয়। সেই সূত্র ধরে রাজু নস্করের খোঁজ পাওয়া যায় বলে খবর। জানা যায়, রাজু নস্করের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে। এরপরই তদন্তকারীরা জয়নগরে হানা দিয়ে বাড়ি থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে 'খুনের কথা রাজু স্বীকার করে বলে সঙ্গে রাজুর বেশ কিছুদিন ধরে ঝামেলা হয়েছিল। সেই আক্রোশ থেকেই সোমনাথকে রাজু 'খুন' করে বলে খবর। ধৃতকে আরও জেরা করে তথ্য পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা। এর আগে কলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকার ফুটপাতে এক ব্যক্তি 'খুন' হয়েছিলেন। তখনও স্টোনম্যান আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। সেই ঘটনার সঙ্গেও কি এই রাজু নস্কর জড়িত? সেই বিষয়ও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

রামলীলা ময়দানে ধর্নায় বসতে'যোগ্য গ্রুপ সি গ্রুপ ডি চাকরিহারা'রারাজধানী এক্সপ্রেসে রওনা হলেন দিল্লি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ জুলাই ঃ রামলীলা ময়দানে ২ দিনের ধর্নায় বসবেন 'যোগ্য গ্রুপ সি গ্রুপ ডি

চাকরিহারা'রা, ১২ প্রতিনিধি মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানী এক্সপ্রেসে রওনা হলেন দিল্লি। 'যোগ্য গ্রুপ সি গ্রুপ ডি চাকরিহারা অধিকার মঞ্চ' এর ১২ জন সদস্যের ওই দল এদিন বিকেলে হাওড়া স্টেশনে আসেন। রাজধানী এক্সপ্রেসে ওঠার আগে হাওড়া স্টেশনে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। জানা গেছে, আগামী ২৩ এবং ২৪ জুলাই দিল্লির রামলীলা মযদানে তাঁরা ধর্নায় বসতে চলেছেন। এদিন হাওড়া স্টেশনে এক আন্দোলনকারী বলেন, এসএসসি এবং রাজ্যে সরকারের 'দুর্নীতি'র কারণে তাঁদের চাকরি যায়। তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণে চেষ্টা করবেন যাতে তাঁদের ন্যায্য চাকরি ফেরত পাওয়া যায়। এর পাশাপাশি তাঁরা ২২ লক্ষ ও এমআর শিট এসএসসি'র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোডের দাবিও জানান। তাঁরা বলেন, আমরা সসম্মানে চাকরি ফেরত চাই। কোনও অবস্থাতেই পরীক্ষায় বসতে চাই না। সমস্যার সমাধান না হলে বড় আন্দোলনে নামার হুমকিও দেন তাঁরা। এদিকে এদিন ওই একই ট্রেনে দিল্লিতে বাদল অধিবেশনে যোগ দিতে রওনা হন হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, দিল্লি ওনারা যেতেই পারেন। কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট লড়াই করেছেন। আদালতের সাথে লড়াই করেছেন।

নিউটাউনে মহিলা খুনের নেপথ্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য, পুলিশের জালে মহিলার স্বামী

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ২৩ জুলাই ঃ নিউটাউনের গেস্ট হাউসে দক্ষিণ দিনাজপুরের বধূ খুনের নেপথ্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা যাচ্ছে, একাধিক যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁর। স্বামী দিল্লিতে কর্মরত থাকাকালীন অন্ত ঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিলেন মৃতা। তাতেই অশান্তির সূত্রপাত। এরপর স্ত্রীর একাধিক সম্পর্কের কথা জানতে পারেন অভিযুক্ত। কিন্তু বহুবার স্ত্রীকে বুঝিয়েও ঘরমুখী করতে পারেননি বলেই খবর। পুলিশের দাবি, ধৃত জেরায় জানিয়েছে সেই কারণেই খুন। মঙ্গলবার নিউটাউনের গেস্ট হাউসে মেলে মহিলার দেহ। তারপরই খুনের অভিযোগে আটক করা হয় তাঁর স্বামীকে। টানা জেরায় প্রকাশ্যে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই মৃতার স্বামী অর্থাৎ ধৃত বিশ্বজিৎ মণ্ডল দিল্লিতে শ্রমিকের কাজ করতেন। সেখানে থাকাকালীন

জানতে পারেন স্ত্রী অন্ত ঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই অশান্তি শুরু হয় দম্পতির মধ্যে। এক পর্যায়ে বাড়ি ফিরে আসেন বিশ্বজিৎ। তাতেও থামেননি মৃত ইতিকা। একাধিক সম্পর্ক চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। পরে বিশ্বজিৎ ইতিকার মোবাইলে একাধিক পুরুষের সঙ্গে তাঁর ছবি দেখতে পান। তা নিয়ে ঝামেলার মাঝেই স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতা আসেন বিশ্বজিৎ।জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরের নিউটাউনে গেস্ট হাউসে স্ত্রীর সঙ্গে এই নিয়ে অশান্তি হয়। তাতেই বধূ সাফ জানান, তাঁকে মাসে ১০ হাজার টাকা দিতে হবে। অন্যথায় যেভাবে চলছেন, সেভাবেই চলবেন। এতেই রেগে যান বিশ্বজিৎ। বেল্ট গলায় জড়িয়ে স্ত্রীকে বলতে থাকেন, 'শুধরে যা, নাহলে মেরে দেব'। তাতেও দমেননি ইতিকা। এরপরই শ্বাসরোধ করে স্ত্রীকে খুন করে বিশ্বজিৎ। নিজেই সে ডায়াল করে ১০০।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা

প্রসেনজি দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৩ জুলাই ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত জাহান্নগর পঞ্চায়েতের জাহান্নগর জিএসএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, বাপু সংস্থার সহযোগিতায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ নিয়ে এক বিশেষ সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের উপস্থিতিতে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক ও সামাজিক পরিণতি নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সমাজকে একত্রে রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানান এবং অভিভাবকদের ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আমাদের প্রত্যেককেই সচেতন হতে হবে। শিশুদের শৈশব যেন কখনও বিবাহের দায়িত্বে শেষ না হয়য।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমরেশ দেবনাথ অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার স্তরেই আমাদের সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। সন্তানদের সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্য গঠনের দায়িত্ব আমাদের সকলের।বাপু সংস্থার তরফে উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী অর্পিতা দেবনাথ, যিনি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সংস্থার বিভিন্ন পদক্ষেপ ও অভিভাবকদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত থেকে নিজেদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা যাতে তারা তাদের সন্তানদের উপযুক্ত বয়স না হওয়া পর্যন্ত বিবাহের কথা না ভাবেন এবং তাদের শিক্ষিত করে তোলার দিকে নজর দেন। সভার শেষে উপস্থিত সকল অভিভাবকদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা নেওয়ার অঙ্গীকার করানো হয়।এই ধরনের সচেতনতামূলক উদ্যোগ আগামী প্রজন্মকে একটি নিরাপদ ও সুস্থ ভবিষ্য উপহার দিতে সাহায্য করবে বলেই মনে করেন সকলে।

লেনদেনের জন্য ফিনো ব্যাংক চালু করল গতি সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট

কলকাতা, ২৩ জুলাই ঃ ব্যাংকিং পরিষেবাকে সহজ, সরল ও সুবিধাজনক করে তোলার পর এবার ফিনো পেমেন্টস ব্যাংক এখন গ্রাহকদের নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সাথে সাথে ই-লেনদেন করার উপর জোর দিচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে আজ ফিনোপেমেন্টস ব্যাংক একটি নতুন সেভিংস অ্যাকাউন্ট GATI চালু করার ঘোষণা করেছে। এই পণ্যটি বিশেষ ভাবে সেই গ্রাহকদের চাহিদাপূরণের জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা সাশ্রয়ী মূল্যে ব্যাংকিং পরিষেবার জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে চান।ডিজিটালাইজেশনের ঢেউ যে. গোটা ভারত যখন এগিয়ে চলেছে, তখন এই গ্রাহকগোষ্ঠী ইউপিআই ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় তার উপর ভর করে 'ফিজিটাল'থেকে পুরোপুরি ডিজিটাল ব্যবস্থায় রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত।

জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া পর্যন্ত হলুদ লাইনের অংশ পরিদর্শনে জিএম

কলকাতা, ২২জুলাইঃমেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি ২২.০৭.২০২৫ তারিখে মেট্রো রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ইয়েলো লাইনের জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া স্টেশনের মধ্যবর্তী অংশ পরিদর্শন করেছেন। শ্রী রেড্ডি প্রথমে জয় হিন্দ বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেন এবং মেট্রোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে স্টেশনের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করেন। পরিদর্শনের পর, জেনারেল ম্যানেজার এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে জয় হিন্দ বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া স্টেশনের মধ্যে রেক নং এমআর ৪১৩ দিয়ে একটি পরীক্ষামূলক রান পরিচালনা করা হয়। এই অংশটি চালু হলে কলকাতা এবং শহরতলির জনগণকে বিমানবন্দরে পৌঁছানোর জন্য একটি আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ হবে।

সেবা ছেড়ে চুরি করতে ব্যস্ত সেবিকা

দুরন্ত বার্তা, ব্যারাকপুর, ২২ জুলাই ঃ নিউ বারাকপুর পুরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডের পূর্ব কোদালিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ময়দান সংলগ্ন এলাকায় ৭৫ বছরের বৃদ্ধা ছায়া সরকার দীর্ঘদিন রোগভোগের কারনে চলাচলে অক্ষম ছিলেন। বাড়িতে শয্যাশায়ী। সেজন্য তাঁর পরিবারের মেয়েরা স্থানীয় নিউ লাইফ নার্স ও আয়া সেন্টার থেকে দুজন (সকালে ও রাতে) পরিচারিকা নিযুক্ত করেছেন বৃদ্ধার দেখাশোনা ও পরিচর্যার জন্য। ২১ জুলাই সোমবার সকালে বৃদ্ধার বাড়ির লোকজন লক্ষ করেন বৃদ্ধার হাতের দুটি সকেট সোনার বালা উধাও হয়ে গেছে। তারা সন্দেহ করেন দুজন পরিচারিকাকে কিন্তু দুজন কিছুতেই মানতে চাচ্ছিলেন না, তারপর ডাকা হয় পুলিশকে। বৃদ্ধার মেয়ে থানায় ১৬ গ্রামের দুটি সোনার সকেট চুরির অভিযোগের ভিত্তিতে নিউ বারাকপুর থানায় মামলা রুজু হয়। এবং প্রায় দশ ঘন্টা নানাভাবে ম্যারাথন জেরা করা হয় দুজন আয়াকে। ডাকা হয় আয়া সেন্টারের মালিককে। কিন্তু কিছুতেই দুই আয়া চুরির ঘটনার কথা স্বীকার করছিলেন না তদন্তকারী অফিসারের কাছে। এরপর আসরে নামেন থানার বড় বাবু এবং রাতের একজন আয়া পরিচারিকা স্বীকার করে নেন চুরির কথা এবং তার কথা মতো রাতেই বৃদ্ধার চুরি হওয়া ১৬ গ্রাম দুটি সকেট সোনার চুরি উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃত পরিচারিকার নাম মঞ্জুষা সূত্রধর(৩৫) বাড়ি এয়ারপোর্ট থানার ব্যানার্জি পাড়া, বি টি কলেজ। মঙ্গলবার দুপুরে ধৃত পরিচারিকাকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে জেল হেফাজতে হাজির করা হয়। অসুস্থ বৃদ্ধার মেয়ে কনিকা মিত্র সরকার জানান ৭৫ বছরের বৃদ্ধা মা চেস্ট সংক্রমণ এর দরুন অসুস্থ মায়ের দেখাশোনা ও সেবার জন্য গত ১২ জুন থেকে দুজন আয়া রাখা হয়। সোমবার সকালের আয়া দেখেন মায়ের হাতে দুটি চুরি নেই। খবর দেওয়া হয় নিউ বারাকপুর থানায়। পুলিশ তদন্তে নেমে দুজন আয়াকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করে,রাতের আয়া অবশেষে স্বীকার করেন দুটি সোনার সকেট চুরি করেছে। নিউ বারাকপুর থানার বড় বাবু এবং তদন্তকারী অফিসারের তৎপরতার ভূয়শি প্রশংসা করেন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে চুরি যাওা মায়ের সোনার বালা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা থানার পুলিশকে।

সুন্দরবনের বাদাবন বাঁচাতে আরও ম্যানগ্রোভ লাগাতে চলেছে বন বিভাগ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সুন্দরবন, ২৩ জুলাই ঃ সুন্দরবনের বাদাবনকে বাঁচাতে আবার ম্যানগ্রোভ বসানোর উদ্যোগ নিলো বন দফতর।২৬৫ হেক্টর জমিতে এই ম্যানগ্রোভ গাছ লাগাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। কেন্দ্রীয় সরকারের ম্যানগ্রোভ ইনিশিয়েটিভ ফর শোরলাইন হ্যাবিটেটস অ্যান্ড ট্যাঞ্জিবল ইনকামস (মিষ্টি) প্রকল্পের অধীনে এই কাজ হবে। কোন কোন জঙ্গলে ম্যানগ্রোভের চারা রোপণ করা হবে, তা কম বেশি চিহ্নিত করে ফেলেছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা। সুন্দরবনে নতুন করে গজিয়ে ওঠা বেশ কিছু নদীর চরে এই ম্যানগ্রোভের চারা লাগানো হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রতি বছর নানা দুর্যোগ ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই বাদাবন। সেই ক্ষতি পুষিয়ে দিতে নতুন করে চারা লাগানোর উপর জোর দিয়েছে সরকার। এখন রোপণ করা হলে ম্যানগ্রোভ গাছগুলি ৫ বছর বাদে পূর্ণতা পাবে।১০০ দিনের কাজের প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ম্যানগ্রোভের চারা লাগানোর কর্মসূচি অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছে। যাঁরা এই কাজ করতেন, টাকা না মেলায় তাঁরা এখন বিকল্প পেশা বেছে নিয়েছেন।কিন্তু কেন্দ্র ম্যানগ্রোভের চারা রোপণের যে টার্গেট বেঁধে দিয়েছে,তা পূরণ করতে গ্রাম বাসীদের একাংশকে কাজে লাগানোর কথা ভাবনাচিন্তা করছে রাজ্য বন বিভাগ। জানা গিয়েছে, এই কাজে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তার মধ্যে চারা কেনা থেকে শুরু করে যাঁরা গাছ লাগাবেন, তাঁদের মজুরি ও ধরা আছে।জানা গেল, ঠাকুরান নদীর বহু জায়গায় নতুন করে চর গজিয়ে উঠেছে।

নকল টাকা দেখিয়ে সাইবার প্রতারণার ছক! সন্দেশখালিতে জাল নোট উদ্ধার, গ্রেপ্তার দুই জন

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ২৩ জুলাই ঃ সন্দেহশখালিতে প্রায় ১০ কোটি টাকার জাল ও আসল নোট উদ্ধারে পুলিশের হাতে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ওই বিপুল জাল নোটের সাহায্যে সাইবার জালিয়াতির ফাঁদ পেতেছিলেন জালিয়াতরা, বলে খবর মিলেছে। সোশাল মিডিয়ায় পরিচয় হওয়ার ধৃতরা জানায়, তারা বিপুল টাকা ঋণ দিতে পারে। ঘটনায় চক্রের এক মাথা ওই মহিলা তিস্তা সেন-সহ কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বলে পুলিস সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে। তদন্ত এগোতেই পুলিশ আধিকারিকরা জানতে পারেন যে, ওই বিপুল টাকার জাল নোট তৈরির পিছনে রয়েছে সাইবার জালিয়াতির ছক। তবে চক্রের মাথা অভিষেক তিওয়ারি। তার খোঁজে চলছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, সুটকেসে থরে থরে টাকা দেখিয়ে ব্যবসায়ীদের ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার টোপ দিতেন তিস্তা সেন-সহ কয়েকজন। ভিডিও কলে একসঙ্গে এত টাকা দেখে লোভে পড়তেন বহু ব্যবসায়ী। আর এটাই ফাঁদ পেতেই অভিষেক তিওয়ারি ও তার বান্ধবী তিস্তা সেন তাদের কাজ হাসিল করত। শুধু ভিডিও কলে সুটকেসভর্তি টাকা দেখানোর জন্য চক্রটি এই টাকা ছাপায়। নতুন মোডাস অপারেন্ডি বা পদ্ধতিতে ভিডিও কলে জাল নোট দেখিয়ে সাইবার জালিয়াতির ফাঁদ পাতে এই চক্রটি। এভাবে বার্নপুরের এক প্রোমোটারকে ৩০ কোটি টাকা ঋণ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রসেসিং ফি হিসাবে তাঁর কাছ থেকে এক শতাংশেরও কম, ২২ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় অভিযুক্তরা।

মঙ্গলবার ভবানী ভবনে সিআইডি কর্তা বিশাল গর্গ জানান, এই চক্রের মূল মাথা অভিষেক তিওয়ারি এখনও পলাতক। যে নোটগুলি উদ্ধার হয়েছে সেগুলির মধ্যে ৫২ হাজার টাকা নগদ। ৪০ হাজার টাকার জাল নোট। এ ছাড়াও বাকি প্রায় আট কোটি টাকা খেলনা নোট।এই খেলনা নোট ছাপানোর অভিযোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা থেকে দেবজ্যোম চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের দাবি ওই ব্যক্তি জানিয়েছে, তিনি মিডলম্যান হিসাবে কাজ করেছেন। শিয়ালদহের একটি ছাপাখানা থেকে নোটগুলি ছাপানো হয়েছে। ছাপাখানার মালিকদের জানানো হয়েছিল, সিনেমার শুটিংয়ের জন্য ওই খেলনা টাকা লাগবে। কিন্তু সেই টাকা অভিষেক তিওয়ারির হাতে তুলে দেওয়ার পর তারা নতুন পদ্ধতিতে জালিয়াতির ছক সাজায়।

উল্লেখ্য, এই অভিষেক তিওয়ারি ও তিস্তা সেন কয়েক মাস আগেও বিপুল টাকা জালিয়াতির অভিযোগে কলকাতা পুলিশের সাইবার থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিল। জামিন পাওয়ার পর ফের নতুন করে জালিয়াতির ছক কষে ওই যুগল। সোশাল মিডিয়ায় পরিচয় হওয়ার ব্যক্তিদের জানায়, তারা বিপুল টাকা ঋণ দিতে প্রস্তুত। বার্ষিক মাত্র চার শতাংশ সুদে ওই টাকা ফেরত দিতে হবে। বিশ্বাসভাজনের জন্য ওই নোটগুলি সুটকেসে পুরে ভিডিও কলে দেখায়। তাতেই বিভিন্ন জেলার ব্যবসায়ীরা ফাঁদে পড়ে যান। যে ব্যবসায়ী যত টাকা চাইতেন, তার মাত্র এক শতাংশ প্রসেসিং ফি হিসাবে চাইত জালিয়াতরা। কয়েকটি বিশেষ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে ওই টাকা পাঠালেই যোগাযোগ বন্ধ করে দিত তারা। এই ভাবেই চলত প্রতারণা। পুলিস গোটা চক্রকে ধরতে নানান জায়গায় তল্লাসী চালচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

হাবড়ায় স্বামীকে খুনের অভিযোগে ধৃত স্ত্রী

হাবড়া, ২৩ জুলাই ঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হাতাহাতি। আর সেই সময়ে ভারী কোনও বস্তু দিয়ে স্বামীকে আঘাত করে খুন করার অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাতে উত্তেজনা ছড়ায় উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া থানার নন্দনকানন এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম দীপঙ্কর মণ্ডল (৪৪)। হাবড়া থানার পুলিশ গিয়ে মৃতের স্ত্রীকে আটক করলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। জানা গিয়েছে, পেশায়. ইলেকট্রিক মিস্ত্রি দীপঙ্কর প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার কাজে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে স্ত্রী শম্পা মণ্ডলের সঙ্গে অশান্তি শুরু হয়। সেই অশান্তি এক সময় হাতাহাতির আকার নেয়। স্ত্রীর আঘাতে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন দীপঙ্করবাবু। এমনটাই অভিযোগ। তাদের মধ্যে ঝগড়া শুনে দেখতে যান স্থানীয়রা। তখনই ঘরের ভিতরে দীপঙ্করকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পরে স্থানীয়রাও দীপঙ্করকে হাবড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। যদিও সেখানে চিকিৎসকরা দীপঙ্করকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ব্যক্তির মাথায় ও ঘাড়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

ডায়না টি কোম্পানী লিমিটেড

CIN: L15495WB1911PLC002275

নিবন্ধিত অফিসঃ ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, চতুর্থ তলা, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোনঃ(০৩৩) ২২৪৮-৮৬৭২,৪০৬৬ ১৫৯০৯৩, ফ্যাক্সঃ(০৩৩)২২৪৮-৭৫৭১
ই-মেইলঃ contactus@dianatea.in, ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in

৩০শে জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের জন্য অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ফলাফলের বিবৃতি

লক্ষ টাকায়

ক্রম নং	বিবরণ	স্বতন্ত্র – ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			স্বতন্ত্র – বছর সমাপ্ত
		৩০.০৬.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩০.০৬.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪
	(নীচের নোটগুলি দেখুন)	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	মোট পরিচালনা থেকে আয় (নেট)	২,০০২.০২	৯৫৬.০১	১,৪৭৫.৩৭	৭,০৮২.৪৫
২.	করপূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ(ক্ষতি)(ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেম)	১৬৫.৯৬	(৯১৫.৬২)	(১১০.৯৯)	(৪৮৩.৬০)
৩.	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	১৬৫.৯৬	(৯১৫.৬২)	১১০.৯৯)	(৪৮৩.৬০)
৪.	করের পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	১৬৫.৯৬	(৮৮৯.২৬)	(১১০.৯৯)	(৪৫৮.৪৪)
৫.	এই সময়ের জন্য মোট সামগ্রিক আয় (করের পরে) সময়ের জন্য লাভ(ক্ষতি) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত করে	২০৬.৩৫	(৯৪০.৩১)	(৬৬.৭২)	(৪৫৯.৬৩)
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (টাকা ৫ /- পরিশোধিত)	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫	৭৪৯.৫৫
৭.	পূর্ববর্তী হিসাব বছরের ব্যালেন্স শিট অনুসারে পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ				
৮.	প্রতি শেয়ার আয় (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ৫ টাকা)				
	ক) মৌলিক	১.১১	(৫.৯৩)	(০.৭৪)	৩.০৬
	খ) মিশ্রিত	১.১১	(৫.৯৩)	(০.৭৪)	৩.০৬

নোট ঃ

১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে২৩শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায়। ৩০শে জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের ফলাফল সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা সীমিত পর্যালোচনার বিষয়।

২.কোম্পানির নিজস্ব চা বাগান থেকে সবুজ পাতার (চা তৈরির জন্য কোম্পানির ব্যবহৃত কাঁচামাল) উপাদনের জন্য নার্সারি, রোপণ, চাষ ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে সমন্বিত প্রক্রিয়া জড়িত ছিল। মধ্যবর্তী পর্যায়ে তাদের মূল্য নির্ধারণ করা যায়নি। ব্যবহৃত উপাদানের খরচ সবুজ পাতার ক্রয়কে প্রতিনিধিত্ব করে।

৩. কোম্পানিটি মূলত চা চাষ এবং উৎপাদনের ব্যবসায় নিযুক্ত এবং সেই অনুযী Ind AS ১০৮ অনুসারে সেগমেন্ট রিপোর্টিং সম্পর্কিত কোনও পৃথক প্রতিবেদনযোগ্য বিভাগ নেই।

৪. কোম্পানিটি চা চাষ, উৎপাদন এবং বিক্রয়ের ব্যবসায় নিযুক্ত, যা মৌসুমি প্রকৃতির এবং আবহাওয়া এবং ফসলের ধরণ দ্বারা এর কার্যকারিতা প্রভাবিত হতে পারে, এবং তাই পূর্বোক্ত ফলাফলগুলিকে ৩১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের সম্ভাব্য ফলাফলের প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। অতএব, করের বিধান (বর্তমান এবং বিলম্বিত উভয়) বিবেচনা করা হয়নি কারণ বছরের শেষে একই গণনা করা হয়।

৫. পূর্ববর্তী বছরসময়ের পরিসংখ্যানগুলিকে বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যানের সাথে তুলনীয় করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্বিন্যাসপুনর্গঠন করা হয়েছে।

৬. ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.dianatea.in** এবং BSE লিমিটেডের স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এ পাওয়া যাবে।

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর-
সন্দীপ সিংহানিয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 00343837

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৩,০৭.২০২৫

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৩৩, বৃহস্পতিবার, ৭ শ্রাবণ ১৪৩২

ক্ষমতার ঘনিষ্ঠতা ও গণতন্ত্র

শীর্ষে এক শতাংশে জায়গা পেতে হলে দরকার 'ক্ষমতার ঘনিষ্ঠতা' ; গণতন্ত্রের প্রশ্নে অস্বস্তির ছায়া। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা ও তার সঙ্গে সামাজিক ন্যায়বিচারের সম্পর্ক গভীরভাবে জড়িয়ে থাকে। ভারতে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য এবং 'শীর্ষ এক শতাংশ'-এর সম্পদ-দখলের বাস্তবতা এখন আর গবেষণার বিষয় নয়, বরং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সমীক্ষা ও তার নিরিখে প্রাসঙ্গিক আলোচনা আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, কীভাবে ভারতের আর্থিক সিঁড়ির একেবারে শীর্ষ ধাপে ওঠার রাস্তা প্রধানত প্রতিভা বা পরিশ্রম নয়, বরং শাসকের ঘনিষ্ঠতায় জড়ানো। এই উপসংহার নিছক চিন্তার উদ্রেক করে না, বরং গোটা গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত নড়িয়ে দেয়। ভারতের 'ওয়ান পার্সেন্ট' শ্রেণি মানে শুধুমাত্র অগাধ অর্থসম্পদের অধিকারী নয়, বরং নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তারকারী এক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী। একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি যে ভাবে সরকার-ঘনিষ্ঠতা, কর ছাড়, সহজ নীতিগত সুবিধা, এমনকি প্রকল্পের বরাদ্দেও অগ্রাধিকার পায়, তা সাধারণ নাগরিকদের কাছে আজ স্পষ্ট। গণতন্ত্রে যেমন নাগরিকদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা, ভারতে সেই সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হচ্ছে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা কিছু মুখ ও তাঁদের ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার খাতিরে।

এই পরিস্থিতির গভীরে গেলে দেখা যায়, শিক্ষাগত যোগ্যতা, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা কিংবা কঠোর পরিশ্রম;এসব কিছুই শীর্ষ ধাপে পৌঁছানোর প্রধান নিয়ামক নয়। বরং রাজনৈতিক সম্পর্ক, প্রশাসনিক সখ্যতা এবং দুর্নীতিমূলক সংযোগই এই উত্তরণের মূলে। যে দেশে কর্মসংস্থান কমছে, যেখানে শ্রমজীবী মানুষের ন্যূনতম অধিকারও প্রশ্নের মুখে, সেখানে ক্ষমতার ঘনিষ্ঠরা একের পর এক শিল্পসংস্থার মালিকানা পাচ্ছেন, ব্যাঙ্ক ঋণ পাচ্ছেন অনায়াসে, আবার একই সঙ্গে তাঁদের কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগও রেহাই মিলছে। এই অবস্থায় সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য দেশ কতটা 'উন্নয়নশীল' হয়ে উঠছে, সেই প্রশ্ন উঠে আসে জোরালোভাবে। অর্থনীতিবিদেরা ইতিমধ্যেই বলছেন, ভারতের উন্নয়ন নয়, বরং 'উন্নয়নের বিভাজন'ই এখন বাস্তব। 'ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে ঘিরে তৈরি এক রাজনৈতিক অর্থনীতির বলয়ে আজ শাসকের নীতি প্রণয়ন হচ্ছে, যেখানে বাকিদের স্থান হয় দর্শকের গ্যালারিতে। বিষয়টি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে যখন দেখা যায়, মিডিয়া, কর্পোরেট, বিচারব্যবস্থা;সব ক্ষেত্রেই এই ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর দখলদারি বাড়ছে। সংবাদমাধ্যমের নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে, বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দমন করতে সরকারি সংস্থা ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং বৃহৎ কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে জনসাধারণের ন্যায্য দাবি উপেক্ষিত হচ্ছে। এই বাস্তবতা গণতন্ত্রকে কেবল দুর্বল করছে না, এক গভীর বিশ্বাসঘাতকতাও করছে সেইসব নাগরিকদের সঙ্গে, যারা দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা কিংবা আইনের শাসনের ওপর আস্থা রেখেছিল। বর্তমান পরিস্থিতির আরও বিপজ্জনক দিক হল সামাজিক মোবিলিটি বা 'উন্নতিতে সুযোগ' কমে যাওয়া। একটি সমাজে যদি নিম্নবিত্ত শ্রেণির একজন ব্যক্তির পক্ষে উপরে ওঠা কঠিন হয়ে যায় শুধুমাত্র 'যোগাযোগহীনতার' কারণে।

লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) লেখক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিসেবী, ব্যবসায়ী। ১৮১৪ সালের ২২ জুলাই কলকাতায় তাঁর জন্ম। প্যারীচাঁদের পিতা রামনারায়ণ মিত্র প্রথম জীবনে হুগলি জেলার পানিসেহালা থেকে কলকাতা আগমন করেন। আঠারো শতকে ইউরোপীয় বণিকদের তাবেদারির মাধ্যমে যেসকল ভারতীয় বেনিয়া নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন করেন, রামনারায়ণ মিত্র ছিলেন তাঁদেরই একজন। প্যারীচাঁদ মিত্রের শিক্ষাজীবন শুরু হয় পারিবারিক পরিমন্ডলে। তিনি পন্ডিত ও মুনশির নিকট যথাক্রমে বাংলা ও ফারসি শেখেন। ১৮২৭ সালে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন এবং খ্যাতিমান শিক্ষক হেনরি ডিরোজিওর তত্ত্বাবধানে থেকে শিক্ষা সম্পন্ন করেন। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান হিসেবে ১৮৩৬ সালে প্যারীচাঁদ মিত্রের কর্মজীবন শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে তিনি লাইব্রেরিয়ান এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি পদে অধিষ্ঠিত হন। পাবলিক লাইব্রেরির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা এবং অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি প্যারীচাঁদ অত্যন্ত সফলভাবে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি কয়েকটি বিনিয়োগ কোম্পানির অংশীদার ও পরিচালক ছিলেন। সেগুলির মধ্যে ছিল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল কোম্পানি লিমিটেড, পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি এবং হাওড়া ডকিং কোম্পানি। একজন সমাজহিতৈষী ও সংস্কৃতিসেবী হিসেবে বাঙালির জাগরণে তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালি সমাজের হিতার্থে তিনি বহু সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩০), বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), ডেভিড হেয়ার মেমোরিয়াল সোসাইটি (১৮৪৪), রেস ক্লাব (১৮৪৭), এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি (১৮৪৭), বেথুন সোসাইটি (১৮৫১) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সম্মানসূচক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যেমন জাস্টিস অব পিস (১৮৬৩), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৬৪), জেল ও কিশোর অপরাধীদের সংশোধন কেন্দ্রের পরিদর্শক (১৮৬৪), কলকাতা হাইকোর্টের গ্র্যান্ড জুরি (১৮৮৮-১৮৭০), বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য (১৮৬৮-১৮৭০), কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি। সাংবাদিকতা ও বাংলা সাহিত্যে অবদান ছিল অপরিসীম।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

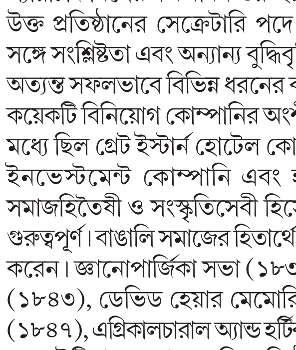

গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন।

মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

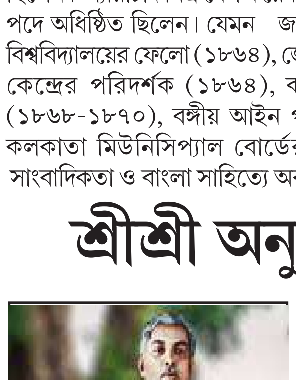

ঠাকুরের দর্শন মেনে চললে জীবনে মোক্ষ লাভ হয়। মানব প্রেম হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। এর চেয়ে মহান কাজ আর নেই। এটা যিনি করতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠ। তিনিই পরম পুরুষ। তিনি মহামানব। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবে সব সময়ে নিজের মুখ দিয়ে মা ভবতারিণীর বাণী প্রচার করেছেন। মুখ দিয়েই সবাইকে ধর্ম কথা শোনাতেন। তিনি কোনও দিন লিখে কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের মনের কথাকে ঠাকুর বলতেন অন্তর দিয়ে। ভক্তি দিয়ে। তাঁর কথাকে লিখে নিতেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তিনি সব সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর কাছেই ছিল ঠাকুর যা বলছেন তা লিখে নেওয়া। তার ফলেই সৃষ্টি হল রামকৃষ্ণ কথামৃত নামে একটি অমর গ্রন্থ।

ঠাকুরের কথাগুলো পরবর্তীকালে একসঙ্গে প্রকাশিত হল বই আকারে। সেই বইয়ের নামকরণ হল 'রামকৃষ্ণকথামৃত'। এই বইটাকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জীবন দর্শন বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দিব্য দর্শনের চিত্রও দেখতে পাওয়া যায়। জীবনের অতি সাধারন কথার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর তত্ত্ব কথাকে ব্যাখ্যা করেছেন।

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে ঋত্বিক ঘটকের ছবির আলাদা রকমের তাৎপর্য রয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদক

থিসিস ও অ্যান্টি-থিসিসের দ্বন্দ্ব ফিরে দেখা ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক'। খাতায় কলমে 'অযান্ত্রিক' ঋত্বিক কুমার ঘটকের প্রথম ছবি। সদ্য-স্বাধীন নবজাতক ভারতবর্ষের উপনিবেশোত্তর চেতনায় আধুনিকতা তখন দ্রুত গতিতে মিশছে। এমতাবস্থায়,

সীমিত সৃজনে নির্মিত মানুষ ও যন্ত্রের আত্মীয়তার এই ট্র্যাজিক গল্পটি টানা দশদিন ধরে ঋত্বিককে ভাবিয়েছিল। গল্পে বিমল ও তার মান্ধাতার আমলের গাড়িটির অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের মধ্যে নিহিত একাধিক অনুভূতির গূঢ় দর্শনের দ্যোতনাই মূলত ঋত্বিকের মননে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কথায়, এই গল্পটি আমাদের সাহিত্যে একটি

ঋত্বিক ঘটক যে তাঁর দ্বিতীয় ছবির জন্যে সুবোধ ঘোষের অযান্ত্রিক-এর মতো একটা টেক্সটকেই বেছে নেবেন তা নিছকই কাকতালীয় ঘটনা নয়। সমাজের দ্বন্দ্বগুলির একাগ্র পাঠ ঋত্বিকের আটটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবিতেই প্রতিফলিত হয়েছে। মানদণ্ডের নিরিখে ছবিগুলির তুল্য-মূল্য বিচার করা যায় না, কারণ ওঁর কোনো ছবিই বুর্জোয়া-এস্থেটিক্সের ছাঁচে তৈরি নয়, বরং প্রত্যেকটিই এক-একটি সময়ের দলিল যা তাদের নিজস্ব কান্তি অর্জন করে নিয়েছে পরিচালকের একটি প্রায়-মৌলিক নান্দনিকতা ও মনোজ্ঞ শিল্পবোধ থেকে। ফলত, আমাদের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর প্রতিটি পালা বদলের সময়ই ঋত্বিকের এক-একটি ছবি পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। আজ একুশ শতকের এক-চতুর্থাংশের শেষে মানুষ ও যন্ত্রের আন্তঃসম্পর্ক যখন আচম্বিতে এমন এক মোড় বদল করে নিচ্ছে, যার পরিনতি এখনও আমরা জরিপ করে উঠতে পারিছ না, তখন ঋত্বিকের 'অযান্ত্রিক'কেই সর্বাপেক্ষা জরুরি ছবি বলে মনে হচ্ছে।

সদ্য কলকাতায় আসা, তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ঋত্বিক ঘটক-এর কাছে সুবোধ ঘোষের অযান্ত্রিক, শিল্পে কল্পনার একটি সম্পূর্ণ নতুন ও ভিন্ন দিগন্ত উন্মোচিত করে তোলে। কল্প-বিজ্ঞানের কল্পনার অমেয় ব্যবহার নয়, বরং রিয়্যালিজমের

নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে মানুষ ও যন্ত্রের অন্তর্বর্তী, গুরুত্বপূর্ণ ও অনিবার্য সম্পর্ক। এরপরে বারো বছর ধরে ঋত্বিকের মাথায় ঘুরপাক খেয়েছে গল্পটি। ততদিনে তিনি দেখে ফেলেছেন আইজেনস্টাইন, পুডোভকিন, জিগাভার্তোভ'দের ছবি। আত্মস্থ করে ফেলেছেন ইমেজের ডায়লেকটিক্স ও সোভিয়েত মন্তাজের তত্ত্ব। পাশ্চাত্যের বিমূর্ত নন্দনতত্ত্বের বিপরীতে দাঁড়িয়ে খানিকটা সোভিয়েত ছবির অনুপ্রেরণা ও অনেকটা দেশজ সংস্কৃতি ও নিজস্ব মৌলিক অনুচিন্তনের ওপর ভিত্তি করেই এক যুগ ধরে ঋত্বিক তাঁর মাথায় অযান্ত্রিকের কাহিনিটিকে বুনেছেন তাঁর আসন্ন ফিল্মের সম্ভাব্য চিত্র ও শব্দভাষার সঙ্গে, যা আজ তাঁকে দ্রষ্টাবলে মনে করতে বাধ্য করে। 'সনাতন জীর্ণ কু-আচার'-র অন্তরাল থেকে করা বিমূর্ত ভবিষ্যৎবাণী নয় বরং তিনি দ্রষ্টা হতে পেরেছেন তাঁর সময়ের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে প্রকৃতিস্থ করে, সেই ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে যুক্তি ও তর্কের দ্বারা আসন্ন সমাজের প্রতিকূলতাগুলোকে চিনিয়ে দিতে পেরে। কাজেই, এই সময়ে দাঁড়িয়ে, আমাদের চেতনায় অযান্ত্রিকের পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে গেলে, গল্পটির আড়াল থেকে ঋত্বিক ঘটকের যুক্তি ও তর্কগুলোকেও বুঝতে হবে।

মানুষ ও যন্ত্রের এই আপাত জটিল আন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে ঋত্বিক লিখেছিলেন, স্রেফ তথাকথিত তুচ্ছ মানুষরা, যেমন শিশু, সরলমনা কৃষক ও আদিবাসীরাই বিমলকে চিনতে ও বুঝতে পারবে। শহরে মানুষদের কাছে 'অযান্ত্রিক' একটি উন্মত্ত প্রলাপীর গল্প ব্যতীত কিছু নয়।

'অযান্ত্রিক'কে এপিসোডিক ছবি বলা চলে। ছবির ন্যারেটিভ মূলত তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে আমরা দেখি বিমলের, তার গাড়িটি, জগদ্দলের প্রতি অপত্য স্নেহ। ছবিটির প্রথম কয়েকটি শটই বুঝিয়ে দেয় আধুনিকতার বিলম্বিত ততদিনে সমাজের গায়ে লেগে গেছে। এদেশে যাদের হাত ধরে আধুনিকতা এসেছিল, সেই শ্বেতাঙ্গদের গোরস্থান পার করে বিমলের নিবাস; আর স্ট্যান্ডে একঝাঁক কেতাদুরস্ত নতুন মডেলের গাড়ির মাঝে তার 'বুড়ো ফোর্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোয়, জটায়ুর মতো জরাভার নিয়ে।' বিমলের তিনকুলে কেউ নেই। পনেরো বছর আগে, ধরে নেওয়া যায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়, সে তার মাকে হারায় এবং জগদ্দল তারপরে সেই শূন্যস্থান পূরণ করে। কাজেই, নিঃসঙ্গ বিমলের মানসের অধিকাংশটা জুড়েই ছড়িয়ে পড়ে জগদ্দলের অনুযোগ -অভিযোগ হীন উপস্থিতি, যা সমাজের কাছে দুর্বোধ্য বলে ঠেকে। জরাজীর্ণ গাড়িটির সঙ্গে বিমলের দীর্ঘ প্রাত্যহিক সহবাস, বেঙ্গলি ক্লাবের বাবুদের কাছে কৌতুকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ ও যন্ত্রের এই আপাত জটিল আন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধে ঋত্বিক লিখেছিলেন, স্রেফ তথাকথিত তুচ্ছ মানুষরা, যেমন শিশু, সরলমনা কৃষক ও আদিবাসীরাই বিমলকে চিনতে ও বুঝতে পারবে। শহরে মানুষদের কাছে 'অযান্ত্রিক' একটি উন্মত্ত প্রলাপীর গল্প ব্যতীত কিছু নয়।

ছবির প্রথম পর্বেই ঋত্বিক প্রতিষ্ঠা করেন এই ব্যতিক্রমী সম্পর্কের যৌক্তিক ভূমিটি। একটি নববিবাহিতা দম্পতিকে হোরাবে ছেড়ে আসার পথে বিমল, তার সঙ্গী সুলতানের কাছে স্বীকার করে নেয়, জগদ্দল আসলে একটা মানুষ যা বেঙ্গলি ক্লাবের বাবুরা বোঝে না। জগদ্দলকে মানুষ বলে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় বিমল নিজে তার সহজাত প্রবৃত্তিগুলি পরিহার করতে থাকে। তিনদিনের খাবার সে একদিনে খায় যা বিজ্ঞানের নিয়মে 'সুস্থ' মানুষের রীতিনীতির সঙ্গে মেলে না, আর কোথাও যেন বাবুদের বিদ্রুপ হাসিমুখে মেনে নিয়ে বিমল নিজে 'যন্ত্র' হয়ে উঠতে থাকে। অথচ, গাড়িটির অন্ন-বস্ত্রের দিকে তার নজর

সদা-সর্বদাই থাকে। 'ভারী তেষ্টা পেয়েছে না রে জগদ্দল' বলে বিমল যখন গাড়িটির রেডিয়েটরে জল ঢেলে দেয় তখন মানুষের মতোই 'ঢক ঢক' শব্দ করে তৃষ্ণার্ত গাড়িটি তৃপ্ত পায়। এই ক্লোজ -আপ দৃশ্যে বিমলের অপলক দৃষ্টিতে রেডিয়েটরে জল ঢালার সময় ঋত্বিকের শব্দের ব্যবহারটিকে পরিচালকের র‍্যাডিকাল ফিল্মমেকিং-এর বৈশিষ্ট্য বলা চলে, যা চলচ্চিত্রের প্রাতিষ্ঠানিক চিত্র-শব্দের ভাষ্যকে ভেঙে দেয় এবং একই সঙ্গে নতুন ফিল্মের পরিভাষাও তৈরি করে। পরিচালক দৃষ্টান্তির নির্মাণ এমন ভাবে করেন যে বিমলের অভিব্যক্তি দেখে মনে হয়, সে যেন গাড়িটির তৃষ্ণা মেটানোর শব্দ সত্যিই শুনতে পাচ্ছে, আর এখানেই ঋত্বিক একই সঙ্গে বিদ্রুপও করেন আবার ভেঙেও দেন ফিল্মের প্রাতিষ্ঠানিক নন-ডায়েজেটিক শব্দের প্রয়োগকে। বিমলের অভিব্যক্তি দেখে মনে হয়, সে যেন গাড়িটির তৃষ্ণা মেটানোর শব্দ সত্যিই শুনতে পাচ্ছে, আর এখানেই ঋত্বিক একইসঙ্গে বিদ্রুপও করেন আবার ভেঙেও দেন ফিল্মের প্রাতিষ্ঠানিক নন-ডায়েজেটিক শব্দের প্রয়োগকে।

শব্দের প্রয়োগে তর্ক করার এক বিরল নৈপুণ্য ঋত্বিক ঘটক আয়ত্ত করেছিলেন। ফ্রান্স ও ইতালির নব্য-ধারার ছবিগুলিকে কেন্দ্র করে বিদগ্ধ গবেষণার ব্যাপ্তি ভারতে ছড়িয়ে পড়ার আগেই ঋত্বিক, তাঁর মৌলিক নিরীক্ষণের দ্বারাই উপলব্ধি করে ফেলেছিলেন যে ছবিতে ইমেজ ও সাউন্ড গুরুত্বের নিরিখে অনুরূপ ও একে অপরের পরিপূরক। দুটির সুষম প্রয়োগ ব্যতীত ছবিতে যুক্তি, তর্ক করা সম্ভব নয়। 'ছবিতে শব্দ' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে ঋত্বিক বলেন, ইমেজের পাশাপাশি তৎসংগীতের মধ্যে দিয়ে আমরা অপর একটি স্তরে সমান্তরালভাবে ছবির বক্তব্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা করি। ওঁর এই তত্ত্ব-প্রয়োগ -উপলব্ধির মাঞ্জীয় প্র্যাক্সিসই অযান্ত্রিকের শব্দ-নকশাকে অমরত্ব প্রদান করেছে।

অযান্ত্রিককে ন্যারেটিভের প্রবাহমানতার সঙ্গে উঠে আসা ইমেজ-সমূহের মধ্যে নিহিত ট্র্যাজেডির ব্যঞ্জনাগুলিকে ঋত্বিক, দৃশ্যের সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে অপর একটি সমান্তরাল স্পেসে সাউন্ডের দ্বারা ক্রমাগত ব্যক্ত করে চলেন। নিরীক্ষণের এক-একটি মুডের সঙ্গে পরিচালক একটি করে বিশেষ সাউন্ড-ট্র্যাক জুড়ে দেন এবং এমনভাবে প্রতিটি ট্র্যাককে ব্যবহার করেন যে শব্দগুলি ছবির নির্দিষ্ট কিছু চরিত্র।

বর্ষায় রাস্তাঘাটে জমা জল, ফাটল গতিহীনতার কাব্য

বিশেষ প্রতিবেদক

রাস্তাঘাটে বর্ষার কাব্য পলিমাটির ফাটল, প্রশাসনের উদাসীনতা। বর্ষার প্রথম ফোঁটায় যেন রাস্তাগুলো হারিয়ে যায়। কেবল পথই নয়, এটি এখন ভেঙেপড়ে থাকা অর্থব্যবস্থা, জনজীবন ও নিরাপত্তার সংকটের প্রতীক। আজকের পশ্চিমবঙ্গ ; সেতু, জাতীয় সড়ক, রাজ্য ও পঞ্চায়েত পর্যায়ের রাস্তা; সবই যেন 'ভাঙলো না ভেঙে', সেই সুই-হাড়ের আপেক্ষিক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের এক কোণ থেকে শহরের মূল সড়কগুলো একই সন্দেহজনক বাস্তবতাকে অঙ্গুলি দিয়ে দেখাচ্ছে বর্ষায় রাস্তাঘাট ছিঁড়ে ফেলা আর প্রশাসনের ঘুম এক অপমানজনক দুর্বিষহ ছবিকে সামনে রাখছে।

এই 'বর্ষার রাস্তাঘাটির যন্ত্রণালাপ'; বারবার চেনা, বারবার ফিরে আসা; এটি আর কেবল কোনো দুর্গম এলাকায় সীমাবদ্ধ নয়; এটি এখন চলছে মূল নগর পথের পাশে, শহরতলির মুখোমুখি, পঞ্চায়েতের শেষ কোণে। যেখানে জলাবদ্ধ জমাট গিয়ে নীচ থেকে চেপে ধরে কাঁপা কালো পিচে ঢাকা; আর পাশেই লাইন পথে দাঁড়িয়ে অসহায় পথচারী বা রোগীকে হাসপাতালে যেতে দেবে না এমন ফোঁটা গ্যাপ!

প্রশাসনিক নির্দেশকৃত 'মেরামত' শোনে বারবার হলেও, বর্ষার প্রথম বিশ্রোহে তা ছিঁড়ে পড়ে;বর্ষার শেষ নাগাদ 'বেলট কেটি' টিম এসে গরম মিশালে দেওয়া দেয়, কিন্তু তার প্রায়ই গায়ে ধরে নতুন ফাটল ও গর্ত দেখা যায়। অথচ যেমন মেডিক্যাল ভাষায় রোগ নির্ণয়ে প্রয়োজন নির্ভুল চিকিৎসা, তেমন সড়ক নির্মাণে একটি সুদৃঢ় ভিত্তি থাকা অত্যাবশ্যক। বেহাল রাস্তার বেহাল অবস্থা শুধু পথচলা বাধাগ্রস্ত করে না; এটি জীবন রক্ষা ও উন্নয়নকে বাধা দেয়। অনেক অঞ্চলে মেঝী পথ, জনজীবনের অবশ্যং ও অক্তমুখী অসহায়তার অবয়বে রূপ দিয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স ধ্বংসপ্রায় পথ দেখে মানবিক সঙ্কটের গ্লানি তৈরি করেছে, যখন শহরে গর্তে আটকে গিয়ে জরুরি পরিষেবার বিকল্প নেই, সে চিত্র উপেক্ষা করা যায় না। বর্ষার আগে প্রকল্পগুলি যদি মিশ্রণ সঠিক না হয়, নির্মাণাধীন আন্ডারল্যে বা নিকাশি ব্যবস্থা অপ্রতুল হয়;তাহলে ছিন্ন সড়ক হয়ে যায় সমকালীন আদর্শের ব্যর্থতা। পঞ্জিকার দিকে তাকালে দেখা যায়, বর্ষার শেষের ঠিক আগে রাস্তা মেরামত হয়, আর তার কয়েক মাসের মধ্যেই আবার নতুন দাগে ভাঙা শুরু হয়। ভেজা পিচের উপর গরম আসার আক্রমণ, মিশ্রণের অমিল, নীচের স্তরের দুর্বলতা;সব যেন পরিপাটি কাজ করে। তবে মাত্র কয়েকতম মডেল;কোল্ড মিক্স বিটুমেন গোছানো বা প্লাস্টিক -ফাইবার মিশ্রিত হট-মিক্স -মিশ্রণ;

বাতিল জলে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু এই আধুনিক পদ্ধতিগুলোর প্রয়োগ পর্যুদস্ত। বর্ষা যেমন নিশ্চিত হওয়ার পর, রাস্তার খোঁড়াখুঁড়ি ও জলাবদ্ধতা মেরামত না করা হলে; সড়কের যে শ্রেণিবিন্যাস ও রক্ষণ, তার তো বোধকরি আর কার্যকর কোনও অস্তিত্ব রইল না। আর প্রশাসনের প্রতি অভিযোগ শুধু একরকম নয়। দুর্বল নির্মাণ, দুর্বল নজরদারির নেপথ্যে রয়েছে একটি গভীর প্রশাসনিক অবহেলা ও কমিটমেন্টহীনতা। নির্মাণকারী সংস্থা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেখানে মানের চেয়ে মূল্য প্রধান হয়ে যায়, তাতে নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব পিছনে পড়ে যায়। গ্যারান্টি মেয়াদের তীব্রতা নেই, তদারকি নাই;ফলে গলদ আন্দাজ রাস্তা হাক করে অপ্রয়োজনীয় বাজেট খেয়ে ফেলে। এই বাজেটই নারী, ছেলে, যুবক ও প্রবীণের জীবনও নষ্ট করে দেয় বর্ষার মিথ্যা আশা আর চুরমার রাস্তার মাঝেই।

এবার যদি দেখুন, বর্ষাকালে শহর ও শহরতলী সঙ্গে নিকাশির বিল্ড-আপ করে, বর্জিজনিত জমাট জল রাস্তায় ধরে;সেটি আর রাস্তা ভেঙে যাওয়া নয়, এটি বর্ষার পর বেহাল জনগণের ওপর প্রশাসনের অভিনব কুটিল ব্যাপার। জল নামার পথ রোধ হলে, পিচ ফাটল ধর কিংবা পাথর গর্ত;সবই তো একটি প্রশাসনিক কলক অভিশাপ হিসেবে প্রতিদান দিচ্ছে। এই সংকটের পথে একটা পথের আলোয়, সামনে আসে কিছু নাটকীয় পরিবর্তন। প্রযুক্তি-নির্ভর রাস্তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ভারবহন শক্তির পরিমাপ, শ্রেণিবিন্যাস, ডিজাইন-বিশ্লেষণ; এসবই এক জনসংযত পরিকল্পনার অংশ। রাস্তার নীচে বসানো স্তরগুলোর নির্মাণ সামগ্রীর মান, নিকাশি কাঠামোর স্থায়িত্ব, পিচ-মিশ্রণ প্রকৃতির কাঠামো;সবের ভিত্তিতেই রাস্তা নিরাপদ থাকবে। আর তার জন্য প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তি, নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও ক্রমাগত উন্নতিকল্পে স্থানীয় প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা। এ সময়ে যুক্তকালীন প্রস্তুতির মতো, বর্ষার আগেই রাস্তার 'প্রস্তুতি অবস্থা' নেওয়া উচিত। ডিজাইন-বুদ্ধি, নির্মাণ-মান নিয়ন্ত্রণ, এবং গ্যারান্টি ও পরবর্তী সরাসরি তদারকি; এসবের একটি দেশজিৎ প্রক্রিয়া থাকতে হবে। আর জলের কথা বললে তবে সড়কের পাশে সঙ্গে পাশের ড্রেনেজও রক্ষণ রাখা একান্ত অপরিহার্য। জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য শুধু নালা খোলাই নয়, বর্ষায় রাস্তায় জমা জল,যানজট-সঙ্কট অগ্রাহ্য করার মতো নয়। রাষ্ট্র ও পরিচালকরা বুঝে নেবেন;সড়ক তৈরি মানে শুধু বড় গর্ত না মেরামত, এটি একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের আত্মার অঙ্গ।

স্বাধীন ভারতের প্রথম দিন লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা তোলার সময়ে গান গাইলেন যূথিকা

বিশেষ প্রতিবেদক

স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম দিন লালকেল্লায় ইংরেজদের পতাকা নামিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা তোলা হচ্ছে তখন দিল্লি রেডিওয় মধুর কণ্ঠে 'সোনে কা হিন্দুস্তান মেরা',গানটি গাইছেন এক বাঙালি কন্যা, আবালবৃদ্ধ বনিতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছেন তাঁর গান,তিনি বিশিষ্ট

ফোন পেয়েছি। আমাকে ফোন দিয়েছে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর তরফ থেকে, তিনি জানিয়েছেন যে, আমাদের প্রেসিডেন এখন লালকেল্লায় যাচ্ছে, ওখানে ভাষণ দেওয়া হবে এবং ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে আমাদের জাতীয় পতাকা তোলা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন যূথিকা গান গেয়ে যায়। যূথিকা বলেছেন; আমি তো ঢুকে পড়লুম

সঙ্গীত শিল্পী যূথিকা রায়।

বাংলা গানের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন যূথিকা রায় তখন তিনি ১৪'র এক কিশোরী,প্রণব রায়ের কথায় ও কমল দাশগুপ্তর সুরে তাঁর রেকর্ড করা দুটি গান; 'আমি ভোরের যূথিকা' আর 'সাঁঝের তারকা আমি' ১৯৩৪-এর নভেম্বর মাসে প্রকাশ পাওয়ার তিন মাসের মধ্যে ৬০,০০০ কপি বিক্রি হয়ে যায়।

পিতার সঙ্গে কন্যা দিল্লি স্টেশনে সকালবেলা রেকর্ডিং শেষ করে সবে বাইরে এসেছেন, অফিসরুম থেকে একটা অফিসার ছুটতে ছুটতে এসে হন্তদন্ত হয়ে বাবাকে বললেন, 'যাবেন না, যাবেন না, দাঁড়ান আমাদের বিশেষ কথা আছে। 'এইমাত্র আমি ত্রিমূর্তি হাউস থেকে

, আমার মনে পড়লো একটা স্বাধীনতার গান, 'সোনে কা হিন্দুস্তান মেরা, সোনে কা হিন্দুস্তান মেরা', এটা দিয়েই আমি আরম্ভ করেছিলাম। তারপর ওখান থেকে সংকেত পেলাম যে, 'বন্ধ করো'। বন্ধ করে আমি বেরিয়ে এলাম। তা সেটা আমার সঙ্গীত জীবনের একটা খুব বড়ো স্মৃতি'।

গ্রামোফোন কোম্পানির উদ্যোগেই শিল্পীর গান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শোনানো হয়েছিল'ভোরের যূথিকা'র রেকর্ড, মুগ্ধ হয়ে কবি বলেছিলেন, 'এই মেয়েটির গানে যেন চিরকাল এই রকমই পরিমিত আবেগ ব্যবহার করা হয়'।কবি কাজী নজরুল স্বয়ং তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন,তাঁকে দিয়ে নিজের দু'টো গান গ্রামোফোন কোম্পানিতে

রেকর্ড করিয়েছিলেন। কিন্তু বিপত্তি তৈরি হল কোম্পানির বোর্ডে পাশ হল না সেই রেকর্ড। এই ঘটনায় কবি কাজী নজরুল ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেও তখনকার মত মেনে নিয়েছিলেন বিষয়টা।

কমল দাশগুপ্ত আবার কোম্পানির বাতিল রেকর্ডের স্তূপ ঘেঁটে পেয়েছিলেন কাঙ্খিত কণ্ঠ, রেকর্ড করালেন সেই বাতিল শিল্পীকে দিয়েই,কিন্তু এবারও রেকর্ডটি নিতে ডিলাররা অস্বীকার করে ফেললেন একপ্রকার। ওদিকে শিল্পীর কণ্ঠ অনেকদিন আগেই জয় করেছে কাজী নজরুল ইসলামের হৃদয়,তাঁকে রুখবে সাধ্যি কার! নজরুল এবার ডিলারদের প্রতি বেশ কড়া হলেন, পরিস্কার বললেন ওই শিল্পীর রেকর্ডটা না নিলে ডিলারদের কোনও রেকর্ডই দেওয়া হবে না। সমস্যার সমাধান হতে আর বিলম্ব হওয়ার কথা নয়,হল না।

কমল দাশগুপ্ত যূথিকাকে বলেছিলেন সহজ কথায় সুরে মেলোডির ওপর রোমান্টিক বাংলা গান তারা চাইছেন। শিল্পীর মত কণ্ঠ তাদের পছন্দ,যে শিল্পীর সঙ্গীতের শিক্ষায় শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতের ছোঁয়া আছে, কিন্তু প্রকট নয়। তাদের উদ্দেশ্য গান জনপ্রিয় হতে হবে,হৃদয়স্পর্শ করতে হবে তামাম বাঙালির, শুধুমাত্র এলিট ক্লাসের জন্য রেকর্ড তৈরি হবে না। এই ঘটনা ১৯৩৪ সালের,শিল্পী গ্রামোফোন কোম্পানিতে এসেছিলেন গান রেকর্ড করতে।

ঘরে তখন সুরকার কমল দাশগুপ্ত ও গীতিকার প্রণব রায়। রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন কিশোরী শিল্পী। প্রণব রায়ের কথায় ও কমল দাশগুপ্তর সুরে রেকর্ড করা দুটি গান; 'আমি ভোরের যূথিকা' আর 'সাঁঝের তারকা আমি'। ১৯৩৪-এর নভেম্বর মাসে প্রকাশ পাওয়ার তিন

মাসের মধ্যে ৬০,০০০ কপি বিক্রি হয়ে গেলো সেই রেকর্ড।

বাংলা গানের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন বছর ১৪'র এক কিশোরী। তিনি কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী যূথিকা রায়।

বাবার ইচ্ছা মেয়ে বড় সঙ্গীত শিল্পী হোক,সেইজন্য চেষ্টার খামতি ছিল না। সাত বছরের মেয়ে বাবার সঙ্গে কলকাতায় এলেন। ওইটুকু মেয়েকে বিমল দাশগুপ্ত প্রথমে গান শেখাতে রাজি হন নি। তবে প্রতিভা তাঁর জন্মগত তখন কলকাতা বেতারের সদ্য জন্ম হয়েছে। সেখানে অডিশনে পাশ করে খালি গলায় যূথিকা গাইলেন রবীন্দ্রনাথের গান 'আর রেখো না আঁধারে'। বাংলা গান দিয়ে সঙ্গীত জীবন শুরু হলেও পরে ভারতের নানা ভাষায় গান গেয়েছেন। আধুনিক বাংলা গান থেকে অতুলপ্রসাদ-নজরুলগীতি, ভক্তিগীতি, কীর্তন, সিনেমার গান সবক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করতেন সাবলীল ভাবে স্বাচ্ছন্দে। মীরার ভজন যখন গাইতেন শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। রেকর্ড-লেবেলে তাঁর আসল নামের সঙ্গে 'রেণু' ডাকনামটিও লেখা থাকত, পরে শুধু যূথিকা রায়। তিনি বিকশিত,পরিনত হয়েছেন কমল দাশগুপ্তের সঙ্গীত-স্পর্শে পরে অবশ্যই নিজের প্রতিভার জোরে হয়ে গেলেন কিংবদন্তি। হাতে গোনা দু'চারটি রেকর্ড বাদ দিলে কিংবদন্তি যূথিকা রায় যত গান সারাজীবন রেকর্ডে গেয়েছেন, তার সঙ্গীত পরিচালক পাশাপাশি কমল দাশগুপ্ত। তাদের যুগলবন্দিতে আধুনিক বাংলা গানের বেশ কতগুলি উদাহরন দিলে বোঝা যাবে কেমন অসাধারন ছিল কমল-যূথিকার মেলবন্ধন। কথায় 'মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে' 'ওরে নীল যমুনার জল' বাঙালির হৃদয়ে স্থান পেয়েছে।

পাঠকদের কলমে অভিনেতা ছবি বিশ্বাস

বিশেষ প্রতিবেদক

উত্তমকুমারের ধুতির ডিজাইন করে দিয়েছিলেন অভিনেতা ছবি বিশ্বাস? মনে রাখবে? কেন মনে রাখবে? ওর বিশেষত্বটা কী?এ ; 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' চলচ্চিত্রে ছবি বিশ্বাসের বিখ্যাত সেই সংলাপ। অথচ আশ্চর্য, বাঙালি দর্শককে তাঁর নিজের সম্পর্কে ছবি বিশ্বাস একবারও এ প্রশ্ন করার সুযোগ দেননি। বাঙালি যতদিন সিনেমা দেখবে ততদিন অভিনয়ের এক বিশেষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে তারা মনে রাখবে ছবি বিশ্বাসকে। তাঁর রয়্যাল প্রেজেন্স এবং স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় দক্ষতা এই দুইয়ের মিশেলে বাংলা ছবির অনেকটা জায়গা জুড়ে আছেন এই মানুষটি। একটা সময় মনে করা হত বাংলা ছায়াছবি ছায়াদেবী ও ছবি বিশ্বাস ছাড়া জৌলুসহীন। চরিত্রাভিনেতা হয়েও যে দর্শকমনে নায়ক-নায়িকার সমান গৌরব অর্জন করা যায় তা প্রমাণ করেছিলেন এঁরা। তবে মুখ্য চরিত্র হিসেবেও ছবি বিশ্বাসের ছবির সংখ্যা নেহাত কম নয়। শখের বশেই প্রথম অভিনয় করতে আসা তাঁর। পারিবারিক সমর্থনও পেয়েছিলেন নিশ্চিত। আভিজাত্যপূর্ণ এবং বনেদিয়ানায় ভরপুর ছিল সে পরিবার। মোগল সম্রাট আকবর 'বিশ্বাস' উপাধি দিয়েছিলেন চব্বিশ পরগনার ছোটো জাগুলিয়ার 'দে' পরিবারকে। পরে শিক্ষা ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এই পরিবারের উত্তরপ্রজন্ম কলকাতার বিডন স্ট্রিটে চলে আসে। এই বংশেরই সন্তান শচীন্দ্রনাথ দে বিশ্বাস। বাবা ভূপতিনাথ ও মা কাত্যায়নী। মা শচীন্দ্রকে আদর করে ডাকতেন ছবি বলে, পরবর্তীতে অভিনয়ে আসার পর সেই দিন থেকেই শচীন্দ্রনাথ, 'ছবি' ও 'বিশ্বাস'-কেই তাঁর নাম ও পদবি হিসেবে ব্যবহার করেন। সেন্ট্রাল

কলেজিয়েট স্কুল, হিন্দু স্কুল পরবর্তীতে বন্ধুদের সঙ্গলাভের আশায় প্রেসিডেন্সির পড়া ছেড়ে বিদ্যাসাগর কলেজে পড়াশোনা করেছিলেন ছবি। মদনমিত্র লেনে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ির বৈঠকখানায় ছিল 'বারবেলা বৈঠক ক্লাব'। এখানেই তাঁর অভিনয়ে হাতেখড়ি। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে শিশিরকুমার ভাদুড়ির সঙ্গেই প্রতিযোগিতায় ছবি পেয়েছিলেন যুবক ছবি, নিয়মিত না শিখলেও ছবিবাবু নিজের অভিনয় জীবনের গুরু মানতেন শিশির ভাদুড়িকে। ছবি বিশ্বাস সে সময় শিকদার বাগান বান্ধব সমাজের 'নদীয়া বিনোদ'-এ নিমাই চরিত্রে কীর্তনাভিনয় করেছেন মোট ১৫৫ রাত। কাঁকুড়গাছি নাট্যসমাজ ও হাওড়া নাট্যসমাজও অভিনয় করেছেন বৰ্দ্ধিন। 'মীরকাশেম', 'পথের দাবী, 'পরিণীতা', 'ধাত্রীপান্না', 'চাঁদ সদাগর', 'কাশীনাথ', 'চন্দ্রনাথ'-এর মতো ৩২টি নাটকে নিজ অভিনয় দক্ষতায় বিখ্যাত করেছিলেন ছবি বিশ্বাস। এসব চলতে চলতেই ১৯৩৬ সালে হঠাৎ করেই সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ আসে। পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্তী নিরুপমা দেবীর 'অন্নপূর্ণা মন্দির'-এর জন্য নায়ক, সুদর্শন নায়ক খুঁজছিলেন, প্রযোজক প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি পথেই পেয়ে গেলেন ছবিকে।

প্রথম অভিনীত ছবির পর কাজ পেতে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল ছবি বিশ্বাসকে। তারপর একটা সময় সত্যিই যেন শুরু হল ছবিযুগ। 'হাত বাড়ালেই বন্ধু', 'আম্রপালি', 'রাজা সাজা', 'শুনো বরনারী', 'নীলাচলে মহাপ্রভু', 'সপ্তপদী'-সহ ২৬০-এর বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস। সত্যজিতের 'জলসাঘর', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'দেবী'ছবিতে।

শান্তিনিকেতনে হেরিটেজ ওয়ার্কিং শুরু হল

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৩ জুলাই ঃ আজ বুধবার শান্তিনিকেতনে হেরিটেজ ওয়ার্কিং শুরু হল। কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক গনেরা আজকে টুরিস্টের ভূমিকা পালন করেন। গাইড এর ভূমিকা পালন করেন প্রশিক্ষিত ভলেন্টিয়ার্সরা। বিশ্বভারতীর কর্ম সচিব অমিত হাজরা সাংবাদিক বৈঠকে করে জানান, বুধবার হেরিটেজ ওয়াকিং এর ট্রায়াল শুরু হলো। চারজন ছেলে এবং চারজন মেয়েকে গাইডের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। একজন ছেলে ও একজন মেয়ে মোট চারটি টিমে বিভাজিত হয়ে গাইডের কাজ করবেন। জানা গেছে হেরিটেজ ওয়ার্কিং এর জন্য ৩০০ টাকা টিকিট হবে। রবীন্দ্র ভবনের জন্য আড়াইশো টাকা টিকিট কাটতে হবে। সমস্ত টিকিট রবীন্দ্র ভবন থেকে কাটা যাবে। কলা ভবন, রবীন্দ্র ভবন এবং হেরিটেজ ওয়ার্কিং এই তিনটি ক্যাটেগরিতে টিকিট বুকিং করা যাবে। পড়ুয়াদের জন্য ব্যাচ ৫০ টাকা এবং ব্যক্তিগতভাবে ঘুরলে দেড়শ টাকা টিকিট কাটতে হবে। একটি ব্যাচে মোট ২৫ জন পর্যটক থাকতে পারবে। এছাড়াও সমস্ত কিছু ঘুরতে চাইলে কনশেসন রেটে একটি কম্ব টিকিট এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেক পর্যটক শনি রবিবার দুদিনই ঘুরতে চান। সেক্ষেত্রে তারা লাভবান হবেন। বিদেশি পর্যটকদের জন্য হাজার টাকা টিকিট ধার্য হয়েছে। বুধবার হেরিটেজ ওয়ার্কিং - এর ট্রায়ালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশিক্ষিত গাইডদের কোন ভুল থাকলে সংশোধন করে দেবেন। মোট তিনটি ভাষায় এই গাইড কথা বলবেন। সেগুলি হলো বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি। মার্চ মাস থেকে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়। জুলাইয়ে বৃষ্টি হওয়ার কারণে এই হেরিটেজ ওয়ার্কিং এর কাজ বিলম্বিত হয় বলে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সূত্রে বলা হয়েছে। নভেম্বর থেকে অনলাইন টিকিট বুকিং করা যাবে। কেউ গাড়ি ছাড়াও ঘুরতে পারে তার জন্য টিকিটের মূল্য আলাদা ধার্য আছে। এছাড়াও দেড় ঘন্টা ভ্রমণের পর এক্সিট পয়েন্টে বিশ্বভারতী পড়ুয়ারা তাদের নিজস্ব সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে দু তিনটে স্টল নিয়ে হাজির থাকবে। ভবিষ্যতের জন্য এমন পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিশ্বভারতী তার নেতিবাচক প্রভাব থেকে বেরিয়ে হেরিটেজ সাইটকে সকলের জন্য উন্মোচিত করে এক ইতিবাচক সময়ের সূচনা করতে চলেছে। হেরিটেজ ওয়ার্কিং এর পর স্মৃতি হিসেবে সকলের হাতে স্মরণিকা তুলে দেওয়া হবে, বলে বিশ্বভারতী সূত্রে খবর। বুধবার এই স্মরণিকা এবং টিকিটের উদ্বোধন করা হয়। এই ঘটনায় শান্তিনিকেতনবাসী ও প্রবীণ আশ্রমিকরা খুবই খুশি। বিশ্বভারতীর এই সদর্থক পদক্ষেপ কে সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত প্রবীন আশ্রমিকরা সাধুবাদ জানিয়েছেন। আসুন এক ঝলকে জেনে নেওয়া যাক, সেই স্মরণিকায় কী কী আছে...

শান্তিনিকেতন আশ্রম পরিক্রমা বিভাজিতা - হাটিমাঙ্গলাঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধ্যানের বেলি। আনুমানিক ১৮৬৮ সালের মার্চ মাসে শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রাঙ্গণে নির্মিত হয়। কিছুকাল পরেই সেখানে একটি পাকা মন্দির নির্মিত হয়। **শান্তিনিকেতনের- গৃহঃ** শান্তিনিকেতনের প্রাচীনতম বাড়ি। ১৮৬৩ সালে এই বাড়িটির নির্মাণকাজ শুরু হয়। প্রথমে এটি মহর্ষির গ্রীষ্মকালীন বাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৭ সালে এই বাড়িতেই 'যোগাযোগ' উপন্যাস রচনা করেন। পরে এটি অতিথি-গৃহ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৯১৯ সালে গেস্ট হাউস রূপে ব্যবহৃত হওয়ার পর এখানে থাকার জন্য আসতেন দেশের ও বিদেশের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি। এই ঘরে এক সময় শান্তিনিকেতনের পুরনো জাদুঘরও ছিল। এখানকার বেশির ভাগ আসবাবপত্র কলকাতার সবরকার এসেছে। **দিনলিপিকা ঃ** শান্তিনিকেতন চাতুর্মাস্য মধ্যভাগে দিগন্তবিস্তৃত চত্বরে ' উপাসনা' নামে ১৯০১ সালে একটি প্রার্থনাগৃহ নির্মিত হয়। এই প্রার্থনাগৃহে মেঝেতে বসে উপাসনা হয়। কোন মূর্তি বা প্রতীক নেই। এখানে রবিবারে ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়া হয় এবং পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করা হয়। **চীন ভবনঃ** ১৯৩৭ সালের চীন ভবনের প্রতিষ্ঠা হয়। চীন এবং ভারতীয় সংস্কৃতি-সভ্যতা চর্চা ও প্রসারের উদ্দেশ্যে এই ভবন নির্মাণ করা হয়। চীন ভবনে রয়েছে একটি সংগ্রহশালা, লাইব্রেরি, দালান ও হলঘর, যেখানে চিনা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করা হয়। ভবনটি stucco শিল্পরীতিতে নির্মিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বাক্ষর- Rabindranath Tagore **বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ হেরিটেজ সেবা কেন্দ্র প্রকাশিত। স্বত্বাধিকার ঃ হেরিটেজ সেবা কেন্দ্র @ শান্তিনিকেতন ২০২৩। উপাসনা-গৃহঃ** বিশ্বভারতীর এই উপাসনা-গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭ ডিসেম্বর ১৮৯৮ সালে। এই স্থানে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে শান্তিনিকেতনের সকল আবাসিক ও অতিথিদের নিয়ে প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হত। ১৯০১ সালে ২৩ ডিসেম্বর বিদ্যালয় স্থাপনের পর 'উপাসনা' শান্তিনিকেতনের একটি গুরত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে। বিশ্বভারতীর উপাসনা গৃহটি চারদিকে খোলা, কোন দেওয়াল নেই। এর মেঝেতে বসেই উপাসনা হয়। এখানে কোন প্রতিমা নেই, উপাসনা সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। রবিবার সকালে ও বিশেষ উৎসবে এখানে উপাসনার আয়োজন করা হয়। **নতুন বাড়িঃ** রবীন্দ্রনাথ সংসারের নবনির্মাণের জন্য ১৯০২ সালে এই বাড়ি নির্মাণ করেন। নির্মাণকালে তার মাতামহীর স্মৃতিমগ্নতা এবং স্বজন হারা রবীন্দ্রনাথের নিঃসঙ্গতা, বিশেষভাবে কাজ করেছিল। এই বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বিভিন্ন সভা, বৈঠক ও আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনার নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'নতুন বাড়ি' ব্যবহৃত হয়েছে। **তালদহঃ** একটি তালগাছকে ঘিরে এই ঘর তৈরি, hence তালদহ। এটি বর্তমানে শান্তিনিকেতন বিদ্যাভবনের অধ্যাপক শিক্ষকদের বাসগৃহ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি একতলা একটি ভবন, যার অভ্যন্তরে একসময় অধ্যাপক সেলিম মুরাদ বাস করতেন। **দেবেন্দ্রভবন ঃ** ১৯০৪ সালে 'দেবেন্দ্র ভবন' নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ এই বাড়িটিতে বসবাস করেন। বাড়ির নির্মাণের সময় কবির মতামত মেনে কাজ হয়েছে। এই বাড়িতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এসেছেন এবং বসবাস করেছেন। এই বাড়িতেই শান্তিনিকেতন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। **সত্যমঙ্গল ঃ** রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্যতম পর্যায়ে এই বাড়িটি নির্মিত হয়। সত্যমঙ্গল বাড়িটি তার স্ত্রীর স্মৃতিবিজড়িত। তার স্ত্রী মৃণালিনী দেবী ১৯০২ সালের ২৩ নভেম্বর এই বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯০৪ সালে এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাধনা' 'শিক্ষা' 'আত্মশক্তি' প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেন। বর্তমানে এটি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। **ঘণ্টাতলা ঃ** ১৯০৫ সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শাশুড়ি বেলি দেবীর উদ্যোগে এই বাড়িটি নির্মিত হয়। ঘণ্টাতলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো - মূল প্রবেশপথের সামনে একটি ঘণ্টা ঝোলানো থাকে। বাড়িটি শিক্ষকদের আবাসিক ভবন হিসেবে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানসূচী ও স্মারক নির্দিষ্টকরণে ব্যবহৃত হয়। **পূর্ব-ভবন ও পশ্চিম-ভবন ঃ** বিদ্যালয়-এলাকার প্রথম ভবনগুলোর মধ্যে দুটি ভবন পূর্ব-ভবন ও পশ্চিম-ভবন হিসেবে পরিচিত। বাড়ি দুটি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শাশুড়ি বেলি দেবীর অনুদানে নির্মিত। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবাসন ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। **সিংহসদনঃ** রায়বাহাদুর জীবনচন্দ্র সান্যালের অনুদানে এই ভবন নির্মিত হয়। ১৯৪২ সালে এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৯৪৫ সালে নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়। এই ভবনটি নির্মিত হয় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস হিসেবে। ভবনটি আজও বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবাসিক ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তিন তলা বিশিষ্ট ভবনটির সম্মুখে সিংহের মূর্তি থাকায় এর নামকরণ হয়েছে সিংহসদন। **পাঠভবনঃ** শান্তিনিকেতনের প্রাচীনতম বাড়িগুলোর অন্যতম পাঠভবন বিদ্যালয় ভবন। প্রথমে এটি শিক্ষকদের আবাসন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ১৯১৯ সালে পাঠভবন নামকরণ হয়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম শিক্ষার্থী অন্নপূর্ণা তুরু ১৯০১ সালে ভর্তি হন। বিদ্যালয়ের স্থাপনার সময় পাঠভবন ছিল কেন্দ্রস্থলে। ১৯০৪ সালে কবিগুরু লিখেছেন - শিক্ষার প্রথম ক্রমে যেটি সবচেয়ে বড়ো সম্পদ তা হলো গৃহ। গৃহশিক্ষা আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শ। এই সময় পাঠভবন সেই আদর্শকে বাস্তব রূপ দিয়েছিল।

ঢালাই কারখানার লেবার রুমে অগ্নিকাণ্ড, ঘটনাস্থলে ২টি ইঞ্জিন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ জুলাই ঃ ঢালাই কারখানার লেবার রুমে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্ক লিলুয়ার চামরাইলে, ২টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে। হতাহতের খবর নেই। হাওড়ার লিলুয়ায় চামরাইলের একটি ঢালাই কারখানার লেবার রুমে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার দুপুরে ওই কারখানায় যখন কর্মীরা কাজ করছিলেন তখনই শ্রমিকদের লেবার রুমে হঠাই আগুন লেগে যায়। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে কর্মীদের ওই আবাসস্থল। এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের ২টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়. বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন পুরোপুরি নিযন্ত্রণে আনা হয়। তবে, কি কারণে আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। দমকলের স্টেশন অফিসার, হাওড়া জে কাঞ্জিলাল বলেন, শ্রমিকদের লেবার রুমে এদিন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রাণিক লজিস্টিকস লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিসঃ পি.এস. সৃজন টেক পার্ক, প্লট নং ৫২, ব্লক ডিএন, ১৪ তলা, সেক্টর ভি, সল্ট লেক, পরগনা উত্তর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৯১
ফোনঃ ৯১ ৭৬৬৭৮৫২৪১৮, ই-মেইল আইডিঃ investor.supportpranik@group.com, ওয়েবসাইটঃ www.pranikgroup.com
CIN: L60231WB2015PLC205412

বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত তথ্য

সদস্যদের অবহিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানির **১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা** (এজিএম) বুধবার, **২০ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.৩০** (আইএসটি) তে ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য শ্রাব্য ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওভিএম) মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা বার্ষিক সাধারণ সভা নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে, যা সদস্যদের আলাদাভাবে ইমেল করা হবে। সভার স্থানটি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস হিসেবে গণ্য হবে, অর্থাৎ, পি.এস. সৃজন টেক পার্ক, প্লট নং ৫২, ব্লক ডিএন, ১৪ তলা, সেক্টর ভি, সল্টলেক, উত্তর পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৯১।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার প্রযোজ্য বিধানাবলী মেনে, যা সাধারণ সার্কুলার নং ১৪ /২০২০, ১৭/ ২০২০, ২০/ ২০২০, ০২/ ২০২১, ২১/ ২০২১, ০২/ ২০২২, ১০/ ২০২২, ০৯/ ২০২৩, ৯/ ২০২৪ তারিখের ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারী ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর ২০২১, ৫ মে ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সিকিউরিটিজ কর্তৃক জারি করা হয়েছে। এবং এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ সার্কুলার নং সহ পঠিত। SEBI/ HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/ 2020/ 79, SEBI/ HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/ 2021/ 11, SEBI/ HO/ CFD/ CMD1/ CR/ P/ 2022/ 62, SEBI/ HO/ CFD/ PoD-2/ P/ CIR/ 2023/4, SEBI/ HO/ CFD/ CFD-PoD-2/ P/ CIR/ 2023/ 167, SEBI/ HO/ CFD/CFD-PoD-2/ P/ CIR/ 2024/ 133 তারিখ ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারী, ২০২৩, ৭ই সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা যথাক্রমে অক্টোবর, ২০২৩ এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে, কোম্পানিটি বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য সদস্যদের একটি সাধারণ স্থানে উপস্থিত না হয়ে VC/ OAVM-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করছে। সদস্যরা তাদের লগইন শংসাপত্র ব্যবহার করে VC/ OAVM-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন অথবা www.evoting.nsdl.com-এ লাইভ ওয়েব কাস্ট দেখতে পারবেন এবং আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে VC সুবিধার মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি গণনা করা হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি মেনে, ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী / রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') সাথে নিবন্ধিত। সদস্যরা মনে রাখবেন যে ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pranikgroup.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে, যেখানে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত, অর্থাৎ NSE-তে https://www.nseindia.com পাওয়া যাবে।

সদস্যরা শুধুমাত্র VC/ OAVM এর মাধ্যমে AGM-এ যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। VC/ OAVM এর মাধ্যমে AGM-এ যোগদানের নির্দেশাবলী AGM-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতিঃ
কোম্পানি তার সকল শেয়ারহোল্ডারদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসায়ে ভোটদানের জন্য দূরবর্তী ই- ভোটদানের সুবিধা প্রদান করবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটদানের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধাও প্রদান করা হবে। বার্ষিক সাধারণ সভার সময় দূরবর্তী ই-ভোটদান এবং ই-ভোটদানের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য লগইন শংসাপত্রগুলি ইমেলের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে উপলব্ধ করা হবে।

কোম্পানিটি ই-ভোটিং এবং ভিসি-এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালনার জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের পরিষেবা গ্রহণ করেছে। ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং / ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভা নোটিশে দেওয়া আছে।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সমস্ত নথি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি কোম্পানির সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য ইলেকট্রনিকভাবে উপলব্ধ করা হবে, বার্ষিক সাধারণ সভা তারিখ পর্যন্ত কোনও ফি প্রদান ছাড়াই। এই ধরনের নথি পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক সদস্যরা তাদের নাম, ফোলিও নম্বর / ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি এবং তাদের প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি উল্লেখ করে investor.support@pranikgroup.com ঠিকানায় ইমেল পাঠাতে পারেন।

ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন / হালনাগাদ করার পদ্ধতিঃ
ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যরা, যারা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন / হালনাগাদ করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি সেই ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধন/ হালনাগাদ করুন যাদের সাথে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট বজায় রাখেন।

কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বরঃ ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ এ কল করে pritam@nsdl.com/ evoting@nsdl.com ঠিকানায় সহকারী ব্যবস্থাপক শ্রী প্রীতম দত্তের কাছে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বোর্ড বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের অনুমোদনের জন্য কোনও লভ্যাংশ সুপারিশ করেনি। তবে, সদস্যদের যেকোনো ক্ষেত্রে তাদের ব্যাংক বিবরণ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে লভ্যাংশ প্রদানের সময় ঘোষণার সময় তথ্য ব্যবহার করা যায়।

প্রাণিক লজিস্টিকস লিমিটেডের জন্য
স্বা /-
কোম্পানি সচিব এবং
কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৪ জুলাই, ২০২৫

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড

CIN: L51100WB1979PLCO32376
নিবন্ধিত অফিসঃ ১৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫
ই-মেইলঃ omnikol1997@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ২৯(২) প্রবিধান অনুসারে, আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য, সর্বোপরি, ওমনি হোল্ডিং লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা আজ, ৩১ জুলাই ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। আরও জানানো যাচ্ছে যে, ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল চূড়ান্তকরণ এবং ঘোষণার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেনের জন্য ট্রেডিং উইন্ডোটি কোম্পানির সকল পরিচালক, কর্মকর্তা এবং মনোনীত কর্মচারীদের জন্য খোলা হয়েছে, যা আগে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সভা শেষ হওয়ার এবং স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ত্রৈমাসিক ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘন্টা পরে পুনরায় খোলা হবে।

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেডের জন্য
নিকিতা চোখানি
কোম্পানী সেক্রেটারি

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ২৩.০৭.২০২৫

প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের যৌথ বৈঠক

মালিগাঁও, ২৩ জুলাই ঃ পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের দিকে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) আসাম স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড (পিসিবিএ) -এর কর্মকর্তা এবং মেসার্স কুসুম উদ্যোগ, রঙ্গিয়া, একটি পিসিবিএ অনুমোদিত রিসাইক্লিং সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে একটি সহযোগিতামূলক বৈঠক করেছে। শ্রী এম. কালিমুথি, সিএমই /ইএনএইচ/ এমএনএফআর -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনকে ভারতের প্রথম প্লাস্টিক-মুক্ত রেলওয়ে স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগের উপর আলোকপাত করা হয়। বৈঠকে ট্রেন এবং স্টেশন প্রাঙ্গণ থেকে সংগৃহীত প্লাস্টিক বর্জ্যের দক্ষ পৃথকীকরণ, টুকরা করা, ধোয়া এবং পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করার মূল কৌশলগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। মেসার্স কুসুম উদ্যোগ স্টেশনের আবর্জনা সংরক্ষণ এলাকা থেকে প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিচালনা, পরিষ্কার এবং একটি অনুমোদিত রিসাইক্লিং ইউনিটে পরিবহনের জন্য একটি বিস্তৃত প্রস্তাব জমা দেবে। এজেন্ডায় বর্তমান বর্জ্য নিষ্কাশন পদ্ধতি পর্যালোচনা করা, উচ্চ-প্রভাবশালী এলাকাগুলি চিহ্নিত করা এবং একক- ব্যবহারের প্লাস্টিক কমাতে এবং দীর্ঘ মেয়াদি ব্যবস্থাগুলিকে উন্নত করার জন্য একটি যৌথ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের স্কাউটস এবং গাইড্সের দ্বারা প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন, নুক্কড় নাটক (পথ নাটক) এবং ড্রামা পরিবেশনার মতো জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে। এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ইটিপি) এবং সুওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (এসটিপি) পরিদর্শন এবং সঠিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছে এবং সম্পূর্ণভাবে সম্মতি দিয়েছে এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে। পরিবেশ বান্ধব বিকল্প এবং বর্জ্য পরিশোধন সমাধান গ্রহণের সুবিধার্থে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং নীতি নির্দেশনারও আশ্বাস দিয়েছে। গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোনের অধীনে বৃহত্তম এবং সবচেয়ে কৌশলগত স্টেশন, উত্তর পূর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে, রাজধানী এক্সপ্রেস এবং বন্দে ভারত এক্সপ্রেস সহ প্রতিদিন ১০০ টিরও বেশি ট্রেন হেন্ডলিং করে । অধিক যাত্রী পরিবহন, আধুনিক পরিকাঠামো এবং পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রমের বিষয় প্রতিশ্রুতির জন্য পরিচিত, স্টেশনটি আসাম পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড এবং স্থানীয় শিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্বে কাজ করছে যাতে ১০০ প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং পুনর্ব্যবহৃত স্টেশন হয়ে ওঠে। এই বৈঠকটি একটি পরিষ্কার এবং সবুজ রেলওয়ে ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এটি সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতামূলক এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্লাস্টিক দূষণ হ্রাস করার জন্য সরকারের বৃহত্তর প্রতিশ্রুতিকেও জোরদার করে।

মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছে 'পিসিসি' এখন 'লোকাল পাসপোর্ট'

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৩ জুলাই ঃ বাংলা থেকে ভিন রাজ্যে কাজে যাওয়ার জন্য এবার পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বা পিসিসি নেওয়ার ঢল নামল মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে। বিগত কয়েক মাস ধরেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে 'বাংলাদেশি' সন্দেহে পুলিশের কাছে হেনস্থা হতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের। কখনও তাদের ভাগ্যে জুটছে মারধর আবার কখনও 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে তাদের জোর করে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করানো হচ্ছে। এবার পুলিশি হেনস্থার হাত থেকে বাঁচতে জেলা পিসিসি পোর্টালে আবেদন জানিয়ে উপযুক্ত 'পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট' নিয়ে ভিন রাজ্যে কাজে যেতে চাইছেন মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকরা। প্রসঙ্গত, এতদিন পর্যন্ত দেশের বাইরে কাজ করতে যেতে, সেনাবাহিনীতে যোগদান করা কিংবা অন্য রাজ্যে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য সাধারণত এই 'পুলিশ ক্লিযারেন্স সার্টিফিকেটের' প্রয়োজন পড়ত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের মধ্যে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওযার জন্য মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকরা ভরসা রাখছেন এই 'পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের' ওপর । কিন্তু বৈধ আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড এমনকি বাড়ি ঘরের দলিল থাকা সত্ত্বেও নিজের দেশের মধ্যেই নিজেদের ভারতীয় হওয়া নিয়ে সন্দেহ প্রকাশে যথেষ্টই হতাশ এর রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা। মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী ব্লকের পরিযায়ী শ্রমিক চন্দন সাঁতরা জানান, 'বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও নিজের দেশের মধ্যে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলি বলে ভিন রাজ্যে গিয়ে কাজ করতেও আমরা এখন ভয় পাচ্ছি। আবার এই রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ। তাই বাধ্য হয়ে অন্য রাজ্যে পাড়ি দিতে হচ্ছে আমাদের।' তিনি আরও বলেন,' বাইরের রাজ্যে গিয়ে যাতে কোনওরকম হেনস্থার শিকার না হতে হয় তাই জেলা পুলিশের কাছ থেকে 'পুলিশ ক্লিযারেন্স সার্টিফিকেট' নেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা।' পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে ওড়িশায় কর্মরত মুর্শিদাবাদের নওদার বাসিন্দা বল্লাল খান বলেন, 'ওড়িশার স্থানীয় থানায় আমার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড সমস্ত জমা দিয়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকি। মনে হয় যে কোনও মুহূর্তেই আমার ওপর 'বাংলাদেশি' তকমা পড়ে যাবে। তাই মুর্শিদাবাদের স্থানীয় থানা থেকে 'পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট' জোগাড় করার জন্য পিসিসি পোর্টালে আবেদন করেছি।' এক কথায় বলতে গেলে এই 'পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট' বা পিসিসি বর্তমানে দরিদ্র মানুষের 'লোকাল পাসপোর্টে' পরিণত হয়েছে। দেশের মধ্যে কাজ করতে গেলেও নিজের বৈধ ভারতীয় নথির পাশাপাশি এই 'পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের' ওপর ভরসা রাখছেন অধিকাংশ পরিযায়ী শ্রমিক। জেলা পুলিশ সূত্রের খবর, প্রতিদিন গড়ে ১০০ থেকে ২০০টি আবেদন জমা পড়ছে পিসিসি পোর্টালে।

আইনী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে শ্রীমতী স্বপ্না বাগ, স্বামী- শ্রী দুধ কুমার বাগ, সাং- ধাড়সা, পোঃ- মাকড়দহ, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১৪০৯, এনার পক্ষে ডোমজুড় এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২০২৩ সালের ০৫০৪০৬৫৩০ নং আমমোক্তারনামা দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী দুধ কুমার বাগ উক্ত আমমোক্তার হিসাবে এবং স্বয়ং ডোমজুড় এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২০২৪ সালের ০৫০৪০২৮৭০ নং বিক্রয় কোবালা দ্বারা আমার মক্কেল শ্রী সানী কোলে পিতা- শ্রী সনৎ কোলে, সাং- বাঁকড়া, পূর্ব ঘোষপাড়া, পোঃ- বাঁকড়া, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১৪০৩, এনাকে হাওড়া জেলার, ডোমজুড় থানার অর্ন্তগত, ধাড়সা মৌজায় এল. আর ৫৪৭ ও ৫৪৮ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস ৪৭১ নং দাগের হাল এল.আর ৪৮০ নং দাগে মাপসুরত ০২ কাঠা ০১ ছটাক ২২ বঃ ফুট বা কনবেশী ৩.৪৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন যা ডোমজুড় বি.এল. এন্ড এল.আর.ও অফিসে মিউটেশনের অধীন, এবিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন এর মধ্যে ডোমজুড় বি.এল. এন্ড এল.আরও অফিসে যোগাযোগ করিবেন। নতুবা একতরফা শুনানী হইবে।

(জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়)
এডভোকেট
হাওড়া জজ কোর্ট
Enroll. No.-WB/863/2005

১৮ তম ভারত সংস্কৃতি উৎসবের প্রস্তুতি বৈঠক বর্ধমানে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৩ জুলাই ঃ ১৮ তম ভারত সংস্কৃতি উসবের প্রস্তুতি নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করা হলো বুধবার। বর্ধমান পৌরসভার পান্থশালায় আয়োজিত ওই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভারত সংস্কৃতি উৎসব কমিটির সম্পাদক প্রসেনজিত পোদ্দার, কার্যকরী সভাপতি অরূপ দাস, কনভেনার দেবেশ ঠাকুর, কো-অর্ডিনেটর শ্যামল দাস প্রমুখ। এদিন ভারত সংস্কৃতি উৎসবের মূল উদ্যোক্তা তথা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্য তবলা বাদক প্রসেনজিত পোদ্দার বলেন, এক বর্ণময় সংস্কৃতির স্বর্ণময় উৎসব হলো ভারত সংস্কৃতি উৎসব। এবারের এই উৎসব মূলত চারটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ১৮ থেকে ২২ ডিসেম্বর প্রথম পর্ব চলবে বর্ধমানে, ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর দ্বিতীয় পর্ব ফেসবুক ও ইউটিউব প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে, ২৫ ডিসেম্বর তৃতীয় পর্ব আয়োজিত হবে হুগলির রিষড়ায় এবং ২৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠানের চতুর্থ পর্ব আয়োজিত হবে কলকাতায়। বর্ধমানে এবার ১৮ তম বর্ষে আমরা পদার্পণ করেছি। এই উৎসবের আয়োজক হল হিন্দুস্তান আর্ট এন্ড মিউজিক সোসাইটি ও অন্তরা সঙ্গীত বিদ্যালয়। এদিন প্রসেনজিতবাবু আরও বলেন, ২০০৯ সালে প্রথম যখন পথচলা শুরু হয় তখন এই উৎসবে অংশগ্রহনকারী মোট প্রতিযোগী ছিলেন ১০৫ জন। আর ২০২৪ সালে এই প্রতিযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬৫৭৮ জন। এবারের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ১০ হাজার প্রতিযোগীর অংশগ্রহণ। বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা এই উৎসব কমিটির সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার বলেন, লেখাপড়া- খেলাধূলা যেমন মানুষের জীবনের একটা অঙ্গ হয়, ঠিক তেমনই সাংস্কৃতিক দিকটিও যেকোনো মানুষের জীবনের একটা বড় দিক। যার চর্চার মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবনে একটা নতুন দিগন্ত খুলে যায়। ভারত সংস্কৃতি উৎসব ঠিক তেমনই একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে বর্ধমানবাসীর জীবনে। আর পাঁচটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের থেকে ভারত সংস্কৃতি উৎসব স্বতন্ত্র। বর্ধমানের সাংস্কৃতিক মন্ডলে একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে ভারত সংস্কৃতি উৎসব। বেশ কয়েকজনের অদম্য চেষ্টার ফসল বলা যায় এটি। যা আজ রাজ্য ও দেশ ছাড়িয়ে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছে। সাংস্কৃতিক উৎসব বর্ধমানে বেশ কয়েকটি হয়। তার মধ্যে ভারত সংস্কৃতি উৎসব একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। এই উৎসব থেকে ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু পাওয়ার আশায় থাকবে বর্ধমানবাসী বলে জানিয়েছেন পৌরপতি। কমিটির কার্যকরী সভাপতি অরূপ দাস প্রস্তাব রাখেন যে এবার ভারত সংস্কৃতি উৎসবের মূল মঞ্চের নামকরণ যেন সদ্য ভারত সংস্কৃতি উৎসবের প্রাণপুরুষ প্রয়াত রাধাকৃষ্ণ পোদ্দারের নামে করা হয়। দেবেশ ঠাকুর তার বক্তব্যে এই ভারত সংস্কৃতি উৎসবের তাৎপর্য খুব সংক্ষেপে তুলে ধরেন। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন শ্যামল দাস। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চে ২০২৪ এর সেরা প্রতিযোগী যারা দেশ ও বিদেশের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সফল হয়েছেন তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়। উল্লেখ্য, এবারে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা বাজেট ধরা হয়েছে চার পর্বের উৎসবটি সম্পন্য করার জন্য। এবারের উৎসবে ভারতের ২৪ টি রাজ্য থেকে শিল্পী ও প্রতিযোগীরা ছা।ও আমেরিকা, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, আবুধাবি, দুবাই, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডের শিল্পীরা অংশগ্রহন করবেন। বর্ধমানে এই উৎসবের উদ্বোধনী পর্বে এক বিশেষ অনুষ্ঠান বাংলা গানের একাল ও সেকাল পরিবেশন করবেন খ্যাতনামা শিল্পীরা। এছাড়া আগামী ২৭,২৮ ও ২৯ নভেম্বর কলকাতার নজরুল মঞ্চে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, নৃত্য ও যন্ত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer, Water Supply, (South), KMC invites e-tender online percentage two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/EE/S/100/25-26/04/1st Call
Name of the work: **Maintenance of water supply network by cut and flush methode, repairing of stand post and ancillary work at Raja S. C. Mallick Road, B. Ghata Bye Lane, Ganguli Bagan and other locations in Ward No.-100, BR-X.** Estimated amount: **₹ 1,97,281.70.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/EE/S/100/25-26/05/1st Call
Name of the work: **Maintenance of water supply network by cut and flush method, changing SV, NRV of existing tubewell and ancillary work at Ramgarh, B. Ghata Road, N. S. C. Bose Road and other location in Ward No.-100, BR-X.** Estimated amount: **₹ 2,97,220.78.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/WS/EE/S/M/25-26/21A/1st Call
Name of the work: **Replacement of existing 150 mm dia. MS worn-out water pipe line at 8B Bus Stand Footpath under BR-X.** Estimated amount: **₹ 1,28,968.04.** Earnest money: **₹ 2,700.00.** Period of completion: **7 days.**

(4) NIT No. : KMC/WS/EE/S/M/25-26/10/1st Call
Name of the work: **PSC jacketing work over 600 mm dia. existing water pipe line leak at Netaji Bustee on Selimpur Road, and 13, 15 N. S. C. Bose Road and other location in BR-X.** Estimated amount: **₹ 2,25,334.47.** Earnest money: **₹ 4,700.00.** Period of completion: **15 days.** Date of publication/submission start: **30.07.2025 - 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 4).** Last date of submission: **12.08.2025 - 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 4).** Tender opening date: **14.08.2025 - 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4).**

(5) NIT No. : KMC/WS/EE/S/092/2025-26/02/1st Call
Name of the work: **Replacement of old and worn out 150 mm dia. C.I. main by D.I. main from P-76, Babubagan Lane to 64, Babubagan Lane in Ward No.-92.** Estimated cost: **₹ 2,37,684.85.** Earnest money: **₹ 4,800.00.** Period of completion: **15 days.**

(6) NIT No. : KMC/WS/EE/S/089/2025-26/02/1st Call
Name of the work: **Maintenance of water supply distribution network by repairing service pipes and stand posts along with other ancillary works at K. P. Roy Lane, Izzatullha Lane and other different areas in Ward No.-89, BR-X.** Estimated cost: **₹ 2,96,509.57.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(7) NIT No. : KMC/WS/EE/S/092/2025-26/06/1st Call
Name of the work: **Replacement of old, worn out and damaged 100 mm dia. C.I. service main at 131/1, 131/D, 132/1A, 140A/4, S. G. G. Road in Ward No.-92.** Estimated cost: **₹ 2,97,818.90.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(8) NIT No. : KMC/WS/EE/S/092/2025-26/05/1st Call
Name of the work: **Development of F/Water supply by extension of 150 mm dia. M.S. main outlet from Rath Bari to A. T. Chatterjee Anandadham T/Well (For Babu Bagan SUGR) Phase-II in Ward No.-92.** Estimated cost: **₹ 2,99,517.70.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(9) NIT No. : KMC/WS/EE/S/093/2025-26/01/1st Call
Name of the work: **Repair & maintenance of water supply network system and its ancillary works at Lake Gardens, P. A. Shah Road and other places in Ward No.-93, BR-X.** Estimated cost: **₹ 2,55,217.90.** Earnest money: **₹ 5,200.00.** Period of completion: **45 days.** Last date of submission of bid: **04.08.2025 - 2:30 P.M. (For Sl. No. 5 to 9).** Tender will be opened on: **06.08.2025 - 2:30 P.M. (For Sl. No. 5 to 9).** The bid forms and other details are available on and from **25.07.2025 - 5:30 P.M. (For Sl. No. 5 to 9).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 5 to 9).**

The Executive Engineer, Water Supply, (West), KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/West/W90/T-04/2025-26
Name of the work: **Installation of PVC water reservoirs and fitting-fixing G.I., C.P.V.C. pipes with others ancillary works at Uttaran No. 32, Panchanantala Road and its adjoining area in Ward No.-90.** Estimated amount: **₹ 1,91,592.00.** Earnest money: **₹ 3,900.00.** Period of completion: **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/West/W90/T-05/2025-26
Name of the work: **Development of water supply by laying of 100 mm dia. D.I. pipe at the Bustee Premises of 20, 21, Panchanantala Road and its adjoining area in Ward No.-90.** Estimated amount: **₹ 2,50,211.00.** Earnest money: **₹ 5,050.00.** Period of completion: **15 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **08.08.2025 at 1 P.M./11.08.2025 at 1 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : KMC/WS/West/W90/T-03/2025-26
Name of the work: **Installation of PVC over head water reservoirs with PVC pipes at 20, 21, Panchanantala Road in Ward No.-90.** Estimated amount: **₹ 4,99,067.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **06.08.2025 at 1 P.M./08.08.2025 at 1 P.M.**

(4) NIT No. : KMC/WS/PG_67/T-08/25-26
Name of the work: **Restoration of filter water supply in 100 mm dia. service main against contamination from 84A to 88 Swinhoe Lane, in Ward No.-67.** Estimated amount: **₹ 2,76,165.00.** Earnest money: **₹ 5,600.00.** Period of completion: **08 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **14.08.2025 at 1 P.M./18.08.2025 at 1 P.M.**

(5) NIT No. : KMC/WS/West/W85/T-05/2025-26
Name of the work: **Restoration of water supply by repairing leakages, removing chokages, re-laying washing ferrule or stop cock with others ancillary works along M. L. Nehru Road, Panditia Road and others different area in Ward No.-85.** Estimated amount: **₹ 2,68,182.00.** Earnest money: **₹ 5,370.00.** Period of completion: **25 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **06.08.2025 at 12:30 P.M./08.08.2025 at 1 P.M.** The bid forms and other details are available from the websites: **https://etender.wb.nic.in** & **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer, Water Supply, (IGWTP), KMC invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):

(1) NIeT No. : KMC/IGWTP/070/25-26, DT - 21/07/2025
Name of the work: **Maintenance of the areas by cleaning of jungles etc. from North East Corner of FST to Security Watch Tower No.-18 in between the premises along the 33/6 KV Sub Station and FST at IGWTP.** Estimated amount (including GST 18% & LWC 1%): **₹ 2,70,461.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Time of completion: **100 days.**

(2) NIeT No. : KMC/IGWTP/071/25-26, DT - 21/07/2025
Name of the work: **Maintenance of the area within natural sedimentation tank along the 33KV Transformer Yard at IGWTP.** Estimated amount (including GST 18% & LWC 1%): **₹ 4,86,717.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Time of completion: **120 days.**

(3) NIeT No. : KMC/IGWTP/072/25-26, DT - 21/07/2025
Name of the work: **Maintenance of the surface drain from Gate No.-3 to Outfall at River by cleaning & removal of accumulated silt along the northern stretch of FST at IGWTP.** Estimated amount (including GST 18% & LWC 1%): **₹ 4,80,367.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Time of completion: **180 days.**

(4) NIeT No. : KMC/IGWTP/073/25-26, DT - 21/07/2025
Name of the work: **Maintenance the premises of the HT pump-motor units, switchgear panel valve chamber and basement compartment within the Pressure Station No. 1, IGWTP.** Estimated amount (including GST 18% & LWC 1%): **₹ 4,11,537.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Time of completion: **180 days.**

(5) NIeT No. : KMC/IGWTP/074/25-26, DT - 21/07/2025
Name of the work: **Repairing of the lavatory complex at 1st Floor of the Annex Building of Module-1, 2 & 5, IGWTP.** Estimated amount (including GST 18% & LWC 1%): **₹ 1,70,218.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Time of completion: **20 days.** Cost of tender & tender documents: **NIL (For Sl. No. 1 to 5).** Last date and time of online submission of tender: **08.08.2025 up to 1 P.M. (For Sl. No. 1 to 5).** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer, Water Supply, (S.S. Unit), KMC invites e-tender online system for the following work:

NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-131/02/25-26/M-1/64
Name of the work: **Rejuvenation works for damaged portions of R/Main & S/Main pipe lines with some related works near (1) Crossing of U. B. Road & Mistiri Para, (2) Shanti Sangha Club, (3) 502, Parnasreepally etc. in Ward No.-131 (BR-XIV).** Estimated amount: **₹ 1,89,686.27.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date of submission of bid: **05.08.2025 - 1 P.M.** Tender will be opened on: **07.08.2025 - 2 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **25.07.2025 - 10 A.M.** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

(722/25-26)

চলুন বেড়াতে যাই

পাহাড়-জঙ্গল-জলাধারের মাঝে রাতের আকাশে হারিয়ে যান, পাড়ি জমান পুরুলিয়ার এই অফবিট জায়গায়

চারিদিকেপাহাড়া জলাধার। তার সঙ্গে চারপাশ জুড়ে ঘন জঙ্গল। নাম না জানা কত পাখি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে নানা ঔষধি গাছপালা। একেবারে যেন আঁকা ছবি। সবটাই সূর্যের আলোয়। দিনের বেলায়। কিন্তু এই প্রকৃতির কোলে কেমন রাতের চেহারাটা? দেখতে ইচ্ছে করছে। রাতের আকাশটা কেমন? জঙ্গলমহল পুরুলিয়ার অফবিট ট্যুরিজমে বাঘমুন্ডির মাঠা বনাঞ্চলের পারডিতে শুরু হচ্ছে নাইট স্কাই ওয়াচিং। পুরুলিয়ায় অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমে বেড়াতে আসা পর্যটকদেরকে এই গা ছমছমে জঙ্গলেই টেলিস্কোপে রাতের আকাশ দেখাবে বনদপ্তর।

পুলিশ-বনদপ্তরের সমন্বয়ে গত শীতের মরশুম থেকেই এই প্রকল্প চালু করেছে পুরুলিয়া বনবিভাগ। একদা মাও মুলুক, চোখ জুড়িয়ে যাওয়া ল্যান্ডস্কেপকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে এই ইকো ট্যুরিজমে ৫০ লাখ টাকার প্রকল্প রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল অরণ্য ভবনে।

তাই অযোধ্যা পাহাড় সাইট সিয়িং-এ এই পারডি একেবারে অফ বিট। মাঠা বনাঞ্চলের আশপাশ দিয়ে একাধিক রাস্তা ভালো থাকলেও একেবারেই জঙ্গলের ভেতরে হওয়ায় সচরাচর পর্যটকরা যেতে চান না। তবে যাঁরা অ্যাডভেঞ্চারে এই জেলায় পা রাখেন তাদের কিন্তু প্রথম পছন্দের তালিকায় এই পারডি লেক। অযোধ্যা পাহাড়ের সাইট সিয়িং -এ এই নামেই পরিচিত।

এই পারডি বিট অফিস ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েছিল

মাওবাদীরা। তারপর থেকে ভগ্নদশা হয়েই পড়ে রয়েছে বনদপ্তরের ওই কার্যালয়। তবে রাজ্যে পালাবদলের পর পুরুলিয়া জেলা পুলিশের ধারাবাহিক অভিযান। সেই সঙ্গে পুলিশের জনসংযোগ ও সাধারণ প্রশাসনের সামগ্রিক উন্নয়নে এই এলাকার চেহারা বদলেছে। আজ থেকে দেড় দশক আগে রাতের বেলা তো দূর অস্ত। দিনের বেলা পা রাখতেই হাড় হিম হয়ে যেত। পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার জানান, চোখ জুড়িয়ে যাওয়া এই ল্যান্ডস্কেপকে পর্যটকরা এখন একেবারে ভয় মুক্ত হয়ে উপভোগ করতে পারছেন। তাছাড়া রাতের সৌন্দর্যও চোখে দেখার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এটা এই অঞ্চলের ক্ষেত্রে কম বড় কথা নয়।তবে ওই বিট কার্যালয় ধ্বংসাবশেষ হয়ে পড়ে থাকলেও এই এলাকায় বেসরকারি বিনিয়োগ পর্যন্ত হয়েছে। তৈরি হয়েছে হোম স্টে। স্থানীয় মানুষজনের আর্থ-সামাজিক বদলের কথা ভেবেই পুরুলিয়া বনবিভাগ এই প্রকল্প হাতে নিয়ে পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তুলছে। কি আছে ওই পর্যটন পরিকাঠামোয়? পুরুলিয়া বনবিভাগ বলছে, তাদের বিট কার্যালয় সেইসঙ্গে মিটিং হল নতুনভাবে নির্মাণ করে বনদপ্তরের ব্যারাক ও শৌচালয় তৈরি । যে ব্যারাক প্রয়োজনে পুলিশও ব্যবহার করতে পারবে। সেই সঙ্গে মাঠার মতই তৈরি ক্যাম্পিং সাইড। অর্থা ছোটখাটো টিলাতে ট্রেকিং, সেই সঙ্গে জঙ্গলের আশেপাশে নেচার ট্রেলও করতে পারবেন পর্যটকরা। তাই ক্যাম্পিং সাইটে অনুমতি নিয়ে ফেলতে পারবেন অস্থায়ী তাঁবু। যা বন বিভাগের তত্ত্বাবধানে চলবে। আর এই নেচার ট্রেলের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বর্ষার শেষেই সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিদ্যার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এসে অনুসন্ধান হবে এই এলাকায় কোন কোন ঔষধি বা আয়ুর্বেদিক গাছ রয়েছে।পুরুলিয়া বনবিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, যৌথ বন পরিচালন কমিটির মাধ্যম দিয়ে বনদপ্তরের এক্সপার্টদের সহায়তায় ওই রাতের আকাশ দেখানো হবে রাত ৮ থেকে ১০ টা। তবে বন্ধ থাকবে বর্ষায়। এই নাইট স্কাই ওয়াচিং-এ যাবতীয় তথ্য মিলবে পারডি বিট কার্যালয় ছাড়াও মাঠা বনাঞ্চল, পুরুলিয়া বনবিভাগ থেকেও। তবে এই সংক্রান্ত হেল্প ডেস্ক থাকবে মাঠাতেই। প্রতিদিন সর্বোচ্চ ১০ জনকেই এই স্কাই ওয়াচিংয়ের অনুমতি দেবে পুরুলিয়া বনবিভাগ।

বন্দে ভারতে চেপে বৈষ্ণোদেবী দর্শন! আকর্ষণীয় ছাড়ে দুর্দান্ত ট্যুর প্যাকেজ আনল আইআরসিটিসি

জেনে নিন এই প্যাকেজে কী কী পরিষেবা পাবেন

আর কয়েকমাসের মধ্যেই বাতাসে শিউলির গন্ধ ছড়াতে শুরু করবে। মাঠে মাঠে কাশফুল জানান দেবে, মা আসছেন। আর ইত্যবসরে আপনিও

খাতা-কলম নিয়ে বসে পড়ুন। পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যানিং রয়েছে? তাহলে আর অহেতুক অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। সপরিবারে বৈষ্ণোদেবী দর্শনে বেরিয়ে পড়তে পারেন। দুর্দান্ত এক ট্যুর প্যাকেজ নিয়ে এসেছেআইআরসিটিসি । ট্রেনের টিকিট বুকিং থেকে হোটেল, থাকা-খাওয়া সমস্তই এই প্যাকেজের মধ্যে পাবেন।

কীভাবে যাবেন?

ট্যুর প্যাকেজটি শুরু হবে নয়া দিল্লি রেলওয়ে স্টেশন থেকে। এখান থেকে বন্দে ভারতে চেপে ভ্রমণকারীরা কাটরা রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত যেতে পারবেন। ১ রাত ও ২ দিন ব্যাপী এই যাত্রায় রিজার্ভেশন ব্যবস্থা রয়েছে। ৫-১১ বছরের শিশুদের জন্য পূর্ণ আসন বরাদ্দ রয়েছে। নয়া দিল্লি রেলওয়ে স্টেশন থেকে ২২৪৩৯ নং ট্রেন ধরতে হবে। অবতরণের পর ভ্রমণকারীদের শ্রাইন বোর্ডের ওয়েবসাইটে 'যাত্রা রেজিস্ট্রেশন স্লিপ' বুকিং করতে হবে।

বোর্ড ওয়েবসাইট : www.maavaishnodevi.org http:www.maavaishnodevi.org

এরপর যাত্রা শুরুর আগে কাটরায় RFID যাত্রা অ্যাক্সেস কার্ড সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক।

বৈষ্ণোদেবী ট্যুর প্যাকেজে খরচ কত?

যাত্রী সংখ্যার উপর নির্ভর করে আইআরসিটিসি প্যাকেজ তৈরি হয়েছে।

একক ভ্রমণকারী ৯,২৩৫ টাকা

দু'জন ভ্রমণকারীঃ জনপ্রতি ৭,৭৩৫ টাকা

তিনজন ভ্রমণকারী ঃ জনপ্রতি ৭,৩৬০ টাকা

শিশু (৫-১১ বছর) ৬,১১০ টাকা

বুকিং করার আগে প্যাকেজ পরিষেবার শর্তাবলী জেনে নিতে ভুলবেন না। এর জন্য আইআরসিটিসি-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেখুন।

কী কী পরিষেবা পাবেন?

(১) বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে কনফার্মড টিকিট (যাওয়া ও আসা)।

(২) কাটরায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হোটেলে থাকার ব্যবস্থা (শেয়ার করে)।

(৩) হোটেলে ১টি ব্রেকফাস্ট, ১টি লাঞ্চ এবং ১টি ডিনার।

(৪) রেল স্টেশন, হোটেল এবং বনগঙ্গার মধ্যে পিক অ্যান্ড ড্রপের ব্যবস্থা।

আইআরসিটিসি এর মাধ্যমে হোটেল বুকিং

আইআরসিটিসি ট্যুরিজম ওয়েবসাইটে যান। হোমপেজে 'আইআরসিটিসি হোটেল' বিভাগে গিয়ে নিজের পছন্দমতো হোটেল নির্বাচন করুন।

আইআরসিটিসির আরও কিছু তীর্থযাত্রা প্যাকেজ

দেশজুড়ে ধর্মীয় স্থান পরিদর্শনের জন্য আইআরসিটিসি বিভিন্ন তীর্থযাত্রায় প্যাকেজিং সিস্টেম প্রদান করে থাকে।

দেব দর্শন ট্যুর

শিরডি দর্শন এবং স্ট্যাচু অফ ইউনিটি সহ জ্যোতির্লিঙ্গ যাত্রা

বালাজি দর্শন সহ দক্ষিণ ভারত যাত্রা

দক্ষিণ ভারত আস্থা যাত্রা

দ্বারকাধিশ জ্যোতির্লিঙ্গ যাত্রা

জগন্নাথ ধাম ভ্রমণ

তামিলনাড়ুর ত্রিভুজ মঃিদর

তিরুপতি ট্যুর প্যাকেজ

রামায়ণ ট্যুর প্যাকেজ

মাতা বৈষ্ণোদেবী দর্শন

তাহলে আর দেরি কেন? চটপট পুজোর ছুটির প্ল্যান করে ফেলুন!

ভারত সহ বাকি দেশগুলিকে কড়া সুরে প্রতিহিংসার হুঁশিয়ারি মার্কিন সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহামের

২৩ জুলাই ঃ 'রুশের সঙ্গে বন্ধুত্বের বিরাট মূল্য চোকাতে হবে ভারতকে। ধ্বংস করে দেওয়া হবে ভারতের অর্থনীতি। এমনই কড়া সুরে হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম। তাঁর হুঁশিয়ারি রাশিয়া থেকে যারা তেল কিনছে, সেই ভারত-সহ বাকি দেশগুলির উপর শীঘ্রই বিরাট অঙ্কের শুল্ক চাপাতে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রাহাম বলেন, ট্রাম্প সেই দেশগুলির উপর বিরাট পরিমাণ শুল্ক চাপাতে চলেছেন যারা রাশিয়ার থেকে তেল কিনছে। এই বিষয়ে সরাসরি ভারত, চিন ও ব্রাজিলের নাম নেন তিনি। তাঁর কথায়, রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার তেল কিনে তাদের লাগাতার অর্থের যোগান দেওয়ার শাস্তি স্বরূপ এদের উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে। তোমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই খারাপ করে দেওয়া হবে যে কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কারণ তোমরা যেটা করছ সেটাকে ব্লাড মানি বলে। সময় এসেছে কাউকে বেছে নেওয়ার। ভারত, চিন ও ব্রাজিল আমেরিকার অর্থনীতিকে বেছে নেবে নাকি পুতিনকে সাহায্য করে যাবে। আমার মনে হয় ওরা মার্কিন অর্থনীতিকেই বেছে নেবে। যদিও ভারতের কাছে এই

হুমকি প্রথমবার নয়, সম্প্রতি একইরকম হুমকি দিয়েছিলেন ন্যাটো প্রধান মার্ক রুট। তিন দেশের নাম করে রুট বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, চিনের প্রেসিডেন্ট ও ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট, আপনারা যদি রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যান, ওদের থেকে তেল ও গ্যাস কেনেন সেক্ষেত্রে আপনাদের উপর ১০০ শতাংশ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। আপনারা জানেন মস্কোর ওই ব্যক্তি (ভ্লাদিমির পুতিন) কোনও রকম শান্তি আলোচনাকে গুরুত্ব সরকারে নেন না। একইসঙ্গে এই তিন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের উদ্দেশে পুতিনকে শান্তি আলোচনার জন্য তার উপর চাপ বা।ানোর বার্তা দিয়ে রুট বলেন, দযা. করে ভ্লাদিমির পুতিনকে ফোন করুন এবং তাঁকে বলুন যে তাঁকে শান্তি আলোচনার বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে কাজ করতে হবে। অন্যথায় এই নিষেধাজ্ঞা ব্রাজিল, ভারত এবং চিনের উপর ব্যাপকভাবে আঘাত হানবে। তবে ভারত দেশের স্বার্থে কোনও হুমকির কাছে মাথা নত করবে না সে বার্তা দিয়ে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, এই বিষয়ে একাধিক রিপোর্ট আমাদের নজরে এসেছে। আগামী দিনে এই ইস্যুতে কী কী ঘটে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখছি। তবে একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, আমাদের দেশের স্বার্থ ও দেশবাসীর জন্য শক্তির জোগানের ব্যবস্থা সুরক্ষিত করাটা অবশ্যই আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে আমরা সবসময়ে দেখব তকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে বাজারের কেমন অবস্থা। তবে আমরা সতর্ক করে দিতে চাই, এই ইস্যুতে কোনওরকম দ্বিচারিতা যেন না হয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে তৎপর হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। একাধিক বার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপ ও আধিকারিক পর্যায়ের বৈঠকও হয়েছে এই ইস্যুতে।

গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের সুবিধার্থে রেল প্রশাসন কর্তৃক বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করা হচ্ছে

গোরখপুর, ২৩ জুলাই ঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের সুবিধার্থে রেল প্রশাসন কর্তৃক বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করা হচ্ছে। ২৩ জুলাই, ২০২৫ তারিখে নিম্নলিখিত বিশেষ ট্রেনগুলিতে সন্ধ্যাকালীন বার্থআসনের প্রাপ্যতা নিম্নরূপ।- ০১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ছাপরা থেকে চলাচলকারী ০৫০৪৯ ছাপরা-অমৃতসর ভায়া গোরখপুর স্পেশাল ট্রেনে এসি III ইকোনমি ক্লাসে ৪১০টি বার্থ পাওয়া যাবে এবং ০৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে এসি III ইকোনমি ক্লাসে ৫৪২টি বার্থ পাওয়া যাবে। - ২৮ জুলাই, ২০২৫ তারিখে ছাপরা থেকে চলাচলকারী ০৫৩০৫ ছাপরা-আনন্দ বিহার টার্মিনালে এসি III ইকোনমি ক্লাসে ৬৭২টি বার্থ পাওয়া যাবে, ৩১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে এসি III ইকোনমি ক্লাসে ৬৭০টি বার্থ এবং স্লিপার ক্লাসে ৩২টি বার্থ পাওয়া যাবে।- ২৮ জুলাই, ২০২৫ তারিখে ছাপরা থেকে চলাচলকারী ০৫১৯৩ ছাপরা-শহীদ ক্যাপ্টেন তুষার মহাজন উধমপুর ভায়া গোরখপুর স্পেশাল ট্রেনে এসি III ইকোনমি ক্লাসে ৩১টি বার্থ পাওয়া যাবে। - ০৫০৬০ লালকুঁয়া-কলকাতা ভায়া গোরখপুর স্পেশাল ট্রেনটি ২৪শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে এসি ফার্স্ট ক্লাসে ৪টি, এসি সেকেন্ড ক্লাসে ৫৭টি, এসি ইকোনমি থার্ড ক্লাসে ১৬৪টি বার্থ থাকবে। ৩১শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে এসি ফার্স্ট ক্লাসে ৬টি, এসি সেকেন্ড ক্লাসে ৬০টি, এসি ইকোনমি থার্ড ক্লাসে ২৪৬টি, স্লিপার ক্লাসে ২৫৩টি বার্থ থাকবে এবং ৭শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে এসি ফার্স্ট ক্লাসে ৪টি, এসি সেকেন্ড ক্লাসে ৫৮টি, এসি ইকোনমি থার্ড ক্লাসে ২৩৮টি, স্লিপার ক্লাসে ২৪৪টি বার্থ থাকবে। - ০৫০২৯ বারাণসী সিটি-লালকুঁয়া ভায়া গোরখপুর স্পেশাল ট্রেনটি ২৬শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে এসি টু টায়ারে ২৯টি, এসি থ্রি টায়ারে ৬৯টি, স্লিপার ক্লাসে ২৯৬টি বার্থ থাকবে। ২৮ জুলাই, ২০২৫ তারিখে এসি II টায়ারে ২৮টি বার্থ, এসি III টায়ারে ৮৫টি বার্থ, স্লিপার ক্লাসে ৩৪৬টি বার্থ। ৩০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে এসি II টায়ারে ২৮টি বার্থ, এসি III টায়ারে ৮৫টি বার্থ, স্লিপার ক্লাসে ৩২৪টি বার্থ পাওয়া যাবে। - ০৫০৩০ লালকুয়ান-বারাণসী সিটি ভায়া গোরক্ষপুর স্পেশাল ট্রেন যা ২৭ জুলাই, ২০২৫ তারিখে লালকুয়ান থেকে চলাচল করবে, এসি II ক্লাসে ৩২টি বার্থ, এসি III ক্লাসে ৮৮টি বার্থ, স্লিপার ক্লাসে ৩৪৩টি বার্থ, এসি II ২৯ জুলাই, ২০২৫ তারিখে।

গাজায় হু-র গুদামে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ

গাজা, ২৩ জুলাই ঃ গাজায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র গুদামে হামলার অভিযোগ উঠল ইজরায়েলের বিরুদ্ধে। হু-র প্রধান টেডরোস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাসের অভিযোগ, ইজরায়েলি সেনা সংস্থার কর্মীদের আবাসনে প্রবেশ করে, নারী ও শিশুদের জোর করে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করে এবং পুরুষ কর্মীদের বন্দুকের মুখে নগ্ন করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। টেডরোস আরও জানান, হু-র প্রধান গুদামঘর দেইর আল-বালাহতেও হামলা হয়েছে। তিনি বলেন, একটি যুদ্ধবিরতি শুধু প্রয়োজনীয় নয়, বরং অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। এ নিয়ে ইজরায়েলের পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

পুজোর উপহার! আরও তিন রুটে চালু হচ্ছে টয়ট্রেন

পুজোর আগে আরও নতুন কয়েকটি পরিষেবা চালু করতে চলেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। সুকনা থেকে রংটং, কার্শিয়াং থেকে মহানদী ও কার্শিয়াং থেকে টুং নতুন এই তিন রুটে টয়ট্রেন চালু হবে বলে জানা গিয়েছে।

অনেকেই সময়ের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং দীর্ঘ পথ যেতে চান না। তাই এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আবার অনেকের টয়ট্রেন চা।র ইচ্ছা হলেও পাহা।ে যেতে পারেন না। তাই সুকনা থেকে রংটং টয়ট্রেন চালানো হবে। পুজোর সময় পর্যটকদের ঢল নামে। তাই এই পরিষেবাগুলো তাদের মন জয় করবে বলে আশাবাদী ডিএইচআর। শুক্রবার, টয়ট্রেনের ১৪৪তম জন্মদিনে এই ঘোষণা করা হয়।

৪ জুলাই ১৮৮১ সালে পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথের নিস্তব্ধতা ভেঙে পাইনের জঙ্গল দিয়ে কু ঝিক ঝিক করতে করতে রওনা দেয় টয়ট্রেন। তখন অবশ্য শিলিগু।ি টাউন স্টেশন থেকে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল এই ঐতিহাসিক টয়ট্রেন। সেই ঐতিহ্যকে স্মরণে রাখতে এই প্রথমবার সুকনায় ' দিবস' উদযাপিত হয়। নর্থবেঙ্গল পেন্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ও দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের যৌথ উদ্যোগে শিলিগুড়ির সুকনা স্টেশনে দিনভর নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় এই দিনটি। সকাল থেকেই চিত্র প্রদর্শনী ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্টেশন চত্বর জমজমাট হয়ে ওঠে। প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে এই অনুষ্ঠানে। তাদের টয়ট্রেনেও চড়ানো হয়। তবে শুধু শিশুরাই নয়, শতাধিক চিত্রশিল্পীও তাঁদের তুলি আর রঙে ফুটিয়ে তোলেন দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের গৌরবগাথা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল এক ঐতিহ্যবাহী টয়ট্রেন, যেখানে দর্শনার্থীরা ফটো সেশন ও সংক্ষিপ্ত সফরের মাধ্যমে উপভোগ করেন ট্রেন যাত্রার আনন্দ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ট্রাফিক ইন্সপেক্টর চন্দনকুমার রায়, স্টেশন ম্যানেজার ও নর্থবেঙ্গল পেন্ট।র্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। উদ্যোক্তাদের পক্ষে জানানো হয়েছে, প্রতি বছরই এই দিনটি আরও ব। পরিসরে উদযাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। টয় ট্রেনের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন উপস্থিত অতিথিরা। চন্দন কুমার রায় বলেন, টয়ট্রেনকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তাই আমরা নানা পদক্ষেপ নিচ্ছি।

তুরস্কে সংঘর্ষবিরতি নিয়ে ফের আলোচনায় বসবে রাশিয়া-ইউক্রেন

২৩ জুলাই ঃ তুরস্কে সংঘর্ষবিরতি নিয়ে ফের আলোচনায় বসবে রাশিয়া এবং ইউক্রেন। মঙ্গলবার এমনটাই জানালেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এই মুহূর্তে খারকিভ, ডনবাস-সহ ইউক্রেনের একাধিক জায়গায় লাগাতার হামলা চালাচ্ছে রুশ সেনা। এই পরিস্থিতিতে সংঘর্ষবিরতি নিয়ে নতুন করে করে ফের আলোচনায় বসতে চলেছে দুই দেশ। জেলেনস্কি জানিয়েছেন, বুধবার তুরস্কের ইস্তানবুলে মুখোমুখি হবেন দুই দেশের প্রতিনিধিরা। যদিও রাশিয়ার এক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার এই আলোচনা শুরু হবে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে চলছে রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ। লক্ষাধিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ছোট্ট দেশ ইউক্রেনের। তবে পশ্চিমী দুনিয়ার সামরিক সাহায্য নিয়ে এতদিন যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছে দেশটি। মাঝেমধ্যে সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেও তা লঙ্ঘন করে রাশিয়া হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ।

Name Change

I, Asraful Sekh (Old name) S/o-Abdul hamid sk, Resident at, Vill & Po-Gajdharpara, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, 742102, I have changed my name to Asraful sk (New name) I shall be known as Asraful sk vide affidavit before the Notry at Berhampore on 22/07/2025 Asraful Sekh and Asraful sk same and one identical person.

Name Change

I, Meherunnesa Bibi (Old name) W/o-Md Abdul Hakim, Resident at, Vill-Naldahari, Po & Ps-Lalgola, Dist-Murshidabad, 742148, I have changed my name to Mst Meherunnesa (New name) I shall be known as Mst Meherunnesa affidavit before the S.D.E.M.at Berhampore on 04/07/2025 Meherunnesa Bibi and Mst Meherunnesa same and one identical person.

গাজার ত্রাণ শিবির যেন মৃত্যুফাঁদ, ৩ দিনে অনাহারে মৃত ২১ শিশু

২৩ জুলাই ঃ গত জুন মাস থেকে গড়ে ১১ মিনিট খোলা ছিল গাজার ত্রাণ শিবির। এইটুকু সময়ের মধ্যেই খাবার সংগ্রহ করতে হবে। বেচাল দেখলেন চলছে গুলি। এই সময়ের মধ্যে খাবার নিতে স্বাভাবিকভাবেই হুড়োহুড়ি পড়ে যাচ্ছে ত্রাণ শিবিরে। ঘটছে পদপিষ্টের মতো ঘটনা। এর সঙ্গে ছুটছে বুলেট। সব মিলিয়ে গাজার ত্রাণ শিবির হয়ে উঠেছে মৃত্যুফাঁদ। যার জেরে অনাহারে, অপুষ্টিতে শিশুমৃত্যু লাগাতার বে।ছে চলেছে। রিপোর্ট বলছে, গত ৩ দিনে গাজায় অনাহারে মৃত্যু হয়েছে ২১ শিশুর।রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট বলছে, গত মে মাস থেকে এখনও পর্যন্ত গাজার ত্রাণ শিবিরগুলিতে খাবার আনতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে হাজারের বেশি মানুষের। দেশতির খাদ্যসংকট চরম সীমায় পৌঁছেছে। ২০ লক্ষের বেশি মানুষ খাদ্য ও জীবনধারণের নুন্যতম রশদ পাচ্ছেন না। একমাত্র উপায় ত্রাণ শিবির। সেখানেও ত্রাণের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ভুখা পেটে গুলি ছুড়ছে ইজরায়েলের সেনা।

Name Change

I, Belera Bibi (Old Name) W/O-Mohammad Jakir Hossain residing at Vill-Narikelbari , Po-Sompara , Ps-Rejinagar , Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742163 do hereby decrale that I have changed my name from Belera Bibi to Beliwara Bibi and henceforth I shall be known as Beliwara Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 23/07/2025 . My name Beliwara Bibi & Belera Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Jarjij Mahabat Shaikah (Old Name) S/O-Mahabat Sk resident of Vill-Digbaria Po-Bareya, PS-Palashipara, Dist-Nadia, West Bengal, Pin- 741156 do hereby decrale that I have changed my name from Jarjij Mahabat Shaikah to Jarjis Sk and henceforth I shall be known as Jarjis Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate Affidavit Krishnagar court on 10/07/2025 . My name Jarjis Sk & Jarjij Mahabat Shaikah both are same and one identical person.

Name Change

I, Rexsona Bibi (Old Name) W/O-Sahadat Sk residing at Syedkulut Uttarpara , Bharatpur, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742301 do hereby decrale that I have changed my name from Rexsona Bibi to Reksona Khatun and henceforth I shall be known as Reksona Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 23/07/2025 . My name Reksona Khatun & Rexsona Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I Samad Nabi Thandar (Old name) S/O Sarfuddin Thander . Residing at V-191, Karbala Road, P.O.- Bartala. P.S - Rajabagan, Kolkata -700018 . W. B. have changed my name and shall henceforth be known as Samad Nabi Thander (New name) as declared before the Notary public Kolkata on 23/7/2025. Samad Nabi Thandar (Old name) and Samad Nabi Thander (New name) both are same and one identical person.

Name Change

I Md Meraj Alam (Old name) S/O Md Habib . Residing at 13G,Bright Street Circus Avenue S.O, Kolkata -700017 . W. B. have changed my name and shall henceforth be known as Meraj Alam (New name) as declared before the Notary public Kolkata on 23/7/2025 Md Meraj Alam (Old name) and Meraj Alam (New name) both are same and one identical perso

MARRIAGE NOTICE

Amit Majumder (Indian citizen, Passport No: Z8047956) and Aishy Adhikary (Bangladeshi citizen, Passport No: A12843930) were married on 06th March 2025 at the Shree Shree Dhakeshwari National Temple, Lalbagh, Dhaka, as per Hindu Marriage Act, 2012 (Bangladesh).
All concerned may note.

নাম পরিবর্তন

আমি Nikhil Chandra Biswas (পুরাতন নাম) পিতা Nakul Biswas ঠিকানা Sindrani, Naldugari, Bagdah, District - North 24 Parganas, Pin - 743297, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 23-07-2025 এর Affidavit no 37/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nikhil Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nakul Biswas (নতুন নাম) ও Nikhil Chandra Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Rabiol Malita (পুরাতন নাম) পিতা Gafuruddin Malita ঠিকানা Kumari Ramnagar, Kumari Ramnagar, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 23-07-2025 এর Affidavit no 36/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rabiul Malita (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rabiul Malita (নতুন নাম) ও Nikhil Rabiol Malita (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Ajoy Sarkar পিতা Nirmal Sarkar Biswas ঠিকানা Orgram, Bhatar, District - Barddhaman, Pin- 713167, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 23-07-2025 এর Affidavit no 35/2025 দ্বারা যে আমার minor ছেলে যে আগে পরিচিত ছিল Anirudha Sarkar (পুরাতন নাম) এখন থেকে Aniruddha Sarkar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলেন। আমার minor ছেলে Anirudha Sarkar (পুরাতন নাম) ও Aniruddha Sarkar (নতুন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Sanjeev Kumar Tiwari son of Late Srinath Tiwari, residing at The 102, Flat -8C, Block –F, Tower-10, D. H. Road, Daulatpur, P.O- Pailanhat, Dist: South 24 Parganas, Kolkata – 700104, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sanjeev Tiwari as declared before the Notary Public at Kolkata dated 22/07/2025. Sanjeev Kumar Tiwari and Sanjeev Tiwari both are same and one identical person.

Name Change

I, ABDUL HAFIZ GAZI (Old Name) S/O LUTFAR RAHAMAN GAZI Residing at Goyaldaha Uttar Para, Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743427 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ABDUL HAFIZ (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 23-07-2025. ABDUL HAFIZ GAZI (Old Name) and ABDUL HAFIZ (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, ELIAS ALI MONDAL and MD ELIAS ALI MONDAL (Old Name) S/O ELAHI BOX MONDAL Residing at Padmapukur Kazipara, P.O. & P.S. - Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 7000144 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ILIAS ALI MONDAL (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Baruipur vide affidavit no 7622 dated 24-08-2022. ELIAS ALI MONDAL and MD ELIAS ALI MONDAL (Old Name) and ILIAS ALI MONDAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I Sanjida Khatoon (Old name) W/O Meraj Alam. Residing at 13G,Bright Street Circus Avenue S.O, Kolkata - 700017 . W. B. have changed my name and shall henceforth be known as Sanjeeda Khatoon(New name) as declared before the Notary public Kolkata on 23/7/2025 Sanjida Khatoon (Old name) and Sanjeeda Khatoon (New name) both are same and one identical person

Name Change

I Sarfuddin Thandar (Old name) S/O Late Ibrahim Thander . Residing at V-191, Karbala Road, P.O.- Bartala, P.S - Rajabagan, Kolkata -700018 . W. B. have changed my name and shall henceforth be known as Sarfuddin Thander (New name) as declared before the Notary public Kolkata on 23/7/2025. Sarfuddin Thandar (Old name) and Sarfuddin Thander (New name) both are same and one identical person

Name Change

I, Md Alam Sekh S/o Imam Hussain Residing at Mirza Ghalib Street Raniganj, P.s - Raniganj, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713347, West Bengal India shall henceforth be known as Md Alamgir Sekh. I declare that Md Alam Sekh and Md Alamgir Sekh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-07-2025.

Name Change

I, Zuber Alam S/o Md Kamruddin Residing at B Jemari Alladi, P.o - Basudevpur, P.s - Salanpur, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713335, West Bengal India shall henceforth be known as Md Jubair Alam. I declare that Zuber Alam and Md Jubair Alam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23-07-2025.

Name Change

I, Md. Nur Salim Sk S/O: AKBAR ALI SK (as per Madhyamik Certificate & Passport No- P7228469, residing at Vill- Rajakgohalia, P.O- Dosatina, P.S- Bishnupur, Dist- South 24 Parganas, Pin- 743503, W.B. have changed my name and shall henceforth be known as NURSALIM SK (as per Voter Id- WB/18/110/234501, Aadhaar No- 2635 2051 0086, Pan no- DMCPS4684B) Md. Nur Salim Sk (OLD NAME) and NURSALIM SK (NEW NAME) Both is same one identical person by Virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 23/07/25

Name Change

I, Gayatri Dalmia (Old Name) W/o Mantulal Dalmia Residing at Saltora, Shaltora, District - Bankura, Pin - 722158 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Gayitri Dalmia (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 41/2025 Dated 23-07-2025. Gayatri Dalmia (Old Name) and Gayitri Dalmia (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Krishno Das (পুরাতন নাম) পিতা Bhadreshwar Das ঠিকানা Sahapur, Haldipara, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 23-07-2025 এর Affidavit no 38/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Krishna Das (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Krishna Das (নতুন নাম) ও Krishno Das (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Sri Shakti Sanati s/o-Late Ranjit Sanati Senitee ঠিকানা Belanegar, P.O. Abhoynagar, P.S. - Nischinda, Dist. Howrah Pin - 711205 ফাস্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিট করে Lakshman Chandra Senapati এবং Lakshman chandra Sanati এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

শিলিগুড়িতে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা নিয়ে উধাও দুষ্কৃতীরা, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ জুলাই ঃ চোরাই গাড়িতে চেপে এসে এটিএম-এ ঢুকল দুষ্কৃতীদল। এরপর সিসিটিভি ক্যামেরায় কালো রং স্প্রে করে এটিএম ভেঙে সব লুটে নিয়ে চলে গেল তারা। পুলিস তাদের গাড়ি দেখতে পেয়ে তাড়া করেও নাগাল পেল না। কারণ তাদের

পুরনো গাড়ি পেরে উঠতে পারেনি দুষ্কৃতীদের গাড়ির সঙ্গে। এটিএমএটিতে ছিল প্রায় ১৪ লাখ টাকা। এমনটাই সূত্রের খবর। বুধবার ভোর তিনটে নাগাদ ওই চুরির ঘটনা ঘটেছে শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকায়। পুলিস সূত্রে খবর, অপারেশন চালিয়ে চলে যাওয়ার সময় দুষ্কৃতীদের গাড়ি নজরে পড়ে যায় আশিঘর আউটপোস্টের পুলিসের নজরে। পুলিস দুষ্কৃতীদের টাটা সুমোটিকে তাড়া করেও কোনও নাগাল পায়নি। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি জানিয়ে দেওয়া হয় আসপাশের থানাগুলিকে। এদিকে, দুষ্কৃতীরা এটিএম থেকে বেরিয়ে গেল কোনওক্রমে সেখানে আগুন লেগে যায়। আসে ফুলবাড়ি দমকলের কর্মীরা। কিছুক্ষণের চেষ্টায় সেই আগুন নেভানো হয়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন আইসি ভক্তিনগর এবং ডিসিপি ইস্ট রাকেশ সিং। পুলিস সূত্রে খবর, এটিএমের পাশে একটি ফাঁকা জায়গায় টাটা সুমো দাঁড় করিয়ে এই অপারেশন চালানো হয়। পুরো অপারেশনটি যাতে সিসিটিভিতে ধরা না পড়ে সেই কারণে সিসিটিভিতে স্প্রে করে দিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। ঘটনার খবর পাওয়ার পর শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিসের প্রতিটি থানা কে সতর্ক করার পাশাপাশি জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুর জেলার পুলিসকে সতর্ক করে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিস। ট্যাক্সি নম্বরের একটি টাটা সুমোয় করে এই অপারেশন চালায় দুষ্কৃতীরা। জানা গেছে টাটা সুমোটি সাদা রংয়ের। এটিএম লুঠের ঘটনায় উঠে আসছে একের পর এক তথ্য। যে টাটাসুমো ব্যাবহার করা হয়েছিল সেটা শিলিগুড়ির অম্বিকানগর থেকে চুরি করা হয়। সেই টাটাসুমো করে এটিএম লুট করে এলাকা থেকে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। তবে টাটাসুমোর মালিক সুজিত সুত্রের বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি গতকাল রাতেই সিকিম থেকে ভাড়া নিয়ে শিলিগুড়ি পৌঁছে তার বাড়ির সামনে গাড়ি রেখে দেন। পরবর্তীতে বুধবার সকালে কোন এক পরিচিত ব্যাক্তি তাকে ফোন করে জানান তার গাড়ি মাটিগাড়ার হিমাচল বিহারে পড়ে রয়েছে। গাড়ির মালিক সেখানে গিয়ে পুলিসকে জানান। পুলিস এসে দেখে গাড়িতে তার কাটার, স্প্রে মেশিন ও একটি জ্যাকেট পড়ে রয়েছে। অন্যদিকে, এটিএম দেখাভালকারী সংস্থার কর্মী পবন কুমার গুপ্তার বক্তব্য অনুযায়ী, ভোর ৩ টে ১৭ নাগাদ সিসিটিভি ক্যামেরায় কালো রঙ স্প্রে হয়। আনুমানিক পনেরো মিনিটের অপারেশন চলে। একজন ব্যাক্তি মুখ ঢেকে প্রথমে এটিএমে ঢুকে স্প্রে করে। তারপর শুরু হয় অপারেশন। প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা লুঠ করে তারা।

ঘর বাড়ি জলের তলায়! গঙ্গার জলস্তর বাড়তেই ভাঙল বাঁধের রাস্তা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ জুলাই ঃ দেখে মনে হবে যেন প্রয়োজনে জল ছাড়া হচ্ছে। তবে প্রয়োজন নয়, এটি হচ্ছে গঙ্গার উত্তাল প্রবাহ যা অপ্রয়োজনে প্রবেশ করে প্লাবিত করছে গ্রামকে। ফি বছরই গঙ্গা নদী তীরবর্তী এলাকায় ভাঙন ও প্লাবন দেখা দেয় মালদা জেলা জুড়ে। যার ফলে ভূমিহীন হতে দেখা যায় নদী তীরবর্তী বাসিন্দাদের। গঙ্গা ভাঙনের আতঙ্ক তো ছিলই তার আগেই এবারে নদীর জল ঢুকে প্লাবনে ভাসল গ্রাম। মালদার মানিকচক ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর এবং দক্ষিণ হুকুমতটোলা গ্রামে ঢুকতে শুরু করেছে গঙ্গার জল। উঁচু স্থায়ী বাঁধ না হলেও বাঁধের মত রাস্তাকে কেটে গঙ্গার জল ঢুকে পড়ছে গ্রামে। প্লাবন আতঙ্কে ঘুম উড়েছে গ্রামবাসীদের। একদিকে যেখানে গোপালপুর থেকেই শুরু হয়েছে ১৪৭৯ লক্ষ ৭২ হাজার টাকায় ভাঙন রোধের কাজ। অন্যদিকে সেখানেই এবার পাড় ভেঙে নদীর জল ঢুকছে হু হু করে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রবিবার রাত থেকে শুরু হয়েছে গ্রামে জল ঢোকা। বাঁধের রাস্তার একাংশ ভেঙে প্রচুর পরিমাণে জল ঢুকছে

গ্রামে। সরকার ব্যবস্থা না নিলে খুব শীঘ্রই প্লবিত হবে গোটা গোপালপুর অঞ্চল। মানিকচক বিধানসভার বিধায়িকা সাবিত্রী মিত্র বলেন, খবর পেয়েছি সেখানে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর এবং দক্ষিণ হুকুমতটোলা গ্রামে জল ঢুকছে। সেই এলাকায় আগে থেকেই কাজ চলছে। তবে আবার রাস্তা কেটে জল ঢুকছে। সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দেশের অন্যতম বৃহত্তম নদী হচ্ছে গঙ্গা। হিমালয় থেকে শুরু করে একাধিক রাজ্য পেরিয়ে এসে বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়েছে গঙ্গার আয়তন। যার ফলে ফি বছরই সামান্য জল বাড়লেই ফুলেফেঁপে উঠছে গঙ্গা। গ্রাস করছে মালদা জেলার অধিকাংশ গঙ্গা নদী তীরবর্তী এলাকাকে।

উত্তরবঙ্গে কি আবার সক্রিয় পাচার চক্র? টার্গেটে শুধুই গরিব বাড়ির মেয়েরা!

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ জুলাই ঃ পাটনাগামী ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস থেকে ৫৬ জন তরুণীর উদ্ধারের পর থেকেই উঠছে একাধিক প্রশ্ন। উত্তরবঙ্গে কী আবার সক্রিয় পাচার চক্র? দরিদ্র পরিবারগুলির মেয়েদেরই বেছে বেছে টার্গেট করা হচ্ছে? একুশে জুলাইয়ের ভিড়ের সুযোগ নিয়েই পাচারের ছক কষেছিল দুষ্কৃতীরা। এমনটাই খবর সূত্রের। এনজেপি জিআরপি-র ডেপুটি পুলিশ সুপার পারিজাত সরকার বলছেন, ওদের বেঙ্গালুরুতে নিয়ে যাচ্ছিল। একটি মোবাইল কারখানায় কাজের কথা বলেছিল। কিন্তু ওদের ব্রেক জার্নি করে নিয়ে যাওয়া নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ধৃতদের কথাতেও অসঙ্গতি পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যেই পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে তরুণীদের। পুলিশ বলছে, তাঁদের অভিভাবকরাও জানিয়েছেন তাঁদের মেয়েদের ভিনরাজ্যে নিয়ে যাওয়ার গোটা বিষয়ে সঠিকভাবে জানানো হয়নি। সূত্রের খবর, শিলিগুড়িতে ভবেশ মোড় এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হস্টেল। এখানেই মেয়েদের এনে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দিয়ে আস্থা অর্জনের পর কাজের নামে বাইরে পাঠানো হত। এই যুবতীদের উদ্ধার ও দু'জনকে গ্রেফতারের পর ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের। এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে কেন্দ্র ও রাজ্যের নানা এমব্লেমের ব্যবহার হত প্রচারে। তবে সংস্থার সাইনবোর্ড- সহ নানা ফ্লেক্সে কোথাও সংস্থার রেজিস্ট্রেশন নম্বর নেই। যদি সত্যিই এই কেন্দ্রে মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ভিনরাজ্যে কাজে পাঠান হত, তাহলে এরা ঝাঁপ বন্ধ করে পালাল কেন? এই প্রশ্নেই সন্দেহ বাড়ছে পুলিশের। পাশাপাশি কারা এই বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে স্থানীয় থানার কাছেও তথ্য নেই। বাড়ির মালিক এলাকায় থাকেন না। এলাকার বাসিন্দারা এসব নিয়ে কিছুই বলতে পারছেন না। এদিকে এই নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক মহলে। আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল নেতা বিধান সরকার বলেন, চা বাগানের ছেলেমেয়ারই কেন বাইরে যাচ্ছে? কারণ তাঁদের রুটিরুজি নেই। চা শিল্প পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ টি বোর্ড। টি বোর্ড এখন উদাসীন। অন্যদিকে বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ আবার বলছেন, একদিকে প্রকৃতিকে লুঠ করা হচ্ছে। আর একদিকে চা বাগানে মানব পাচারকারীদের সংখ্যা বাড়ছে। উত্তরবঙ্গের জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব এই বিষয় নিয়ে আরও সরব হওয়া। উত্তরবঙ্গের মানুষের বিশেষ করে চা বাগান শ্রমিকদের যে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে এই নিয়ে কেন্দ্রীয় স্তর অবধি আমি দরবার করব।

ভরা শ্রাবণে মহিলারা মেতে উঠেছেন হরিয়ালি তীজ পার্বণে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুলাই ঃ শ্রাবণ মাস মানে অঝোরে বৃষ্টি। প্রকৃতি সেজে ওঠে সবুজ সাজে। যেদিকে চোখ যায় সেদিকে সবুজের হাতছানি। শ্রাবণ মাসে এই কারণে মহিলারা পালন করে থাকেন হরিয়ালি তীজ ব্রত। এই ব্রত নিয়ে রয়েছে অনেক কাহিনি। তার চেয়েও বেশি এই ব্রত চলাকালীন মহিলারা সুযোগ পান অফুরান আনন্দ করার। কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় পালিত হচ্ছে এই হরিয়ালি তীজ ব্রত। সেজে উঠেছে শিব মন্দিরগুলি। পাশাপাশি নিজেদের ঘরবাড়ি সাজিয়ে তুলেছেন ব্রত পালনকারী মহিলারা। হরিয়ালি তীজ একটি সুন্দর এবং প্রাণবন্ত উৎসব বলে জানান ব্রতীরা। এই সময় দেবাদিদেব মহাদেব ও দেবী পার্বতীর পুজোর জন্য উপোস করেন মহিলারা। সীমান্ত শহর জয়গাঁতেও পালিত হচ্ছে এই ব্রত। যদিও বিশেষ করে উত্তর ভারতে এই ব্রতের বহুল প্রচলন রয়েছে। সারা দিন ধরে কঠোর নির্জলা ব্রত পালন করেন ব্রতীরা। তাঁরা ভগবান শিব এবং দেবী পার্বতীর কাছে প্রার্থনা করেন সফল দাম্পত্যের জন্য। তীজ কথা শোনেন বা পড়েন মহিলারা। যা দেবী পার্বতীর ভক্তির গল্প বর্ণনা করে। এই সময় ষোল শৃঙ্গার এবং সবুজ পোশাক পরেন মহিলারা। তবে যাঁদের নতুন বিয়ে হয়েছে তাঁদের লাল পোশাকেই দেখা যায়। তবে ব্রতীদের কথায় সবুজ রঙ এই উৎসবে প্রাধান্য পায়। ব্রতীদের কথায়, প্রতি বছর আমরা তীজ ব্রত পালন করি। তবে এই সময় একবার এক স্থানে একত্রিত হয়ে আমরা আনন্দ করি। নাচ, গান, চুড়ি ও মেহেন্দি পরে আমরা খুব মজা করি। শ্রাবণ মাসের জন্য এই কারণে আমরা অপেক্ষা করি। তীজ উৎসবে গেলেই দেখা যায় মহিলাদের মেহেন্দি পরার দৃশ্য। যা তাঁরা সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে মেনে থাকেন। পাশাপাশি একে অপরকে শুভেচ্ছা জানান তাঁরা। উপহার, মিষ্টি তুলে দেন তাঁরা একে অপরের হাতে। তীজ উৎসবের শেষ দিনে গাছের সঙ্গে দোলনা বেঁধে দেন তাঁরা নিয়ম মতো। পালা করে মহিলারা দোল খেয়ে থাকেন এই দোলনায়।

বিহারে পাচারের আগে লক্ষাধিক টাকার মদ বাজেয়াপ্ত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ জুলাই ঃ এ রাজ্য থেকে বিহারে মদ পাচারে অনেক চোরাচালানকারী দল এখনও সক্রিয়। বিহারে মদ পাচারের একটি রুট হল খড়িবাড়িতে বাংলা-বিহার সীমান্তের চাক্কামারি সীমান্ত। খড়িবাড়ি থানার পুলিশ মঙ্গলবার গভীর রাতে একটি বিলাসবহুল চার চাকার গাড়ির মাধ্যমে বিহারে মদ পাচারের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়। পুলিশ গাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকার মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করেছে। চালক পলাতক। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার গভীর রাতে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে বিহারগামী খড়িবাড়ি-ভালুগাড়া রাজ্য সড়কে অভিযান চালিয়ে একটি চার চাকার গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালায়। তল্লাশি চলাকালীন প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মদ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শিলিগুড়ি থেকে বিহারে মদ পাচারের পরিকল্পনা ছিল। পরে পুলিশ গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ চালকের খোঁজ শুরু করেছে।

শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৩ জুলাই ঃ শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে ঠিকমতো চিকিৎসা না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে হাসপাতালের কর্তব্যরত নার্স ও ডাক্তারদের বিরুদ্ধে। হাসপাতাল ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ইলামবাজারের চুনপলাশী গ্রাম থেকে মঙ্গলবার সকালে প্রসূতি লাইমা খাতুনকে ভর্তি করা হয় বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন তিনি। যত সময় গড়িয়েছে প্রসব যন্ত্রণা ততো মাত্রা ছাড়িয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, একদিকে যখন ছটফট করছেন রোগী, তখন কর্তব্যে অবহেলা করে মোবাইলে মগ্ন হাসপাতালে কর্তব্যরত নার্সরা। বারবার কাকুতি মিনতি করলেও, কেউ কোন কথা শোনেন নি। এমনকি নার্সরা জানান, নিজেরাই সিজার করে নিন। এই পরিস্থিতিতে মরণাপন্ন অবস্থায় প্রসূতিকে এদিন ভোরের বেলায় লেবার রুমে নিয়ে গেলে কিছুক্ষণ পর

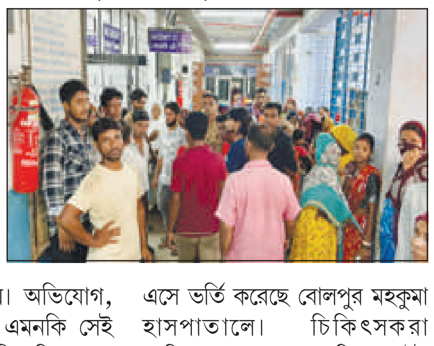

মৃত বাচ্চা প্রসব হয়। অভিযোগ, বাচ্চার মৃত্যু হয়েছে এমনকি সেই খবরটুকু জানানো হয়নি পরিবারকে। অন্যদিকে গুরুতর অভিযোগ যে একদিকে যখন মৃত শিশু পড়ে রয়েছে তখন অন্যদিকে পরিবারকে লেখানো হচ্ছে রোগীর অবস্থা মরণাপন্ন তাই কোন কিছু হলে হাসপাতাল বা চিকিৎসকরা দায়ী থাকবেন না। এরপরেই শোনা যায় বাচ্চাটি মারা গেছে। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন রোগীর আত্মীয় স্বজনেরা। লাভপুরের দাঁড়াকা নবগ্রাম থাকে আসা রুগীর পরিবারের অভিযোগ কাল থেকে মেয়েকে নিয়ে এসে ভর্তি করেছে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সদ্যোজাত শিশু পেটেই মারা গেছে সেইটি ওয়াস করতে হবে কিন্তু একদিন পেরিয়ে গেলেও এখনো কিছুই করেন হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা।

গলার নলি কাটা ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি , ২৩ জুলাই ঃ জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি রোড এলাকায় গলার নলি কাটা এক মাঝ বয়সী ব্যাক্তির দেহ উদ্ধার। ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। বুধবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে দেহটি দেখতে খবর দেন পরিবারে। শোরগোল শুরু হতেই খবর চলে যায় পুলিশের কাছে। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃতের নাম অমল রায় (৫০)। তাঁর মৃত্যু ঘিরেই ঘনাচ্ছে রহস্য। স্থানীয় বাসিন্দা নিত্যানন্দ রায়, নিতাই বর্মনরা বলছেন, দেহটি গলার নলি কাটা অবস্থায় পড়েছিল। দেখে মনে হচ্ছে খুন করে নয়ানজুলিতে ফেলে রাখা হয়েছে। অমলবাবু স্থানীয় একটি মিষ্টির দোকানে কাজ করতেন। তিনি শান্ত স্বভাবের। কারও সঙ্গে শত্রুতাও ছিল না বলে জানাচ্ছেন এলাকার লোকজন। তাহলে কে এভাবে তাঁকে খুনে করে চলে গেল তা ভাবাচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। চাপানউতোর চলছে এলাকায়। মৃতের ভাই কমল রায় বলছেন, তাঁর দাদা বেশ কয়েক বছর আগেই তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যান। শ্বশুরবাড়ির কাছে বাড়ি তৈরি করে থাকছিলেন। তাঁর দাবি বৌদির সঙ্গে দাদার সম্পর্ক খুব একটা ভাল ছিল না। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে শুনে তিনি থানায় এসেছেন। এখন দেখার পুলিশে তদন্তের জল কতদূর গড়ায়। ইতিমধ্যেই অমলবাবুর স্ত্রী ও মেয়েকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

ঐতিহ্যবাহী রায়বেঁশে নাচ বাঁচিয়ে রাখতে সরকারি তৎপরতা, তিন দিনের কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৩ জুলাই ঃ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত পাড়া-মহল্লার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডাক পড়ত রায়বেঁশে কলাকুশলীদের। যুবক-যুবতীরা শারীরিক কসরত দেখাত, ঢোল-কাঁসর ঘণ্টার তালে নাচত। সেসব দেখতে

ভিড়ও জমত খুব। মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ও বিভিন্ন এলাকায় আছেন হারিয়ে যাওয়া রাইবেঁশে শিল্পীরা। ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসা প্রাচীন এই লোকনৃত্যকে পুনর্জন্ম দেওয়ার ভাবনা শুরু হয়েছে। আর তাই শিল্পীদের নিয়ে তিন দিনের কর্মশালার আয়োজন হল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়। মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে আঙ্গিকভিত্তিক লোকশিল্পীদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হল। তিনদিনের এই কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়। কান্দি রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী অডিটোরিয়ামে কান্দি মহকুমা-সহ জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা রায়বেঁশে শিল্পীদের নিয়ে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কান্দি মহকুমা শাসক উৎকর্ষ সিং। এছাড়াও উপস্থিত জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিক-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। কী এই রায়বেঁশে ? রায় কথার অর্থ বড় বা সম্ভ্রান্ত। বেঁশে কথার অর্থ বাঁশ। অর্থাৎ বাঁশের তৈরি শক্ত লাঠি দিয়ে দেখানো কসরত। আনুমানিক কয়েকশো বছর আগে বীরভূমে রায়বেঁশের পথচলা শুরু। শোনা যায়, জমিদারদের লাঠিয়ালরা রায়বেঁশে করত। তাঁদের পায়ে থাকত ঘুঙুর, হাতে লাঠি বা লম্বা বাঁশ। ঢোল ও করতালের তালে তালে তাঁরা শারীরিক কসরত দেখাতেন। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিক জানিয়েছেন, সরকারি সহযোগিতায় লোকশিল্পের প্রসারে জেলায় এই প্রথম রায়বেঁশে লোকনৃত্য শিল্পীদের নিয়ে এই ধরনের কর্মশালা হচ্ছে। ৫০ জন শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছেন।

ভাঙল ওয়াটার প্রজেক্টের পাইপ লাইন, আসানসোলে জল সংকটের আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৩ জুলাই ঃ দামোদর নদীর উপর ভাঙলো কালাঝরিয়া ওয়াটার প্রজেক্টের পাইপ লাইন। বুধবার আসানসোলের বার্নপুরে ভেঙে পড়ে পাইপ লাইন। মাঝ নদীতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ওয়াটার প্রজেক্ট। দুর্ঘটনার সময় কাজ করছিলেন দুই কর্মী। তাঁরা আটকে পড়েন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। এই ঘটনার জেরে আসানসোলের অনেক এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা যাবে বলে আশঙ্কা। পাইপ লাইনের মাধ্যমে গঙ্গার জল পরিশ্রুত করে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তার অংশ হিসাবে আসানসোলের বার্নপুরে দামোদর নদীর উপর তৈরি করা হয় এই প্রজেক্ট। এখান থেকেই আসনসোলের বিস্তীর্ণ এলাকায় জল পৌঁছে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণের কাজ না হওয়ায় এই পাইপ লাইন ভেঙে পড়েছে। সকালে দুর্ঘটনার সময় কাজ করছিলেন দুই কর্মী। তাঁরা আটকে পড়েন। বোট নিয়ে আটক কর্মীদের উদ্ধার করেন বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা।

যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৩ জুলাই ঃ বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। তারপরই ভয়ঙ্কর ঘটনা। ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় উদ্ধার হল এক যুবকের দেহ। পরিবারের দাবি বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে তাঁদের ছেলেকে। থানায় অভিযোগ দায়ের করলে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। নদীয়ার নবদ্বীপ বিধানসভার তিনকাটা এলাকার ঘটনা। জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিত দেবনাথ (৩৬)। তাঁর মা সন্ধ্যারানি দেবনাথ। পরিবারের দাবি, গতকাল রাতে বিশ্বজিতকে ফোন করে কেউ বা কারা ডাকে, এরপর বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে যান তিনি। বুধবার সকালে তিনকাটা এলাকার একটি ফাঁকা জায়গায় বিশ্বজিতের ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহের সন্ধান মেলে। পরিবার গিয়ে সনাক্ত করে। ঘটনাস্থলে যায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয় পুলিশ মর্গে। মা সন্ধ্যারানির অভিযোগ, তাঁর ছেলেকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। এটা কোনও পথ দুর্ঘটনা নয়। জানা যায়, বিশ্বজিত দেবনাথের মাথায় গভীর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এছাড়াও শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর ক্ষতের চিহ্ন মিলেছে। মৃতের পরিবারের অনুমান, এই বিষয়টি খুন। পুলিশ তদন্ত করলে সবটাই স্পষ্ট হয়ে যাবে। অন্যদিকে পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে নবদ্বীপ থানার আইসি জলেশ্বর তেওয়ারি জানান, পরিবারের তরফ থেকে একটি খুনের মামলা করা হয়েছে যার ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এটা খুন নাকি অন্যকারণে বিশ্বজিত দেবনাথের মৃত্যু হয়েছে তার স্পষ্ট হবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সামনে আসলে বোঝা যাবে।

উদ্ধার বোমা, আতঙ্ক এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৩ জুলাই ঃ কালভার্ট এর নীচে থেকে উদ্ধার বোমা, আতঙ্ক এলাকায়। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের রানীনগরের ডেপুটিপাড়া এলাকায়। এদিন বুধবার সকালে স্থানীয়রা রাস্তায় যাওয়ার সময় কালভার্টের নিচে একটি ব্যাগ দেখতে পাই, ব্যাগের মধ্যে সকেট বোমা রাখা রয়েছে। এরপর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে রাণীনগর থানার পুলিশ পৌঁছায় ও এলাকা ঘিরে দেয়। বোম গুলো নিষ্ক্রিয় করার জন্য বোম স্কোয়ার্ডকে খবর দেওয়া হয়। এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়।

উন্নয়ন, মেরামত এবং পি-ওয়ে কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ৩০ অফ ২০২৫, তারিখ ঃ ২১-০৭-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং.ঃ ডিইএনজিএইচওয়াই-৪৪-২০২৫; কাজের নাম ঃ নিউ গুয়াহাটিতে – স্বাস্থ্য ইউনিট, বসার ব্যবস্থা, টয়লেট কমপ্লেক্স ইত্যাদির উন্নতি (রি-টেন্ডার)। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৪০,৯১,৯২৬.৫০/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,২০,৫০০/- টাকা; টেন্ডার নং.ঃ ডিইএনজিএইচওয়াই-৪৬-২০২৫; কাজের নাম ঃ (ক) গুয়াহাটিতে – এসএসই/পি-ওয়ে গোডাউন, স্ট্যাকিং শেড, অ্যাপ্রোচ রোড -এর মেরামত এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। (খ) নিউ গুয়াহাটিতে - অফিস কমপ্লেক্সের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও মেরামত সহ এসএসই/পি-ওয়ে/নিউ গুয়াহাটি - এর জন্য ০৩ (তিন)টি গুদাম নির্মাণ। (রি-টেন্ডার)। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,৭৩,৩৮,৫০১.২৯/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৩,৩৬,৭০০/- টাকা; টেন্ডার নং.ঃ ডিইএনজিএইচওয়াই-৪৮-২০২৫; কাজের নাম ঃ এসএসই/ডব্লিউ/ইস্ট/পান্ডু এবং এসএসই/ডব্লিউ/ওয়েস্ট/পান্ডু -এর আওতাধীন বিভিন্ন কলোনিতে স্টাফ কোয়ার্টার (টাইপ-II, টাইপ-III, টাইপ-IV) -এর উন্নীতকরণ/বিশেষ মেরামত। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৫১,৩৯,৬৬১.৬৫/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,২৫,৭০০/- টাকা; টেন্ডার নং.ঃ ডিইএনজিএইচওয়াই-৪৯-২০২৫; কাজের নাম ঃ নিউ গুয়াহাটিতে - বিজি কলোনির প্রেসেড স্টিলের ওভারহেড স্টোরেজ ট্যাঙ্কের পরিবর্তে পাইপলাইন নেটওয়ার্ক সহ ৫০ হাজার গ্যালন আরসিসি ওএইচ ট্যাঙ্ক। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৭০,৩৯,৯৬০.৯৬/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,৩৫,২০০/- টাকা; উপরের টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১২-০৮-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টায় এবং খোলা ১২-০৮-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টায় বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিইএন/গুয়াহাটি, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম মাননীয় জেলা জজ আদালত, দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট

মোকদ্দমা নংঃ ০২/২০২৩

(প্রোবেট)

দরখাস্তকারীপক্ষ বনাম প্রতিপক্ষ

দেবাশিস সাহা — সুভ্রা কুন্ডু সিং

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, অধূনামৃত নির্মল কৃষ্ণ সাহা, পিতা-মৃত সত্যেন্দ্র নাথ সাহা, সাং-বিশ্বাসপাড়া, পোঃ ও থানা-বালুরঘাট, জেলা-দক্ষিণ দিনাজপুর, তাহার জীবদ্দশায় নিম্ন তফশীল বর্ণিত সম্পত্তির বাবদ গত ইং। ০৫.০৭.২০১৯ তারিখে তাহার সর্বশেষ উইল সম্পাদন করিয়া যান। উক্ত উইলের প্রোবেট লইবার জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারী উপরোক্ত নম্বর দরখাস্ত মাননীয় আদালতে দায়ের করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কাহারও কোনওরুপ আপত্তি থাকিলে তাহা আগামী ইংরাজী ২৫.০৮.২০২৫ তারিখে উপরোক্ত আদালতে হাজির হইয়ো কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে। অদ্য ইং ২১.০৭.২০২৫ তারিখে আদালতের স্বাক্ষর ও সীলমোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।

SCHEDULE OF THE PROPERTY

Dist.-Dakshin Dinajpur, P.S.-Balurghat, Mouza-Balurghat, J.L. No.-109. khatian No. L.R. 1679, Plot No. 2212, Area-0.06678 acre land together with Pucca building situated there on, Balurghat Municipal Holding No. 355/334, Ward No. 17 together with all other moveable properties laying in the residential building.

অনুমত্যানুসারে

Chief Administrative Officer (CAO)
District Judge, Dakshin Dinajpur at Balurghat

E tender notice

Online bids are invited the year 2024-25 from bonafied contractors for listed work from 15th CFCG untied and tied fund 2025- 26 of following schemes in respect of tender id:

i) 2025 _ZPHD _ 881587 (1 to 3)
ii) 2025 _ ZPHD_ 881500(1 to 6)

Last date of submission **29.07.25upto 12.00pm** Opening **31.7.25 at 12 pm**. For details information contact to the undersigned.

S/d - Prodhan
Kusumgram Gram Panchayet

TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Hooghly Division invites NIQ from Bonafied resourceful contractor, against N.I.Q. No-02 of 2025-'26 of Executive Engineer, PWD, Hooghly Division for "Supply and Installation of 1 (one) no Canon (Ir 2224N) with duplex and DADF Copier (Print-Copy-Scan) Features and specification furnished in BOQ, including carriage, Loading & unloading and other incidental charges and inclusive of all taxes for the use of the office of the Executive Engineer, Hooghly Division, PWD during the year 2025_2026."

Last date of Bid Submission: 01.08.2025

Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Other details may be seen from the Office of the u/s on any working day between office hours and from the Departmental website www.pwdwb.in

Executive Engineer, PWD
Hooghly Division

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এলএমজি/ইএনজিজি/৫০ অব ২০২৫, তারিখঃ ২১-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ বিজি ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সম্পর্কিত এসএসই/ডব্লিউ/টি/জাতিংগা অধিক্ষেত্রে অধীনে ৯১/০ থেকে ১১৮/০ পর্যন্ত বর্ষার জন্য সৃষ্ট ক্ষতির ক্যাচ ওয়াটার ড্রেন, সাইড ড্রেন, মাইনর ব্রিজ এবং এর সুরক্ষা কাজ যেমন চ্যানেল, সসেজ ক্রেট সুরক্ষা, ফ্লোরিং-এর মেরামত এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৮৮,১৩,৩০০.৭৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৪৪,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৩-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে ও খুলবে ১৪-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৩-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

TENDER NOTICE

We, The Forest Association of Apartment Owners, The Forest, 24, Beerpara Lane, Near Dumdum Chanapatty, Kolkata - 700030, are inviting tender bids for facility management services. You may send your interest letter to **forestowners association@gmail.com. Phone - 088846000460 / 8017437062. Last Date : 31st July 2025**

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE

SNIT No.-EE/MID/SNIT-04/ 2025-26

The **Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda** invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **28/07/2025 & Time up to 12.00 PM**. Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in/**

Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR

An e-Tender for "**Operation of Street Light arrangement including changing of luminaries & spares under BMC for the period of 01 (One) Calendar Year or 365 days of Ward-1 to 41, under Bidhannagar Municipal Corporation**" is being invited by EE,(E&M) Deptt. BMC vide NIT No. **14/PHE(E&M)/BMC Dated: 21-07-2025** and NIT No. **15/PHE(E&M)/BMC Dated: 22-07-2025** Tender ID: **2025_MAD_881261_1 to 3 and 5 to 29, 2025_MAD_881390_1 to 15, 17 and 18** details are available with office of EE/PHE(E&M) BMC. Corrigendum, if any will be published in office website & Notice Board only. Please visit: **https://wbtenders.gov.in**. Last date of Bid submission (online): **06/08/2025 and 16/08/2025 up to 15:00 Hrs.**

Sd/-
Executive Engineer, (E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড

CIN: L70100WB1895PLC001021

নিবন্ধিত অফিসঃ ১৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫

ই-মেইলঃ allianceudyo@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ২৯(২) প্রবিধান অনুসারে, আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা সোমবার, ৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৫, ইন্টার-এলস, ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য।

আরও জানানো যাচ্ছে যে, ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল চূড়ান্তকরণ এবং ঘোষণার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেনের জন্য ট্রেডিং উইন্ডোটি কোম্পানির সকল পরিচালক, কর্মকর্তা এবং মনোনীত কর্মচারীদের জন্য খোলা হয়েছে, যা আগে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সভা শেষ হওয়ার এবং স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ত্রৈমাসিক ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘন্টা পরে পুনরায় খোলা হবে।

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেডের জন্য
অরুণ কুমার লোহিয়া
পরিচালক
DIN:000613114

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ২৩.০৭.২০২৫

OFFICE OF THE HARIPAL PANCHAYAT SAMITY
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405

TENDER NOTICE

The Executive officer, Haripal Panchayat Samity, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **Eleven (11) nos**. works vide **E-NIT No: 15/E.O/HPS/2025-2026, Date:- 23.07.2025** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Haripal Panchayat Samity

OFFICE OF THE PRADHAN

ANARA GRAM PANCHAYAT

VILL & POST – ANARA, DIST. – PURULIA (W.B.)
UNDER PARA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE

NIT Memo No - 381/AGP/2025 Dated – 22.07.2025
NIeT No – WB/PUR/PARA/ANARA/1/AGP/2025

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Anara Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I : Techno-commercial Bid, Part II : Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/**1. Date and Time of Bid Submission: from **23/07/2025 to 01/08/2025 upto 4.00 pm** 2. Date and time of Bid opening **04/08/2025 at 11.00 am**. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.

Sd/-
Pradhan
Anara Gram Panchayat

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **সনাতন রায়**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **প্রমোদ রঞ্জন রায়চৌধুরী পিতা- মৃত রশিক লাল রায়চৌধুরী**
ঠিকানাঃ **রেসকোস পাড়া, জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **সনাতন রায়, পিতা- ভেসুরাম রায়**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 105, 21.05.93 নং বহি ---- নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ I -1557. Date- 20.05.99
নামজারি কেস নংঃ MN/2025/0702/7262
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য/ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপ-
মৌজা- আরজী অমরখানা, খতিয়ান- 54,
দাগ নং- 297, জমির পরিমান- 0.9, জে.এল. নং- 12
(আদেশ নং ১০০০ -I.S./ ২২/ ২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **সনাতন রায়**
পিতা/ স্বামী ঃ **মৃত ভেসুরাম রায়**
ঠিকানা ঃ **সরকার পাড়া, গড়ালবাড়ী, জলপাইগুড়ি**

Office Of The Prodhan

Golapganj Gram Panchayat

Kaliachak-III Dev. Block, Malda
Vill+P.O. Golapganj, P.S.- Kaliachak, Dist.- Malda

eTender has been floated for 66 (Sixty Six) Nos. of work under Golapganj G.P. of Kaliachak-III P.S, Malda, **eTender No. 10(e) /GGP/2025-26 Dated: 21st July, 2025**, **eNIT No.-11(e) /GGP/2025-26, Dated: 21st July, 2025, eNIT No.- 12(e) /GGP/2025-26, Dated: 21st July, 2025, eNIT No.- 13(e) / GGP/2025-26, Dated: 21st July, 2025** Bonafied contructors are requested to visit- **www.wbtenders.gov.in** or **http://etender.wbprd.nic.in** or Contact Office Notice Board.

Sd/-Pradhan
Golapganj Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএইচ/৫৫৮, তারিখ ২২.০৭.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/টেলি/টি/০৬/২৫-২৬/সিএপি। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে বিভিন্ন স্থানে যথা নিউ আলিপুর, জাজেস কোর্ট, বার্ন স্ট্যান্ডার্ড-এ রেলওয়ে কলোনিসমূহ এবং শিয়ালদহতে অফিসারদের কলোনিতে জিপিওএন প্রযুক্তিতে উচ্চ গতিবেগ সম্পন্ন তথ্য সংযুক্তির (হাই স্পিড ডাটা কানেক্টিভিটি)- ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৮৮,৯২,০৫৬.২৩ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন জমা ঃ** ২,৪৪,৫০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ০৬.০৮.২০২৫। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ঃ** ২০.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টোপর্যন্ত। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ২০.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ(সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। **অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার- VIবি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম -৬) দাখিল করতে হবে। **অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। **সমতুল ধরনের কাজ ঃ** "এমআইএস/এলএএন/ডব্লুএএন/হেল্পলাইন/ইউটিএস/পিআরএস/এফওআইএস/ভ্যালু অ্যাডেড অনুসন্ধান পদ্ধতি/ভিডিও অনুসন্ধান পদ্ধতি/তথ্য সংযুক্তি/ডাটাকম সরঞ্জাম/ভিডিও কনফারেন্সিং/বেতার যোগাযোগ/সুরক্ষিত যোগাযোগ/ওয়াই-ফাই/কম্পিউটার ভিত্তিক অনুসন্ধান পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত টেলিকম কাজ প্রভৃতি ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এমন যে কোনো টেলিকম কাজকে বোঝাবে।" **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর/তাঁদের দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।

SDAH-128/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উইম্বলডনের ধাক্কা টরন্টোয়! কানাডা ওপেন থেকে নাম তুলে নিলেন আলকারাজ

টরন্টো, ২৩ জুলাইঃ টরন্টো মাস্টার্স শুরু হওয়ার আগেই নাম প্রত্যাহারের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে। সেই তালিকাতেই নয়া সংযোজন বিশ্ব টেনিস র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই নম্বরে থাকা কার্লোস আলকারাজ। উইম্বলডনের পরে 'শারীরিক ও মানসিক পুনরুদ্ধারের' প্রয়োজন-এই মর্মে কানাডার এটিপি ১০০০ প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ালেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় আলকারাজ লেখেন, 'অনেকগুলো সপ্তাহ টানা খেলে যাওয়ার পর বিশ্রাম নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিছু মাংসপেশির সমস্যা রয়েছে। তাই এ বছর টরন্টোয় খেলতে

পারছি না। এই সিদ্ধান্তের জন্য কানাডার সমর্থক ও আয়োজকদের কাছে আমি দুঃখপ্রকাশ করছি। তবে কথা দিচ্ছি, আগামী বছর নিশ্চয়ই দেখা হবে!' বাইশ বছর বয়সি স্প্যানিশ তারকা চলতি মরসুমে দুর্দান্ত ফর্মে। এটিপি-র জয়-পরাজয় ইনডেক্স অনুযায়ী তাঁর এই মরসুমের রেকর্ড জিতেছেন ৪৮টি ম্যাচ, হেরেছেন মাত্র ৬টি। পাঁচটি শিরোপার মধ্যে রয়েছে ফরাসি ওপেনের ঐতিহাসিক জয়ও। তবে হ্যাটট্রিকের লক্ষ্য নিয়ে এ বার উইম্বলডনের ফাইনালে উঠেও ইয়ানিক সিনারের কাছে হার মানতে হয়। শুধু আলকারাজ নন, টরন্টোর কোর্টে এ বার অনুপস্থিত আরও দুই তারকা- উইম্বলডনজয়ী সিনার এবং নোভাক জকোভিচ। দু'জনেই রবিবার তাঁদের নাম তুলে নেন। জকোভিচ, ৩৮ বছর বয়সি সার্বিয়ান তারকা, টরন্টোতে এর আগে চার বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। আর সিনার তো গত বছরই এই টুর্নামেন্ট জয়ের শিরোপা হাতে তুলেছিলেন। ইতালীয় টেনিস তারকাও আলকারাজের সুরে সুর মিলিয়ে বলেছেন, 'দু'বছর আগে এখানে ট্রফি জয় আমার কেরিয়ারের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। কিন্তু নিজের দল ও ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি, শরীর আগে। কানোডার অনুরাগীদের সামনে আবার খেলতে চাই। তবে এখন বিশ্রামই সেরা সিদ্ধান্ত!' চলতি বছর টরন্টো এটিপি মাস্টার্সে প্রতিযোগিতার সময়সীমা বাড়িয়ে ১২ দিন করা হয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচ রবিবার (২৮ জুলাই)। ফাইনাল ৭ আগস্ট।

জীবনের 'লাইন' বুঝে ফেলেছেন, অংশুলের কাছে এবার বাইশ গজের 'লেন্থ' মেপে নেওয়ার পালা!

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৩ জুলাইঃ হরিয়ানার ফাজিলপুর থেকে খান্দ্রা গ্রামের দূরত্ব মেরেকেটে ৬০ কিলোমিটার। প্রথম গ্রামে বেড়ে উঠেছেন অংশুল কম্বোজ। টিম ইন্ডিয়ার পেসার, যিনি ম্যাঞ্চেস্টারে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ময়দানে নেমেছেন। কেরিয়ারে প্রথমবার। দ্বিতীয় গ্রাম, খান্দ্রা, জ্যাভলিন তারকা নীরজ চোপড়ার জন্মভূমি। নীরজের সঙ্গে অংশুলের দেখা হয়েছে কি না কিংবা দুজনের পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক আছে কি না, জানা নেই। কিন্তু একটি সূত্রে গাঁথা দুই খেলোয়াড়ের জীবন। তাঁদের ময়দানে পা রাখা আসলে ওজন কমানোর পাকচক্রে। অংশুলকে নিয়ে যান তাঁর বাবা। নীরজকে কাকা। ফারাক বলতে স্রেফ এটুকুই। এরপর আলাদা মঞ্চে নিজেদের আলাদাভাবে গড়ে তুলেছেন দুজন। নীরজের কেরিয়ারে সাফল্য এসেছে দ্রুত এবং প্রভূত। অলিম্পিক্সে সোনা, বিশ্বচ্যাম্পিয়ন-মুঠো মুঠো পদক আর খেতাব। পরিশ্রমের স্বীকৃতি অঙ্ক মেনে হাজির! অংশুলকে ধৈর্য ধরতে হয়েছে, অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু প্রতীক্ষার ফল শেষমেশ মিঠে হয়ে ধরা দিয়েছে। রঞ্জিতে অপ্রত্যাশিত সাফল্য, বিজয় হাজারেতে নজরকাড়া বোলিংয়ের প্রতিদান আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে ময়দানে নামা। কিন্তু শেষবিচারে চূড়ান্ত সাফল্য বলতে তো দেশের জার্সিতে আন্তর্জাতিক মাঠে, পোড়খাওয়া প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে দামামা বাজানো। সেই সুযোগও জুটল আজ, ম্যাঞ্চেস্টারে। প্রথম একাদশে জায়গা করে নিয়েছেন অংশুল। জসপ্রীত বুমরাহর ডেপুটি হিসেবে কতটা ছাপ ফেলছেন বাইশ গজে, সেটা আগামী পাঁচদিনে স্পষ্ট হবে। যদিও বল হাতে নামার আগে একটি ছবি স্পষ্ট-বাবা উধম সিংয়ের মুখের হাসি। যা গত কয়েক বছর ধরে স্রেফ উবে গিয়েছিল। এপিলেপ্সি আক্রমণ হানে। কয়েক দশক ধরে স্রেফ মৃগীরোগের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন উধম। হাসতে ভুলে যান। আনন্দ কী বস্তু, সেটাও মনে ছিল না। ছেলের সাফল্যে অধরের এক প্রান্তে চিলতে হাসির রেখা। উধম আজ প্রাণ খুলে কথা বলছেন। জানাচ্ছেন অকথিত জীবন ইতিহাস! তাঁর কথায়, ''সবকিছু শুরু হয় কম্বোজের ছেলেবেলার কোচ সতীশ

রানার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর। আমি তাঁকে বিশেষভাবে জানিয়েছিলাম, অংশুলকে দিয়ে বল করাও। আসলে ও খুবই মোটা ছিল। মেদ ঝরাতে চেয়েছিলাম। এরপর খেলায় এমনভাবে মজে গেল যে, ক্রিকেটই হয়ে উঠল অংশুলের জীবন!'' বাবা শারীরিক অবস্থার জন্য কার্যত শয্যাশায়ী। মায়ের কিডনিতে পাথর ধরা পড়ে। অপরারেশন করাতে হবে বলে তিনিও ছেলেকে এয়ারপোর্টে বিদায় জানাতে যেতে পারেননি। অলরাউন্ডার নীতীশকুমার রেড্ডি, পেসার আকাশ দীপ এবং অর্শদীপ সিং চোট পেয়ে মঠের বাইরে। তাই মূল দলে না থাকা সত্ত্বেও ম্যাঞ্চেস্টারে সুযোগ জুটেছে অংশুলের। অথচ ইংল্যান্ড অভিযান গল্পের শুরুটা এরকম ছিল না। ভারতীয় এ টিমের হয়ে ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে নামেন। হর্ষিত রানা, মুকেশ কুমারদের ছাপিয়ে স্পটলাইট কেড়ে নেন অংশুল। তীক্ষ্ম সিম এবং তার সঙ্গে ক্ষুরধার সুইং-প্রস্তুতি ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। কিন্তু তারপরেও লিডসে আয়োজিত প্রথম টেস্টের টিম লিস্টে নাম ওঠেনি। ওয়ার্ম আপ ম্যাচে নিষ্প্রভ হর্ষিতের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। মনের দুঃখে গ্রামে ফিরে আসেন অংশুল। কিন্তু ভেঙে পড়েননি। দ্বিগুণ উদ্যমে চালিয়ে যান প্রস্তুতি। অ্যাকাডেমিতে ডিউক বল হাতে নেমে পড়েন। নিশানায় একটিমাত্র স্ট্যাম্প। নাগাড়ে বল করে যান। সতীশ রানা, অংশুলের ছেলেবেলার কোচের সন্দিগ্ধ প্রশ্ন, ''সব ঠিক আছে তো?'' উত্তরে 'ব্রাত্য' বোলারের সংক্ষিপ্ত জবাব, ''স্যার আমি আশাবাদী!'' দু'বছর আগে চ্যাম্পিয়ন হরিয়ানার হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে ১০ ম্যাচে ১৭ উইকেট নাকি রঞ্জিতে কেরলের বিরুদ্ধে ৩০ ওভার বল করে এক ইনিংসে ১০ উইকেট-কোন সাফল্য অংশুলকে আশায় বুক বাঁধার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে? সতীশের কাছে এর উত্তর নেই। তাঁর চোখে ভেসে উঠছে উধম সিংয়ের অশ্রুসজল মুখ। অংশুল যখন রণক্লান্ত, নিজের সর্বস্ব উজাড় করে পারফর্ম করার পরেও যখন একের পর এক দরজা বন্ধ, কিছুতেই ফাঁক গলে বেরতে পারছেন না, ছেলের পিঠ চাপড়ে মৃদু গলায় স্রেফ একটাই কথা বলেছিলেন, ''বেটা, সির্ফ টাপ্পা পাকড় কে ডালতা র‍্যাহ!'' (তুমি শুধু সঠিক লাইনে বল করে যাও) ব্যর্থতা আর বঞ্চনার কানাগলিতে হারিয়ে না গিয়ে সাফল্যের নিশান দেখতে পেয়েছেন অংশুল। জীবনের লাইনে তিনি অবিচল। বাইশ গজের হিসেবটা শুধু বুঝে নেওয়া বাকি!

যুবভারতীতে শুরু হল ডুরান্ড কাপ

ফুটবলে শট মেরে উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুলাইঃ ভারতের প্রাচীনতম এবং ঐতিহ্যবাহী ফুটবল প্রতিযোগিতা ডুরান্ড কাপ-এর সূচনা হল বুধবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পতাকা উড়িয়ে এবং ফুটবল শট মেরে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ও ডুরান্ড কমিটির পদস্থ আধিকারিকরাও। এদিনের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল এবং সাউথ ইউনাইটেড এফসি। টান টান উত্তেজনার আবহে শহরের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য শুরু হল বছরের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত টুর্নামেন্ট। এ বারের ডুরান্ডে চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন পুরস্কার মূল্যে। আগের মতো আর ১.২০ কোটি নয়, এবার চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৩ কোটি টাকা। রানার্স আপ দল পাবে ১.৫ কোটি টাকারও বেশি। এছাড়া কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনালিস্ট দলগুলোর জন্যও রয়েছে বাড়তি অর্থমূল্য। সঙ্গে রয়েছে আকর্ষণীয় ব্যক্তিগত পুরস্কার-সর্বোচ্চ গোলদাতা, সেরা ফুটবলার এবং সেরা গোলরক্ষককে দেওয়া হবে একটি করে এসইউভি গাড়ি। ডুরান্ড কাপ জিতলে শুধু একটি ট্রফি নয়, জয়ী দল পায় তিনটি ট্রফি। এগুলি হল- ডুরান্ড কাপ, শিমলা কাপ এবং প্রেসিডেন্টস কাপ (এই ট্রফি স্থায়ীভাবে থেকে যায় জয়ী দলের কাছে)। রাজ্যের চার প্রধান দল- মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং ও ডায়মন্ড হারবার এফসি-র সমর্থকদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫০০০ করে টিকিট। এই টিকিট ক্লাবের মাধ্যমে সমর্থকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

এ বারের ডুরান্ড হবে ভারতের পাঁচটি শহরের মোট ছ'টি মাঠে। এগুলি হল- কলকাতার যুবভারতী ও কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম, অসমের কোকরাঝাড়, মণিপুরের ইম্ফল, মেঘালয়ের শিলং এবং ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর। তবে কলকাতাতেই হবে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ, দুই গ্রুপ মিলিয়ে ১৫টি। পাশাপাশি কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও ২৩ আগস্টের ফাইনালও হবে যুবভারতীতে। এ বছর ডুরান্ডে খেলছে মোট ২৪টি দল। ৬টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে তাদের। আইএসএল থেকে থাকছে ৬টি দল-মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান, জামশেদপুর এফসি, পঞ্জাব এফসি এবং নর্থইস্ট ইউনাইটেড (গত বারের চ্যাম্পিয়ন)। বিদেশি দল হিসেবে অংশ নিচ্ছে-নেপালের ত্রিভুবন আর্মি, মালয়েশিয়ার সেনা দল। প্রথমবার খেলতে আসছে বেশ কিছু নতুন দল ডায়মন্ড হারবার, আইটিবিপি, লাদাখ ওয়ান, নামধারী এফসি, মালয়েশিয়া আর্মি ও সাউথ ইউনাইটেড।

সুনীলদের হেডস্যার হওয়ার লড়াইয়ে আইএসএল ও আই-লিগ জয়ী কোচদের সঙ্গে ইউরোপের বড় নামরাও

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাইঃ ভারতীয় জাতীয় ফুটবল দলের প্রধান কোচের পদে আবেদনকারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭০। গত বারের তুলনায় এটি অনেকটাই কম। কারণ সেবার সর্ব ভারতীয় ফুটবল সংস্থা ২৯১টি আবেদন পেয়েছিল। যদিও এবার আবেদনকারীদের মধ্যে বিশ্বকাপ কোচিং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি কম, তবুও বেশ কিছু নামী ও অভিজ্ঞ কোচ এই পদের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই তালিকায় রয়েছেন লিভারপুলের প্রাক্তন তারকা ফুটবলার রবি ফাওলার এবং হ্যারি কিউয়েল। সঙ্গে আছেন ভারতের প্রাক্তন সফল কোচ স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন, যিনি দুই দফায় ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়ে চারটি শিরোপা জিতিয়েছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে সাফ কাপ এবং ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ। রবি ফাওলার এবং হ্যারি কিউয়েলের মতো ইউরোপের বড় ক্লাব থেকে উঠে আসা ফুটবলাররা এই পদে আগ্রহ

প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও আবেদন করেছেন ব্রাজিলের অনূর্ধ্ব-১৭ দলের প্রাক্তন কোচ কাইও জানার্দি। বার্সেলোনা 'বি' দলের প্রাক্তন কোচ জর্দি ভিনিয়ালস, যিনি সাম্প্রতিক সময়ে চিনে কোচিং করিয়েছেন এবং ২০১৮ সালের অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ দলের স্টাফ রোয়েল কাউম্যান্স। তালিকায় রয়েছেন মরক্কোর কোচ আরিটজ লোপেজ গারাই, আফগানিস্তান ও মালদ্বীপ জাতীয় দলকে কোচিং করানো পিটার সেগার্ট এবং অভিজ্ঞ রাশিয়ার কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ। সব মিলিয়ে একাধিক অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিক কোচ এই পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। যদি ফেডারেশন ঘরোয়া অভিজ্ঞতার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে দুইবারের আইএসএল জয়ী কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস এবং গোয়ার হয়ে কোচিং করানো সফল কোচ সার্জিও লোবেরা অন্যতম। এছাড়াও আছেন আই-লিগ জয়ী কোচ স্টাইকস ভার্জেটিস এবং ভারতের অভিজ্ঞ কোচ খালিদ জামিল, সঞ্জয় সেন ও সন্তোষ কাশ্যপ। ফেডারেশনের এক সিনিয়র কর্তা জাতীয় এক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, গত বছর অনেক বড় কোচ আবেদন করেছিলেন, এমনকি বিশ্বকাপের দায়িত্বে থাকা কোচরাও। এ বছরও আন্তর্জাতিক আগ্রহ রয়েছে, তবে সেই ধরনের হাই-প্রোফাইল আবেদনকারী সংখ্যা কম। গত ৪ জুলাই ফেডারেশনের তরফে কোচের পদের জন্য আবেদন আহ্বান করেছিল। বর্তমানে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করছে এই কোচ নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর। জাতীয় দলের পরবর্তী নেতৃত্বে কে থাকছেন, তা নিয়ে এখন উত্তেজনার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে ফুটবল মহল।

মহামেডানের বিপক্ষেই সবুজ-মেরুন জার্সিতে 'অভিষেক' জাতীয় দলের ফুটবলারের?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুলাইঃ কলকাতার মাটিতে পা রেখেই চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছেন অভিষেক টেকচাম সিং। মঙ্গলবার বিকেলে কলকাতা বিমানবন্দরে নেমেই মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের হয়ে খেলার জল্পনা আরও জোরদার করেছেন ভারতীয় দলের এই প্রতিভাবান ফুল-ব্যাক। ইতিমধ্যেই তাঁর আগমনের ছবি এবং ভিডিও ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। এদিকে ডুরান্ড কাপ ২০২৫ সূচনা হল ২৩ জুলাই। কিন্তু, এই টুর্নামেন্টে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট কী ধরনের দল নামাবে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা ধোঁয়াশা। ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রুপ পর্বে মূলত রিজার্ভ স্কোয়াডকেই খেলানো হতে পারে। তবে যদি তারা কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছয়, তখন সিনিয়র দল নামাতে পারে মেরিনার্স ব্রিগেড। এই অবস্থায় অভিষেকের কলকাতায় উপস্থিতি ডুরান্ড কাপের প্রথম দিকেই তাঁর মাঠে নামার সম্ভাবনা উস্কে দিল। যদিও ডুরান্ডে মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচ আগামী ৩১ জুলাই। প্রতিপক্ষ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। হাতে রয়েছে প্রায় এক সপ্তাহের মতো সময়। আর অভিষেকের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে তাঁর ম্যাচ ফিটনেস নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ফলে অনেকেই ধরে নিচ্ছেন, অভিষেককে শুরু থেকেই মাঠে দেখা যেতে পারে সবুজ-মেরুন জার্সিতে। যদিও ক্লাব ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত

কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি মেলেনি। গত ২১ জুন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সঙ্গে তিন বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন অভিষেক টেকচাম সিং। তাঁকে দলে টানতে গিয়ে প্রাক্তন ক্লাব পঞ্জাব এফসিকে মোটা অঙ্কের ট্রান্সফার ফি দিতে হয়েছে সবুজ-মেরুন কর্তৃপক্ষকে। জানা গিয়েছে, এই অঙ্ক প্রায় ২ কোটি টাকা। অভিষেককে নেওয়ার দৌড়ে ছিল ইস্টবেঙ্গল এফসি ও এফসি গোয়ার মতো দলও। তবে শেষপর্যন্ত অর্থের কারণেই তাঁরা পিছিয়ে যায়। ইস্টবেঙ্গল অভিষেকের পরিবর্তে জয় গুপ্তাকে দলে নিয়েছে, যদিও তিনিও এবারের ডুরান্ডে খেলতে পারবেন না। ২০২৪-২৫ মরসুমে পঞ্জাব এফসির হয়ে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে দুরন্ত পারফরম্যান্স করেন অভিষেক। ফুল-ব্যাক হিসেবে ২২টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। তৈরি করেছেন ৮টি গোলের সুযোগ। লেফ্ট এবং রাইট উইং থেকেই সমান দক্ষতায় খেলেছেন। এই পারফরম্যান্স নজরে আসে জাতীয় দলের কোচ মানোলো মার্কুয়েজের। এরপরই ভারতের জাতীয় দলে ডাক পান অভিষেক। চলতি বছরের মার্চে মালদ্বীপের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয় তাঁর। ম্যাচে ভারত ৩-০ ব্যবধানে জেতে এবং অভিষেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ভারতের ক্লিন-শিট ধরে রাখতে। জুন মাসের আন্তর্জাতিক উইন্ডোতেও আরও দুই ম্যাচে ভারতের হয়ে মাঠে নামেন তিনি। কলকাতায় পা দেওয়ার পর থেকেই বাগান সমর্থকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে প্রবল উত্তেজনা। ক্লাবের 'হার্টথ্রব' মাঠে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছে গোটা সবুজ-মেরুন শিবির। ডুরান্ড কাপের গ্রুপ পর্বেই অভিষেককে নামানো হবে কিনা, তা নিয়ে নিশ্চিত কিছু জানা না গেলেও, তাঁর ফর্ম ও ফিটনেস দেখে অনুমান করা যেতেই পারে। তাই মহামেডান ম্যাচে হয়ত দেখা মিলতে পারে মোহনবাগানের অভিষেকের।

মোহনবাগানের জার্সিতে নিজেকে প্রমাণ করতে চান ইভান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ জুলাইঃ বর্তমানে ভারতীয় ক্লাব ফুটবলে অন্যতম শক্তিশালী একটি দল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। শেষ কিছু সিজন ধরে তাঁদের পারফরম্যান্স এবং সাফল্যের ধারাবাহিকতা নিঃসন্দেহে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সকলকে। বছর বছর এএফসির টুর্নামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করা নিঃসন্দেহে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছে বাংলার ফুটবল দলকে। সবুজ-মেরুনের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা বা মাঠে নামার স্বপ্ন দেখেন দেশের বহু তরুণ ফুটবলার। তাঁদের মধ্যেই একজন ইভান থাপা। বর্তমানে জর্জ টেলিগ্রাফের হয়ে প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগ খেলছেন এই সেন্টার ব্যাক। একটা সময় গ্যাংটকের হিমালয়ান স্পোর্টস ক্লাবের যুব দল থেকে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল এই ফুটবলারের। পরবর্তীতে সেখান থেকেই যোগদান করেছিলেন ইন্ডিয়ান অ্যারোজে। সেখানে রিজার্ভ দলের হয়ে কয়েক বছর ফুটবল খেলার পর তাঁকে দলে টেনে নিয়েছিল নর্থইস্ট ইউনাইটেড। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ফুটবল ক্লাবের যুব দলের হয়ে নিজেকে মেলে ধরার চেষ্টা করেছেন বারংবার। পরের মরসুমেই তাঁকে সই করিয়ে নেয় রিয়াল কাশ্মীর। সেখান থেকেই খিদিরপুর সহ কর্নাটকের কিকস্টার্ট এফসি হয়ে বর্তমানে জর্জের হয়ে কলকাতা লিগের সুপার সিক্স খেলার টার্গেট বছর

একুশের ডিফেন্ডারের। সেইসাথে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা মোহনবাগান দলের হয়ে মাঠে নামার স্বপ্ন দেখেন এই ডিফেন্ডার। আইএসএল হোক কিংবা ডুরান্ড কাপ। নিয়মিত নজর রাখেন সবুজ-মেরুনের ম্যাচের দিকে। বিশেষ করে আশীষ রাই ও মনবীর সিংয়ের পারফরম্যান্স যথেষ্ট মুগ্ধ করে আসছে এই তরুণ ফুটবলারকে। পাশাপাশি বিশ্ব ফুটবলে ও সমান নজর রাখেন ইভান। ব্রাজিলিয়ান তারকা থিয়াগো সিলভার পাশাপাশি ইংলিশ রাইট ব্যাক আলেকজান্ডার আর্নল্ডকে ও যথেষ্ট পছন্দ জর্জের এই ফুটবলারের। মাঝে চোট আঘাতের মত সমস্যা দেখা দেওয়ায় কিছুটা ব্যাকফুটে চলে আসতে হলেও এবার জর্জ টেলিগ্রাফের জার্সিতে নিজেকে প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে ইভানকে যথেষ্ট সমর্থন করে আসছে তাঁর পরিবার। এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এই ডিফেন্ডার বলেন, ''পেশাদার ফুটবলার হিসেবে নিজেকে মেলে ধরার ক্ষেত্রে আমার মা-বাবা থেকে শুরু করে সকল বন্ধুরা প্রথম থেকেই আমাকে যথেষ্ট সমর্থন করে আসছে। যেটা আমার কাছে বিরাট বড় পাওনা। তাঁদের সমর্থন আমাকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করে। মাঠের মধ্যে আমি সব সময় নিজের সেরাটা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে যাই। ভবিষ্যতে ও করে যাবো।''

অসাধারণ প্রত্যাবর্তনে আবার ফাইনালে ইংল্যান্ড

স্রেফ এক মিনিটি একটি মিনিট দূরে ছিলাম আমরা স্বপ্ন ছোঁয়া থেকে, ম্যাচ শেষে ইতালি কোচ আন্দ্রেয়া সোনচিনের হাহাকার। তার সেই আক্ষেপেই মিশে আছে ইংল্যান্ডের হার না মানা মানসিকতা আর গৌরবের গল্প। বিদায়ের এক মিনিট দূরত্বে থেকেও রূপকথার মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে স্মরণীয় এক জয়ে ফাইনালে পৌঁছে গেছে তারা।

জেনেভা, ২৩ জুলাইঃ উইমেন'স ইউরোর প্রথম সেমি-ফাইনালে জেনেভায় মঙ্গলবার ইতালিকে ২-১ গোলে হারায় ইংল্যান্ড। ৩৩তম মিনিটে বারবার বোনান্সেয়া গোল করে এগিয়ে দেন ইতালিকে। সেই ব্যবধান তারা ধরে রাখে নির্ধারিত ৯০ মিনিট পেরিয়ে যোগ করা সময়ের আরও পাঁচ মিনিট। কিন্তু এরপরই সর্বনাশ। বদলি নামা মিশেল আগেমাং ৯৬তম মিনিটে গোল করে সমতায় ফেরান ইংল্যান্ডকে। এরপর অতিরিক্ত সময়ের শেষ মিনিটের আগে বদলি নামা আরেক ফুটবলার ক্লোয়ি কেলির গোল নাটকীয় জয় এনে দেয় দলকে। এই নিয়ে টানা তিনটি বড় আসরের ফাইনালে পৌঁছে গেল ইংলিশ মেয়েরা। ২০২২ ইউরোতে শিরোপা জিতেছিল তারা, পরের বছর বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠে

হেরে গিয়েছিল স্পেনের কাছে। ইতালির সামনে ছিল ২৮ বছর পর ইউরোর ফাইনালে ওঠার হাতছানি। খুব কাছে গিয়েও হৃদয়ভাঙার যন্ত্রণায় পুড়তে হলো তাদেরকে। কোয়ার্টার-ফাইনালে নরওয়ের বিপক্ষে শেষ মিনিটের গোলে জিতেছিল ইতালি। সেমি-ফাইনালে সেই আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে প্রথমার্ধে দাপুটে ফুটবল উপহার দেয় তারা। জুভেন্তাসের ৩৪ বছর বয়সী তারকা বোনান্সেয়ার গোল এগিয়ে রাখে দলকে। ইংল্যান্ড দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় ভালোভাবেই। তবে নিজেদের ব্যর্থতায় গোল আদায় করতে পারছিল না। সময় যখন একদমই ফুরিয়ে আসছিল, তখন ত্রাতা হয়ে আসেন ১৯ বছর বয়সী আগেমাং। তার গোলের পর ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। শেষ দিকে আবার গোলের সম্ভাবনা জাগান আগেমাং। কিন্তু বল ফিরে আসে ক্রসবারে লেগে। এর পরই নাটকীয়তা। পেনাল্টি পায় ইংল্যান্ড। কেলির শট ফিরিয়ে দেন ইতালির গোলকিপার। কিন্তু দ্রুততায় ছুটে ফিরতি বল জালে পাঠান ২৭ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড।

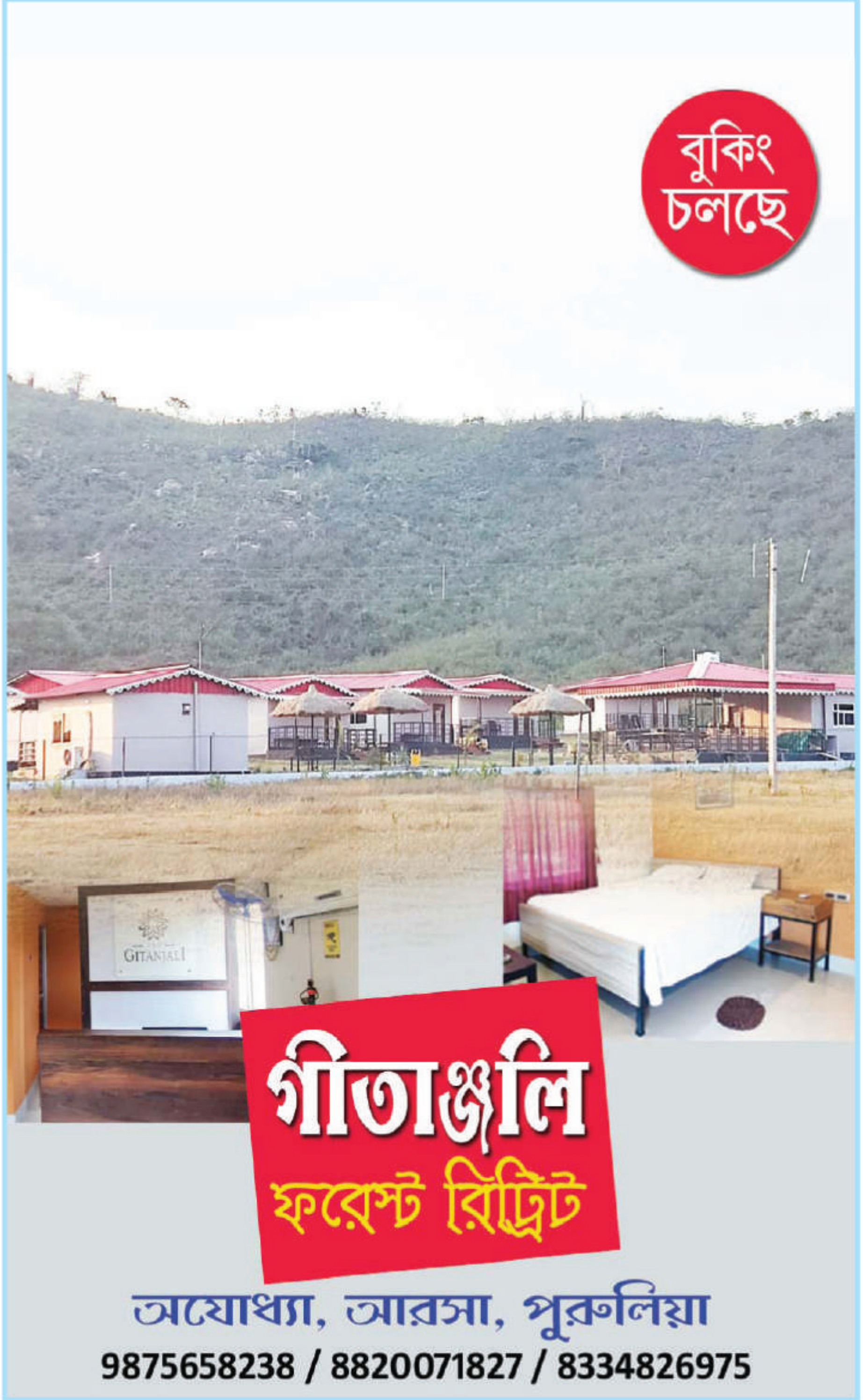

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com